সন্ধ্যা শঙ্খ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—দু'টাকা

দাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শুভাশীষ সহ

প্রিয় "বনফুল" কে—

সাদরে সমর্পিত।

গ্রন্থকার

নিবেদন

শরীর বহুদিন অপটু। কোনো প্রকারে আমার কয়েকটি লেখা সংগ্রহ ও একত্র ক'রে প্রেসে পাঠাই। ইচ্ছা ছিল—অনিয়ম ও অশুদ্ধিগুলি প্রুফ্ দেখবার সময় যথাসম্ভব ঠিক্ ক'রে দেবার। যখন প্রুফ্ পেলুম তখন রোগ শয্যায়। সক্ষমতার আশায় প্রায় মাসাধিক অপেক্ষা করেও ফল হ'ল না। সমগ্র একখানি পুস্তকের টাইপ্ এতদিন আটকে রাথার অসোয়াস্তি ও অভদ্রতা আর সহ্য না হওয়ায়, পূর্ব্বাবস্থাতেই ছাপিতে সম্মতি দিতে হ'ল। অপরাধ রহিয়াই গেল। বিশেষ—ইংরাজি কথাগুলি বাংলায় লিখে দেওয়া বা বাংলা করে' দেওয়া হয় নাই। আশা করি এ যুগে আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের তা'তে বিশেষ অসুবিধা হবে না। অপরাধ নিশ্চয়ই হোলো, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

৺বিজয়া দশমী
পুর্ণিয়া
২৪শে আশ্বিন ১৩৪৭

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ—

দুর্ভাগ্য সঙ্গী বিনা আসেন না। একটু সামলে—নিজে দেখতে গিয়ে—এমন একটি গুরুতর ভুল ধরা পড়ল, স্তম্ভিত ও অশান্ত করে' দিলে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে যে লেখাটি আমার "কবুলতি" বলে' পুস্তকে—"পূজার প্রসাদ" নামে একবার প্রকাশ পেয়েছে, সেটি পুনরায় "সন্ধ্যাশঙ্খে"র মধ্যে "দেবদাসের দুর্গোৎসব" নামে ছাপা হ'য়ে গিয়েছে। সে কারণ আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও শান্তিহীন চিত্তে অপরাধ স্বীকার করছি। আমার আর উপায়ান্তর নাই। সকলে দয়া কোরে আমাকে ক্ষমা করেন—এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

দেবা ন জানন্তি

সুরমার দন্তশূল

১

ধীরাজবাবু হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। বাড়ির যে তিনি কি, সেটা ভেবে পাননা, অবশ্য ননীর ও রাধারাণীর বাবা বটে, এবং সুরমার স্বামী। কিন্তু আক্কেল সেখানে অল্পই কাজ দেয়। কারণ সুরমা তাঁর আক্কেলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না অথচ মূর্খ মক্কেলরা সে সম্বন্ধে অন্ধ। ধীরাজবাবু মিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। কথা অল্পই কন্—তাতেও ধর্থ এসে অনর্থ সৃষ্টি করে,—অভ্যাস সামলাতে পারেন না।

সুরমা বড় ঘরের মেয়ে—আভিজাত্যের দাবী রাখেন ও সেই চালে চলতে চান। সম্ভ্রান্তদের সংশ্রব খোঁজেন।—ভ্রান্ত ধারণায় সেটা টাকার ওজন ধরেই চলে। ধীরাজবাবু আভিজাত্য গোত্রের মানুষ নন, সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রবংশের লোক—সুরমার সম্মান রক্ষার্থে কেবল সেটার রিহার্সেল্ দেন কিন্তু বেসুরো মারে—তাল্ কাটে, সামলাতে অনেক সইতে হয়। আভিজাত্যের পরিচয় মধ্যে তাঁর 'গাউট্' মাত্র সম্বল। ওকালতী পাস করবার পর উঠ্তি

মুখে এই সৌভাগ্যটুকু দেখা দেওয়ায় কোর্টে যাতায়াতের জন্যে এবং অন্য কারণেও একখানি সেকেলে 2nd hand Ford কিনতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রহদোষে সেখানি কিন্তু "গুণ হোয়ে—দোষে" দাঁড়িয়ে গেছে!

বিশেষ বিশেষ ব্যাধি প্রায় ভাগ্যবানদেরই আশ্রয় নিয়ে থাকে, যথা—গাউট্, ডায়েবেটিস্। আবার দন্তরোগও নাকি লক্ষ্মীমন্তদের একটি লক্ষণ—সুরমা সেইটি নিয়েই থাকেন,—সেটি একাই একশো। অধুনা প্রমাণও হ'য়েছে—বদনই বহু রোগের Gateway এবং দাঁতের গোড়াই তাদের জন্মস্থান বা জঠর। যন্ত্রণারও নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। রোগটির তাই কদরও আছে খাতিরও আছে। বিশেষ প্রথম শ্রেণীর Dentistদের কাছে। তাঁরা সুরমাকে যথেষ্ট সমাদরে চিকিৎসা করেন। Expertরা বলেন—"অমুক 'ডচেসের' ছিল, বড় বংশ ভিন্ন ও-রোগটি হয়না,—আশ্চর্য্য! Very pure and noble blood যাঁদের, তাঁরাই সহজে সসেপ্‌টিবল্"—ইত্যাদি। কথাটা Dentist নির্ম্মলবাবুর মুখ থেকে বেরোয়। সেই পর্য্যন্ত সুরমা তাঁকে ছেলের মত দেখতেন। নির্ম্মলবাবুর বয়স কম, সুপুরুষ, আবার পিতার বিপুল ধনের অধিকারী হয়েছেন। সুরমার ধারণা —সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ভিন্ন এসব দিকে নজর কয়জনেরই বা থাকে! ফলে তিনিই তাঁর প্রিয় Dentist.

কিন্তু রোগটির কদর ও খাতির ধীরাজবাবুর চেয়ে যে কার কাছে বেশী ছিল তা আমরা জানিনা। রোগটির শূলুনী কথায়

কথায় দেখা দেয়,—কখন্ চাগাবে তার স্থিরতা নেই Air borne কি word born তা ঠিক করা কঠিন ছিল, তাই তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকতেন কারণ বাড়ির সকলকে তার তাড়স সমানে ভোগ করতে হয়, কারো শান্তি থাকেনা এমনি যন্ত্রণার জোর!

যাক্, পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি—2nd hand Ford কেনাটাই ধীরাজবাবুর "গুণ হোয়ে" "দোষ" হয়েছিল! ওই "সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ ফোর্ড" গৃহ প্রবেশের পর সুরমার দাঁতের যন্ত্রণা প্রবল হয়ে তাঁকে অস্থির করে। কলকেতার সেরা সেরা আদ ডজন ডাক্তারদের 'বোর্ড' বসে এবং প্রাথমিক Blood ইত্যাদির চতুস্‌াগরী পরীক্ষার ভূমিকাতেই ধীরাজবাবুকে ভূমিসাৎ করে' ফ্যালে। ওই চতুরঙ্গ পরীক্ষাগুলি নাকি তাঁদের First aid—তদুপরি পথ্য—গ্রেপযুসে গোলা সেনাটোজেন চলতে থাকে, আর সর্ব্বক্ষণ দাঁতে চকোলেট চেপে রাখা ও বাইরে ওডিকলনে ভেজানো রুমাল। Dentist নির্ম্মলবাবু জার্ম্মাণীর ডিপ্লোমাধারী, তাঁর উপরেই সুরমার বিশ্বাস বেশী, তিনি দু'বেলা দেখে যান এবং একটু সামলালে প্রতি সন্ধ্যায় মোটরে বায়ু সেবনের ব্যবস্থা দেন। তাতে ধীরাজবাবুর আয়ু হরণ, দিন দিন সুস্পষ্ট হতে থাকে।

কন্যা রাধারাণী—বেথুনে ফার্ষ্ট-আর্টস্ পড়ে। সে একান্তে বাপকে বলে—"কিন্তু ও মোটারে তো মা উঠবেন না, ও অপয়া গাড়ীখানা বদ্‌লে ফেলাই ভালো! তোমারো গাউট্—ইত্যাদি। মা বড় কষ্ট পাচ্ছেন···"

ধীরাজবাবু উদাসভাবে বলেন—তাতো দেখতে পাচ্ছি মা কিন্তু—

রাধারাণী বলে—"কিন্তুতে আর কাজ নেই বাবা, ওটা শিগ্‌গীর বিদেয় করাই ভালো।"

"তাও তো দেখছি। তবে আরো যে একটা "কিন্তু" রয়েছে মা—ওখানা যে তা হলে এখন 3rd handএ দাঁড়ালো। 3rd hand নেবার মতো গাউটে-ধরা গরীব খুঁজতে আমাকেই যে হাঁটতে হবে মা। সাড়ে চারশো টাকায় পেয়েছিলুম,—এখন দেড়শোয়……

রাধারাণী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—"তুমি বুঝছনা কেন বাবা! ও-খানা না হয় নিলেমে দাও,—একখানা 'বুইক্', 'মরিস্' কি Standard না হয় নিয়ে এসো,—নতুন হলেই হবে—"

—"বুঝছি তো সবই রাধন, তাতে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু 'গ্রেপ্‌ষুসে' যে শুষে ফেললে মা—"

"তবে? রোগের পথ্যে আর চিকিৎসাতে তো কম যাচ্ছে না!"

"কিন্তু Co-operative Bank তো Thank পেলেই টাকা দেবেনা,—দেনায় যে ডুবে গেলুম—"

"যন্ত্রণা যে আর দেখতে পারা যাচ্ছেনা বাবা—"

ধীরাজবাবু—"আর ওই কোঁতানিটা শুনতেও—"

—"হ্যাঁ, আগে আর এক কাজ কর্ মা। বাসার মালিক্ আবার বাইরে এক পাতুরে "ট্যাবলেট্" না তক্‌মা এঁটে রেখেছেন—"শান্তি কুটীর।" ওইটের ওপর একখানা কাগজ আজই মেরে-দেমা। যেতে আস্‌তে যেন পরিহাস কোরে মাথা খারাপ কোরে দিচ্ছে। তাঁর কাণা ছেলে তাঁর কাছে পদ্মলোচন হতে পারে, আমার যে শান্তি মোচন হয়েছে!"

"ওতে তো মায়ের রোগের জড় মরবেনা বাবা,—সে দেখা দেবেই।"

"তবে আমাকেই দেখছি নেপালের চায়ের দোকানে নাড়ু-গোপাল হয়ে সকাল বিকেল পথ চেয়ে থাকতে হবে—"

"কেনো বাবা ?"

"গাউটে কে খোঁড়াচ্ছেন—লক্ষ্য করতে হবে তো,—যা পাওয়া যায়—"

রাধারাণী বিষণ্ণ মুখে বললে—"তুমি এখন নাইবে চলো তো বাবা—"

"হ্যাঁ—মাথায় জল দেওয়াই ভালো"—একটা গভীর নিশ্বাস পোড়লো।

বাইরে মোটরের হর্ণ, সঙ্গে সঙ্গে—"ধীরাজবাবু বাড়ি আছেন কি ?"

রাধারাণী বিরক্তভাবে বললে—"আবার কে এলেন"! সে ভেবেছিল Dentist নির্ম্মলবাবু।

ধীরাজবাবু সসব্যস্তে উঠে পড়লেন—"এযে পরেশের গলা,—আমাদের Bar Libraryর Secretary."—

রাধন একটু অন্তরালে সরে গেল।

*　　*　　*　　*

ধীরাজ। (সদর দরজা খুলেই) পরেশ ভায়া নাকি,—এসো এসো ভাই।

পরেশবাবু ও তাঁর কন্যা রাকা প্রবেশ করলেন।

ধীরাজ। কি ব্যাপার? অতদুর থেকে! এসো এসো—রাধারাণী বেরিয়ে এসে হাসিমুখে রাকার হাত ধোরে—"এসো ভাই" বলে, বাপের দিকে চেয়ে—"আমরা এক সঙ্গে পড়ি বাবা।"

ধীরাজ। তবে তো ভালই হয়েছে, মাকে উপরে নিয়ে যাও। (পরেশের প্রতি) খবর কি বলো?

পরেশ। বিশেষ কিছু নয় ভাই, বাসা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম—

ধীরাজ। কেন্নো, বালিগঞ্জে ছিলেনা?

পরেশ। ছিলুম তো, কিন্তু বালিগঞ্জ আমার জন্যে নয় ভাই, সে তেতে ক্রমে hot bed হওয়ায় খাপ খেলে না! জানই তো—বালির তাতের কাছে সূর্য্যের তাত Ice Cream,—মাসখানেক হোলো বালিগঞ্জ ছেড়ে ডায়মণ্ডহার্বারে গিছি কিন্তু পেট্রলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিনা ভাই—সে পেড়ে ফেল্‌ছে। আমাদের শ্যামবাজারই ভালো—খাঁটি দিশি জিনিষ,—যখন তখন ঠাকুরদের নামটাও করা হয়।

ধীরাজ। বাসা পেলে ?

পরেশ। তোমার খুব কাছেই পেয়েছি, তাই একেবারে engage করে এলুম। তবে উঠে আসতে আমার দিন পনেরো দেরি আছে, অর্থাৎ এই মাসটা সেখানে কাটিয়ে আসবো। একদিন বেড়িয়ে আসবে চলনা—

ধীরাজ। বেশ কথা। কিন্তু তুমি আমার এবাসা চিনলে কি কোরে ?

পরেশ। কেনো, তোমার কাছে তো একদিন শুনেছিলুম—"শান্তিকুটীর"। সে কি ভোলবার সামগ্রী ভাই, ওযে দিন রাতের কাম্য···

ধীরাজ। তাতে আর ভুল কি—

তার পর দুই বন্ধুতে নানা কথা। রাধা সিঙাড়া আর চা খাইয়ে গেল।

পরেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—"হাতে হাতে এইতো তার প্রমাণ পেলুম, শান্তিকুটীর আর কাকে বলে ? হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার সিনিয়ার ম্যান্—তুমি বলতে পারবে—

ধীরাজ। অনেক বিষয়ে সিনিয়ার বটে ; কি—কথাটা কি শুনি—

পরেশবাবু বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন—"আচ্ছা—এই যে লোকে rather স্ত্রীলোকে, বৈদ্যনাথে 'হত্যে' দেয়—তাতে কাজ হয়, তুমি বিশ্বাস করো ?"

ধীরাজ। (সহাস্যে) তোমার আবার এ খেয়াল কেনো? বিশ্বাসীর কাজ হয় বোধ হয়, তা নয়তো তারা হত্যে দেবে কেনো! তবে বিশ্বাস আর কার থাকে,—'কারে' পড়লে তখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা লোকের আর মনে আসেনা বলেই বোধ হয়। তোমার এ দুর্ভাবনা কেনো? মক্কেলকে ব্যবস্থা দেবে বুঝি?

পরেশ বাবু একটু হাসি টেনে বললেন—"তাতে কোনো বেটা কি ফিস্ দেবে! একজন যাচ্ছে দেখলুম—তাই। হঁ্যা—পুরুষেও হত্যে দেয় নাকি?

ধীরাজ। বিপদের severity আর Densityর কাছে স্ত্রীপুরুষ আছে কি, সকলেই কাহিল···

পরেশ। তা বটে,—তা হ'লে পুরুষেও দেয়—

রাধারাণীর সঙ্গে রাকা নেবে আসায়, কথাটা শেষ হ'তে পেলেনা। রাকা বললে—"যাবেনা, ১১টা বাজে যে বাবা।"

"এই যে মা, আচ্ছা, আজ তবে চলি ধীরাজ। বাসা তো চেনাই রইলো। তুমি একদিন যেও কিন্তু।"

পরেশ বাবু ও রাকা চলে গেলেন।

রাধা। চলো—এইবার নাইতে চলো বাবা, অনেক দেরি হয়ে গেলো—

"হঁ্যা—সেই ভালো মা।"

—উঠলেন।

২

রাধারাণীর কলেজ বন্ধ, গ্রীষ্মের অবকাশ। সে সর্ব্বক্ষণ মায়ের সেবায় থাকে। সুযোগমত কথায় কথায় সুরমা দেবীকে সুসংবাদটা শুনিয়েছে—"বাবা মোটরখানা নিলেমে দিচ্ছেন। বললেন—বড় জার্কিং, ভারি অস্বস্তিকর,—সস্তা খুঁজে দুরবস্থাই বেড়েছে। নড়া-চড়ায় গাউটের যন্ত্রণা বেড়ে যায়।" ইত্যাদি।

সুরমা গম্ভীর ভাবে শুনে, কেবল বললেন—"ভাগ্যে গাউট্ ছিল!" তাঁর কথাটায় অভিমানের চাপা সুর বেজে ওঠায়, রাধারাণী বলে,—"না মা—আসল কথা তোমার বৈকালে একটু বেড়াবার ব্যবস্থার উপায় করবার জন্যেই তিনি ব্যস্ত হয়েছেন,—নিজের গাউটই তাঁকে গাড়ীখানার অপদার্থতা বুঝিয়ে দিয়েছে—"

"আচ্ছা—বেশ বেশ,—তুই থাম্। আমার জন্যে তাঁকে ভাবতে হবেনা! নির্ম্মল বেঁচে থাক্, তার দুখানা "কার্"—বেড়াবার জন্যে একখানা পাঠিয়ে দেবে বলেছে। অমন ছেলে লাকোয় একটি মেলে না,—খাঁটি সম্ভ্রান্তদের ব্যবহারই স্বতন্ত্র।"

রাধারাণী বলতে যাচ্ছিল—"সেটা কি ভালো দেখাবে মা, তা'তে বাবার"—ইত্যাদি। কিন্তু নিজেকে সামলালে, কথা বাড়তে দিলে না।

* * *

সুরমা আজ কয়দিন একটু ভালো আছেন। ধীরাজবাবুও তাঁর মুখে "ইদের চাঁদের" হাসির ক্ষীণ রেখা লক্ষ্য করেছেন,—অর্থ—সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ীর সুখ বুঝেছ তো! তার কেবল 'go'-এর দিকেই গতি, lumbago থেকে vertigo…ও গাড়ী 'go'-এর পথেই নিয়ে যায়। আসল কথা—ঐ সঙ্গে মান সম্ভ্রমও!

তুদিন থেকে বৈকালে নির্ম্মল বাবুর 'বুইক্' আসছে তাঁর বেড়িয়ে আসবার জন্যে। নির্ম্মলের সবিনয় নিবেদন আছে—একদিন তাঁর Dentists-houseএ সকলের পায়ের ধূলো দেবার। সুরমা সে কথা সকলকে জানিয়ে রেখেছেন। চৌকাটের বাইরে যাদের পায়ের কাজ বন্ধ, তাদের পায়ের ধুলোর কথা একান্তই অবান্তর, যাক্। আজ যাবার দিন। ধীরাজবাবু সাগ্রহে প্রস্তুত, মাঝে মাঝে সকলকে তাড়া দিচ্ছেন। বলছেন—"নির্ম্মল কাজের লোক, তার সময়ের মূল্য আছে,—তাকে যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকতে না হয়।"

শ্যামলী, রেবা—রাধারাণীর সহপাঠী, তারাও যাবে। তাদের প্রতি সুরমার ইঙ্গিত আছে—"রাধা যেন সেই পার্শী-প্যাটার্ণের চাঁপা রঙের সাড়ী খানা পরে।"

রাধারাণীর কিছু ভাল লাগছেনা—তার মাথা ধরেছে, সে বিরক্ত, যাবার ইচ্ছে নেই।

রেবার কাছে সে কথা শুনে, ধীরাজবাবু চম্‌কে গেছেন। একান্তে রাধাকে বললেন—"আমাকে রক্ষা করমা, জানই তো এর

পরিণাম কি আর কাকে তা সইতে হবে। তুমি এ কষ্টটুকু না সইলে আমার যে আর”……রাধারাণী আর কথা কইলেনা।

তারপর “শ্রীদুর্গা” বলবার পালা। সেটা কেবল ধীরাজবাবুই মনে মনে জপ্‌ছিলেন।

—মোটর Start দিয়েছে। চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে ঢুকতেই সুরমাদেবী বলে উঠলেন—“একি,গাড়ী চলছে নাকি! কিছু বোঝবার জো নেই তো!” ধীরাজবাবু যেন মুকিয়ে ছিলেন,—বললেন—“ঠিক ওই কথাই ভাবছিলুম, দুধারের বাড়িগুলোকে পিছনদিকে ছুটতে দেখে বুঝলুম, তাও অনুমানে……এমন না হলে মোটর!”

রেবা শ্যামলীর দিকে চাইলে।

মোটর নির্ম্মলের গাড়ী বারাণ্ডায় এসে থামলো। সুরমা ব্যস্ত হয়ে, আগেই নেবে গেলেন। উৎসাহের আতিশয্যে তাঁর রুমালখানা সিঁড়িতে যে কখন্ পড়ে গেল, সেটা জানতেই পারলেন না।

রাধারাণী ধীরাজবাবুকে বললে—“আমার শরীরটা ভাল বোধ করছিনা,—আমি গাড়ীতেই থাকি বাবা—

“সেটা যে ভালো দেখাবেনা মা। মিনিট পাঁচেক বসেই আমরা……তোমার মা তো কেবল দাঁত দেখাতেই এসেছেন…”

রেবার চঞ্চল প্রকৃতি—সে খুঁক কোরে উঠলো,—অর্থাৎ হাস্য দমন।

পর মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলবাবুকে এগিয়ে দিয়ে সুরমাদেবী বেরিয়ে এলেন।

নির্ম্মলবাবু সবিনয় অভ্যর্থনা ও অনুনয়সহ সকলকে নাবিয়ে সুসজ্জিত সিটিংরুমে সোফা, কোচ্ ও চেয়ারে বসিয়ে ধীরাজবাবুর পায়ের ধুলো নিলেন,—অর্থাৎ পা ছুঁলেন। সুরমা দেবী ধীরাজবাবুর দিকে সগর্ব্ব-প্রফুল্ল দৃষ্টি হানলেন,—মানে—"ভব্য ব্যবহারগুলো লক্ষ্য কোরো।" তার পর ব্যস্ত ভাবে নির্ম্মলবাবুকে বললেন—"তুমি যাও বাবা—তুমি যাও। সে লোকটা হাঁ করে ব'সে আছে। তার যে কি যাতনা, সে অপরে বুঝবেনা—সে আমিই বুঝ্ছি। যাও, যাও বাবা; আমরা ততক্ষণ একটু দেখি শুনি—বিশ্রাম করি। এ তো আমাদেরই বাড়ি—আমাদের জন্যে ভাবতে হবেনা। তার পর কিন্তু তোমার মাকেও···বলেই একটু হাসতে গিয়ে, চোখ নাক মুখ কুঁচকে—উহু-হু করেই নাকি সুরে—"রুমাল খানা কোঁথা গেল! সিঁন্বের যে গোঁ···

ধীরাজবাবু কুড়িয়ে এনেছিলেন,—"এই নাও।"

নির্ম্মল—"আচ্ছা মা, আপনাকে এখুনি দেখছি।" ধীরাজবাবুর প্রতি—"ক্ষমা করবেন, এলুম বলে। লোকটা বড়···"

ধীরাজবাবু। আহা ও বিষয়ে আবার কথা কি, যাবে বইকি। নির্ম্মলবাবু চলে গেলেন।

সুরমা। নির্ম্মলের কি মিষ্টি কথা! বড় ঘরের ছেলে—ব্যবহারেই···

শ্যামলী। (ধীরে ধীরে) মেশোমশায়ের খুব নজর তো, রুমাল পড়ে যাওয়া আমরা তো···

ধীরাজবাবু। ও অভ্যাস যে আমার অনেক দিনের মা,—নজর খুব নয় মা—নজর রাখতে হয় খুব। দাঁতের যাতনা ওঁকে সব ভুলিয়ে দেয় কিনা! সেটা তো আমি বুঝতে পারি—"

সুরমা। ছাই পারো! হ'লে বুঝতে। আমার বয়সে…

ধীরাজবাবু। সে সৌভাগ্য কি এবার আর—হ্যাঁ কাজের কথা ভুলে যাই,—নির্ম্মল একদিন বলছিলনা—"আমেরিকার অনেক সুন্দরী—সব দাঁতগুলি তুলিয়ে ফেলে—সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হয়েছেন, সৌন্দর্য্যও বেড়েছে। ঘন ঘন যে কঠিন যাতনাটা পাও—দেখতে পারিনা! তার চেয়ে সব দাঁতগুলি ফেলে দিয়ে নিরাময় হওয়াই…

সুরমা। থাক্ থাক্—অত দরদ ভালো নয়। নির্ম্মলের কথা আমি বিশ্বাস করি। আজ আমি রাধণের দাঁতগুলি 'স্ক্রেপিং' করিয়ে নিয়ে যেতেই এসেছি। মাঝে মাঝে ওটা করানো ভালো—ভয় থাকেনা। রাধণ আমার একমাত্র মেয়ে তাই…

ধীরাজবাবু। ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। তাইতো, সে আমাদের একমাত্র মেয়েই ত্রে বটে! তাকে দীর্ঘজীবি করার উপায় যখন রয়েছে, আমি বলি কি, বার বার ওকে আর 'স্ক্রেপিংয়ে'র কষ্ট না দিয়ে—ও পাপ নির্ম্মূল করাই ভালো। মনে কোরে যখন দিলে, বাধা আর দিওনা, তুমি সম্মতি দাও—"

সুরমা। আর তোমারো—

ধীরাজবাবু। সে সৌভাগ্য এবারকার মত খুইয়েছি, তখন কি জানি—দেশে এমন সঞ্জীবনী আসবে! দন্তবক্রতীর্থ বেড়াতে

গিয়ে, পাঁচজনের কথায়, দাঁতগুলি তাঁকে উৎসর্গ করে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসেছি। ওতে আর আমার অধিকার—

সুরমা। (ধীরাজবাবুর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে) আজো তুমি ওই সব 'গণ্ডাকে-দেবতা' মানো নাকি? তুমি না বিজ্ঞানের Ph. D? ছি ছি? একথা তো আগে কোনো দিন···

ধীরাজবাবু। সেটা সত্যই আমার উপর ভগবানের কৃপা। আগে শুনলে তো দেখছি দ্বিতীয় কুড়ুল পড়তো! প্রথমটা সইলেও সেটা যে আমি···

সুরমা। (বিদ্রুপ ও ঈষৎ রোষ মিশ্রিত কণ্ঠে) সইতে পারতেনা,—না? মিছে কথা গুলো আর কইতে হবেনা।

(নির্ম্মলকে দেখে)—এইযে নির্ম্মল এসেছ, ভালই হয়েছে। দাঁতই তো যতো রোগের জড়। আমায় কে গ্যাখে তার ঠিক্ নেই তার উপর আমি আর এঁদের সেবা নিয়ে থাকতে আর রোগের ভাবনা ভাবতে পারবনা। উপায় যখন রয়েছে তখন আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভালো। রাধণের 'স্ক্রেপিং' আর ওঁর দাতগুলি সব তুলে দিতে হবে বাবা। তখন বুঝবেন কি আরাম!

ধীরাজবাবু। আহা ভুল করছো কেনো। আমার তো আরামের অভাব নেই, ভগবান আমাকে (দুই হাত তুলে মাথায় ঠ্যাকালেন)

রেবা তাঁর ভাব দেখে ছুটে বাইরে পালালো।

নির্ম্মলবাবু উপায় না পেয়ে সুরমা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন—

"তা হলে অন্তত সপ্তাহ খানেক ওঁকে বেশ নিয়ম ক'রে—বলকারক 'ডায়েট্' গ্রহণ করতে হবে, যেমন যগ্‌সুপ্, ডিম্"—

সুরমা। (ধীরাজবাবুর প্রতি) শুনলে তো? তাহ'লে রাধারাণীর 'স্ক্রেপিংটা'—

ধীরাজবাবু। (বাধা দিয়ে) আহা আবার দোকর কাজ কেনো, একেবারে জড় মেরে দেওয়াই ভাল,—কি বলো নির্ম্মল? হ্যাঁ—পেসেণ্টের মত নেবার একটা বিধি আছে না,—"ওরে রাধুণ —কই সে?"

ড্রাইভার এসে বললে—"দিদি গাড়ীতে বসে আছেন।"

নির্ম্মল ধীরে ধীরে সরে গেল।

ধীরাজবাবু। ডাক্ ডাক্—শীগগির ডাক্…

রাধারাণী এসেই—"কি বাবা?"

ধীরাজবাবু। আহা, শোনোনি মা? ভগবানের দেওয়া শরীর রক্ষার্থ সমূহ যত্ন করতে হয়। সে কারণ আমাদের দু'জনের সব দাঁতগুলি ফেলে দিতে হবে…

রাধা। দাঁত তবে কি ভগবানের দেওয়া নয় বাবা?

ধীরাজবাবু। ওর ভগবান বোধ করি Dentistরা—যাক্ এখন চলো মা—আমাদের প্রস্তুত হতে হবে, এক সপ্তাহ বলকারক আহার—যগ্‌সুপ, ডিম্ খেয়ে থাকতে হবে মা—

রাধা। আর মা?

সুরমা। আহাহা—মেয়ের কথা শোনো? আমার জন্যে

সবার যে ভারী ভাবনা! মার বাঁচাটা বড় দরকার কিনা! আমি কোথায়···

ধীরাজবাবু। তা জানি, তোমার কষ্ট কি বুঝি না। কি করবো—অদৃষ্ট অনিষ্ট করলে, কে কি করতে পারে? যা হয়ে গিয়েছে···কিন্তু মঙ্গলময়ের ইচ্ছা না হলে তো···

সুরমা। তোমার মঙ্গল আসছে না,—না? কি কোরবো—সেটাও তো আমার হাত নয়—

ধীরাজ। God forbid—আহা—তা কেনো,—ও সব কি কথা,—আমার সুখের জীবনটা বুঝি তোমার···

শ্যামলী আর থাকতে পারলেনা—বললে—"বেলা হয়ে যাচ্ছে যে মেশোমশাই!"

ধীরাজবাবু। এই যে মা—খুঁৎটা সেরে যাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'লে যে—তার ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে। ওঁর দাঁতগুলি ফেলা না হলে লোকে যে আমাকেই দুষবে—যাঁর কষ্ট তাঁকেই বাদ দিয়ে, এমন স্বার্থপরের মত কাজ—

সুরমা। ওঃ কি দরদ—একেবারে একাত্মা। সে দেখে এসোগে বাদুড় বাগানের অবিকল রায়কে। শিউলীমালার ম্যানিঞ্জাইটিস্ হওয়ায়,—আহা তার অমন রেশমের গোছা চুলগুলি, চোখখেগো ডাক্তারেরা কিনা একেবারে মুড়িয়ে কেটে দিলে! জ্ঞান হলে পাছে শিউলীমালা দুঃখ পায়—(সে দুঃখ অপরে বুঝবে

কি ?) অবিকলবাবু তখুনি নিজে নেড়া হয়ে এসে তবে রুগীর ঘরে ঢোকেন ! হ্যাঁ—একে বলি’—

ধীরাজবাবু। (নিজেকে দেখিয়ে) আর এঁকে কোনোদিন অমন সুযোগ দিয়েছিলে কি ? তা তো দাওনি,—সেটা তো আমার অপরাধ নয় ! তা হলে দেখতে—

সুরমা। কি দেখতুম শুনি—

নির্ম্মল এসে পড়েছিলেন—একটা ছুতো কোরে—“ওঃ এগুলো রেখে আসি” বলে সরে গেলেন।

রেবা হাসি চাপবার ছলে বললে—“ঘরগুলো দেখেছিলুম,—দাঁতের ছবিই সব। এত রকমের দাঁতও আছে !”

সুরমা। ছবি দেখেই আশ্চর্য্য হচ্ছিস্ ! দাঁতের সংগ্রহ যদি দেখিস—ভীমের পর্য্যন্ত…

রেবা। সে কি করে বুঝলেন ?

সুরমা। ওমা,—এখনো যে তাতে দুঃশাসনের রক্ত লেগে রয়েছে,—আয় দেখবি আয়।

রেবা। বাবা রে ! না মাসীমা, আমি ওসব দেখতে পারবনা—

সুরমা। দেখবিনি ! দাঁতের চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি ! বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্য কেউ বোঝে না !

ধীরাজবাবু (আজকের হাওয়াটা তাঁর বেশ অনুকূল ঠেকছিলো) বললেন—“খুব ঠিক্ কথা,—অভিজ্ঞের কথা। ভারতে তখনো তো

Dentist দেখা দেয়নি। এখন কিন্তু ওকথা বলবার আর উপায় নেই। তাঁদের Bill পেলেই আমরা মূল্য বুঝতে পারি।"

এইবার শ্যামলীর মুখেও হাসির আভাস দেখা দিলে।

সুরমা। খুব বুঝেছ তো! সে কোন্ দাঁতের?

ধীরাজবাবু। ওঃ beg your pardon—সেটা বাঁধানো দাঁতের বটে। ঠিক্—আসল দাঁতের মূল্য বোঝে কার সাধ্য। শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে "ঊর্দ্ধমূল" কথাটির মধ্যে একটু hint দিয়েছিলেন মাত্র;—অর্থাৎ এত বড় দেহটার জড় ওই মাথায়! জড়—এক দাঁতেরি আছে কিনা—

সুরমা। (বিরক্তভাবে) আমরা তো তোমার মুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে আসিনি—এই বলতে বলতে স্থির অথচ অস্থির করবার মত একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে, নির্ম্মলের কাছে চলে গেলেন।

শঙ্কিতা শ্যামলী ধীরাজবাবুকে বললে—"আপনার পায়ে পড়ি মেশোমশাই বাড়ী চলুন।"

ধীরাজবাবু। এই যে—আর একটু। ভবিষ্যৎ-পুরাণ খানা নাড়াচাড়া ক'রে আমার দূরদৃষ্টি পরপার পর্য্যন্ত পৌছে গিয়েছে যে! তাই নির্ম্মলবাবুর চা না খেয়ে নড়বার উপায় নেই মা। Tea-pot-এর সঙ্গে Tempestএর কথাটা চির প্রচলিত,—জানোতো—

চায়ের ট্রে নিয়ে খানসামা ঢুকলো। সঙ্গে সুরমা দেবী আর নির্ম্মল—বিস্কুট ও মোহন-পাপড়ি সহ।

নির্ম্মল। ক্ষমা করবেন—দেরী হয়ে গেল। লোকটা বড় কষ্ট পাচ্ছিল—তার…

ধীরাজবাবু। তাতে হয়েছে কি,—আমরা কথায় বার্ত্তায় একটুও টের পাইনি তো—

সুরমা। রাধণ কোথায় ?

রেবা। শরীরটা ভাল বোধ করছে না—তাই আবার গাড়ীতে গিয়ে বসেছে…

সুরমা। (বিরক্তভাবে আপন মনে) সব ধ্যান্! স্ক্রেপিংটা…

ধীরাজবাবু। আবার দোকর কাজ কেনো? সেই যখন নির্দ্দন্ত…

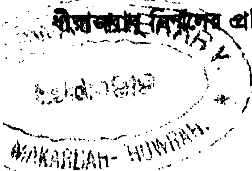
সুরমা দেবী আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত গিয়ে রাধাকে টেনে নিয়ে এলেন। সে জড়সড়—

রেবা চায়ে চিনি মিশিয়ে দিতে লাগলো। সুরমার চেষ্টা ছিল রাধারাণী সে কাজটি করে। তিনি গুম্ হয়ে কেবল এক দৃষ্টে দেখতে লাগলেন।

ধীরাজবাবু একখানি মোহন-পাপড়ি তুলে বললেন—"নির্ম্মল তুমি বুঝেসুঝেই এ সুন্দর দ্রব্যটি এনেছ দেখছি! মোহন-পাপড়ি খাবার এই শেষ কিনা! এ দাঁত গেলে আর—যাক্। রাধণ, নে মা—(একখানি তুলে তার হাতে দিলেন)

রাধারাণী না হেসে থাকতে পারলে না।

ধীরাজবাবু নির্ম্মলের প্রতি,—"হ্যাঁ আবার ভুলে যাবো, অনেকদিন



থেকেই ভাবছি—মেয়েদের I mean মহিলাদের দাঁতে আর পুরুষের দাঁতে কোনো প্রভেদ আছে কি ?”

নির্ম্মল। বিশেষ কই,—না। Anatomically নেই বোধ হয়—

ধীরাজবাবু। Practically ? I mean—in use ?—অর্থাৎ ব্যবহারে ?”

সুরমা দেবী। কিছু বাকিতো নেই, আবার ও বিদ্যেটাও শিখতে হবে নাকি !

ধীরাজ। না তা নয়, তবে—সজ্‌নে ডাঁটা চিবুতে আমরা···

সুরমা। চলো, চলো, আর অভদ্রতা বাড়াতে হবে না—

ধীরাজবাবু। সে কি কথা ! ভুল বুঝচো কেনো ? নির্ম্মলকে পেয়ে, আমি মাত্র Scientific researchএর দিক থেকেই আমার খট্‌কাগুলো,···উঠলুম বলে—আর একটি মাত্র। বিশেষ দরকারি না হলে নির্ম্মলবাবুকে বিরক্ত করতুম না—”

নির্ম্মল। বলুন না, বিরক্ত আবার কি ?

ধীরাজবাবু। আচ্ছা, সাপে কি দাঁত দিয়ে বিষ ঢালে ?

সুরমা। (বিরক্তভাবে) না—ল্যাজ দিয়ে—

নির্ম্মল। সাপের দাঁতে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাই দিয়েই বিষ ঢেলে দেয়। বিষের থলি ওদের দাঁতের গোড়াতেই থাকে কিনা—

ধীরাজবাবু। এই ঠিক কথা। তবে শরৎবাবু জিভ দিয়ে ঢালার কথা কেনো লিখলেন ! তাই না আমার—

রাধারাণী মায়ের হাত ধরে' বাইরের দিকে টানলে। শ্যামলী আর রেবা, নির্ম্মলবাবুকে তাড়াতাড়ি নমস্কার কোরে বেরিয়ে পোড়লো।

সুরমা। (রোষে, চাপা সুরে) আর যদি কোনো ভদ্রলোকের বাড়ী তোমাদের সঙ্গে করে আমি—

ধীরাজবাবু। কেনো কি হেলো? সব জেনে রাখা ভালো নয় রাধণ? একটু না হয় দেরিই হোলো। এমন অথরিটি তো পাবনা—admirably intelligent!

সকলে গাড়ীতে উঠতেই নির্ম্মলবাবু এসে উপস্থিত হয়ে ধীরাজবাবুকে বললেন—"দয়া কোরে আবার আসবেন।"

ধীরাজবাবু। এক সপ্তাহ পরে তো আমাদের তিনজনকেই আসতে হবে বাবা। হ্যাঁ—কটা কোরে ডিম্?...

(গাড়ী স্টার্ট দিলে।)

সজ্জন সঙ্গ

১

ময়ূরভঞ্জের একটি বিশিষ্ট ধনী সংসারে নির্ম্মল বাবুর জরুরী call আসায় তাঁকে বোধ হয় একমাসের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করতে হবে। সুরমাদেবী শুনে বড়ই বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। নির্ম্মলবাবু তাঁকে কেবল অভয় দিয়েই নিশ্চিন্ত করতে পারেন নি, তাঁকে নিজের personal assistant বা দক্ষিণ হস্তটিকে দিয়ে যাবেন বলে শান্ত করেছেন। দন্ত বিদ্যা সম্বন্ধে তার সোপার্জ্জিত অত্যাশ্চর্য্য দিব্যজ্ঞান এবং তাঁর কাছে প্রাপ্ত নব-বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা সংযোগে বিশেষজ্ঞ হ'য়ে পড়ায়, তার উপর তাঁর অসীম বিশ্বাসও সে অর্জ্জন করে' ফেলেছে।—এই সব বুঝিয়ে সুরমা-দেবীকে তিনি নিশ্চিন্ত করতে পেরেছেন।

ভুধরের চেহারাটা কিন্তু সুদর্শন নয়—কুদন্ত। নির্ম্মলবাবু হেসে বলেছেন—"ও দন্ত-বিদ্যা সম্বন্ধে অদ্বিতীয় হবে বলেই, মনে হয় ভগবান ওকে অদ্ভুত-দন্তী করেছেন। বাল্যাবধি ওর দুপাটি দাঁতই সাধারণ নিয়মবদ্ধ নয়—অসম। তাই সর্ব্ববিধ দন্তরোগে বহু যন্ত্রণা পেয়ে বহু অভিজ্ঞের সাহায্যে এখন স্বয়ং রোজা দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

পরে আমার আশ্রয়ে থেকে এখন বিজ্ঞান লাভ করেছে। ওর আর শেখবার কিছু নেই। এখন আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন, ও আপনার কাছেই থাকুক ও থাকবে ; গোলমেলে case এলে তখন আমি ওর সাহায্য পাবো ও নেবো।"—

—"হ্যাঁ, ওঁদের দাঁত সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি নেই, আমি ফিরে এলে সে কাজ হবে—আমি স্বহস্তে সে-কাজ করবো। বলকারক diet যেন বন্ধ করা না হয়। Car রইলো—ইচ্ছামত ব্যবহার করবেন,—ব্যবহারে থাকলে ভালো থাকবে",—ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে সুরমা দেবীর ও ধীরাজবাবুর পদধূলি গ্রহণান্তে নির্ম্মলবাবু রওনা হয়ে গিয়েছেন।

ভূধর এসে এ বাড়ীর একটি ঘর দখল করেছে। কথায় কথায় সে যে সুরমা দেবীর একটু দূর আত্মীয় তাও বেরিয়ে পড়েছে, আদর যত্নের ব্যবস্থাও তদনুরূপ চলেছে।

ধীরাজবাবু সাংসারিক শান্তি রক্ষায় বহুদিন হতে অভ্যস্থ। তিনি সচেষ্ট। হাসিমুখে আনন্দে থাকেন। সুরমা দেবীকে বলেছেন—"ভূধরকে আমি ভগবানের দান বলেই ভাবি, মূল কিন্তু নির্ম্মল, তার কল্যাণেই ভূধরকে পাওয়া। আর ভূধর এই যে দাঁতের ওষুধ রোজ টাটকা তয়ের করিয়ে এনে দেয়, নিত্য একটাকা ক'রে পড়ে বটে কিন্তু তার উপকারিতা সকলেই অনুভব করছি, সেটা স্বীকার করতেই হয়।"

সুরমা দেবী। ওর যে ঠেকে শেখা, ওখানে তো ভুলের সম্ভাবনা

নেই। হ্যাঁ সবই কি আমাকে লক্ষ্য করতে হবে—ওর ও-রকম জামা আর ছেঁড়া চটি এ বাড়ির সঙ্গে খাপ খায়না—বিশেষ…

ধীরাজবাবু। ঐ কথাই ভাবছিলুম—বিশেষ ও আমাদের আত্মীয় যখন। ওটা আগে হওয়া দরকার, তুমি যখন বেড়াতে যাও…

সুরমা দেবী। তা জানি, আমার উপরই ভার পড়বে।

ধীরাজ। আমি কি আনতে কি আনবো, পয়সাও যাবে—

সুরমা। (সহাস্যে) সে আর বলতে হবেনা, কি সেমিজই এনেছিলে! আমি সেটা ঝিকে দিয়েছি।

ধীরাজ। দেখলে তো!

সুরমাই ভার নিলেন। সংসারে আজ কয়দিন এইরূপ শান্ত ভাব চল্‌ছে।

আসল কথা ভূধর পরমাত্মীয় রূপে বাড়ী চেপে চিরস্থায়ী পাট্টার মত ধীরাজবাবুর মুণ্ডে ভর করায়, তিনি একটু বাইরের হাওয়া পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নানা দুর্ভাবনায় মাথা ভরতি, মক্কেল এলে মাপ চান। সর্ব্বক্ষণ মনে মনে তাঁর শাস্ত্র পরীক্ষা চলছে। শাস্ত্র বলেন—কাব্যামৃত রসাস্বাদ আর সজ্জন সঙ্গ, সংসার বিষবৃক্ষের এই দুইটিই মধুর ফল। প্রথমটি সম্বন্ধে নিষ্কর্ম্মা লোকের সন্দেহ থাকতেই পারেনা। মহাজন পদাবলী আর চয়নিকা, (অধুনা সঞ্চয়িতা) সাহায্যেই তাঁর দুরূহ দিনগুলি কাটে।—

কিন্তু 'সজ্জন'? অভিজ্ঞতায় পেয়েছেন—সমাজে সজ্জনতো তাঁরাই যাঁরা চাইলেই কর্জ্জ দেন, কিন্তু তার শেষ ফল যে কত মধুর তা ভুক্ত ভোগীই জানেন! সেটা ভাবলেই সব ঘুলিয়ে যায়!

Bar Library আছে তাই দিন কাটে। সকাল সকাল হাইকোর্টে গিয়ে হাই তোলেন আর লাইব্রেরীতে বসে আড্ডা দেন ও চায়ের অর্ডার দেন। একান্ত হলেই ভূধরের শ্রীমূর্ত্তি সামনে ভেসে ওঠে—তাকে ভুলতে দেয় না। চিন্তা ক্রমেই ইল্যাষ্টিক্ দাঁড়ায়,—সহজেই বেড়ে চলে। "ভূধর সুরমার শ্রুত-পরিচিত,—অনেক করে তিনবার ম্যাট্রীক ফেল কোরে, ইংরাজিতে দস্তুর মত দখল দাঁড়াবার পর Dentist হয়েছে। নিজের দন্ত-বিকারের অন্ত না থাকায়—সহজ অভিজ্ঞ।

"ভূধর যে জন্ম Dentist সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহের ফাঁক ছিল না, তার চেহারাই তা বলে' দিতো। তার উপরের পাটির দাঁতগুলি নিজের পারিপাট্যেই অধর চেপে বেরিয়ে থাকে আর তাদের চাপে থাকে কয়েকটি গজদন্ত! সুরমা বলেন ওটা ভাগ্যবানের লক্ষণ। আমার ভাগ্য mean কোরে বলেন, কি তার, সেটা ঠিক্ বুঝতে পারি না।

"যাক্—সুরমাও এখন ভুগে ভুগে সমজদার দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। তাই এই সহজ-প্রাপ্যের মর্য্যাদা বুঝে, তাকে বাসায় এনে রেখেছেন, এবং আমার Saving Bank-এর বইখানি সাফ্ কোরে তাকে

দোকান কোরে দিচ্ছেন ও তারি তদ্‌বিরে আছেন। আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন—(কারণ তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস প্রবল কিনা) "সবটাই লাভ! মাত্র চারটি থাবে, একটি ঘর জোড়া কোরে থাকবে আর পরের দাঁতে তুলবে বইতো নয়! চা-টা ছ'বার খায়, তাই তার জন্যে আলাদা Stove আর সরঞ্জম কিনে দিয়েছি। সে-ঝঞ্ঝাট আমাদের পোয়াতে হবে না। আমার তো দাঁতের যন্ত্রণা লেগেই আছে,—নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো!—তোমাকেও জ্বালাতন হতে হবেনা।"

—"একি কম সুবিধে! আমার জন্যও তাঁর ভাবনা কম নয়। একেই বলে' দুঃখে সুখ!—

—"সুতরাং তিনি যেন নিশ্চিন্তেই আছেন। কিন্তু আমার জন্যে তাঁর এত চিন্তা চেষ্টা সত্ত্বেও ভাগ্য দোষে দুশ্চিন্তা এসে পড়েছে আমারই ভাগে বা ভাগ্যে, সেটা ছাড়ছে না। ভূধর নিশ্চয়ই ভালো ডেন্টিষ্ট,—ভালো নয় কেবল আমার ভাগ্য!

—"তাই বার-লাইব্রেরির নিষ্কর্ম্মা সজ্জন সঙ্গই মধুর লাগে। মনে হয়—শাস্ত্রকারেরা কি সত্যবাদীই ছিলেন! মনে মনে তাঁদের উদ্দেশে সবিনয় নমস্কার কোরে একটা amendment মঞ্জুর করিয়ে, অর্থাৎ নিদ্রা আর সিগারেটকে সজ্জনের শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছি। তাতেও কয়েক ঘণ্টা কাটে মন্দ নয়।"

বার-লাইব্রেরীতে আড্ডা plus নিদ্রা, চা পান, আর সিগারেট এই চতুষ্পদী বন্ধুই এখন তাঁর সহায়। তার উপর ভাগ্যলব্ধ ভূধরকে

পাওয়ায়—অনায়াসেই পরেশবাবুর অনুরোধ রক্ষা কোরে ডায়মণ্ড-হার্বার ঘুরে আসতেও পেরেছেন। কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই।

ফিরে এসে দেখেন বাসায় কোনো গোলমাল নেই, বেশ আরামের আবহাওয়া। নির্ম্মলের 'বুইক্' বাইরে সর্ব্বক্ষণ ready! ভূধর দখলী-কক্ষে, চেয়ারে চোখ বুঝে, টেবিলে পা তুলে দিয়ে—সিগারেট টানছে।—সুপ্রভাতের দৃশ্য!

পরের মোটরখানা বোসে থাকলে পাছে কলকব্জায় মরচে ধরে যায়, তাই ব্যবহারে রাখা হয়েছে। পেট্রলটা মাত্র তাঁকে যোগাতে হবে—এ সুবিধে ছাড়তে নেই। তাই—

সুরমা সারাদিন কলকেতা ঘুরে—সংসারের বাজার করেছেন—সাবান, সাড়ী, প্রফিলেক্‌টিক্ টুথ-ব্রাস, পেষ্ট, পাউডার, চকোলেট্, ক্রিস্‌মস্-কেক্, টফি, রুজ, ভূধরের জন্যে একটি বেবি-পেট্রোম্যাক্স প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় সবই এনে ফেলেছেন।

দেখে ধীরাজবাবু একে একে সংসারের ওই সব প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির প্রশংসা করতে ভুললেন না। সহাস্যে বললেন—সংসারের যখন সবই আনলে, আমার জন্যে একটিন্ সিগারেট আনলে, ওর সঙ্গে বোধ হয় বেমানান হ'তনা।"

সুরমা বললেন—"ওইতেই তিন 'গ্যালন্' পেট্রল গেলো,—সিগারেটের জন্যে আবার তেল কিনি! পয়সা তো আর

খোলামকুচি নয়! বাজে খরচ দেখতেও পারিনা,—করতেও পারিনা”—

এসব আশ্বাসের কথা শুনলে কার মন না আনন্দ আর গর্ব্ব অনুভব করে! বোধ হয় ধীরাজবাবুর মনও করেছিল। কেবল বললেন—“কাল সকালে আমার যে বড় জরুরি একটা কাজ রয়েছে! আমাকে তবে পেট্রল কিনে বেরুতে হবে নাকি?”

এ কথা কয়টির মধ্যে কোন্ কথাটির উপর কোন্ গ্রহদেবতার যে লোভ পড়তে পারে তা বোঝবার শক্তি তাঁর ছিলনা এবং নাইও।

সকালে উঠে দেখেন সুরমার দাঁতের যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে, সবাক-শূলুনি আরম্ভ হয়েছে।

কন্যা রাধারাণী চিন্তিতভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলে—“মাকে কি বলেছ বাবা?”

তার কথা শেষ না হতেই—ডেন্টিষ্ট ভূধর এসে বললে—“মাসিমা বেশ ছিলেন, ওষুধটা বেশ কাজ করছিলো। কিন্তু দাঁতের ওপর কথার প্রভাবও বড় কম নয়—relative and reflective action আছে মশাই,—সেটা ভুলে যান কেনো? শিক্ষিত লোকের...”

শুনে ধীরাজবাবুর ইচ্ছে হয়েছিল—তার গালে ঠাশ্ কোরে একটি চড় মারেন;—কিন্তু কি কারণে সামলে যেন negative and deminutive মেরে গেলেন।

বাইরে কে এসে ডাকায়, সত্বর নিজেই দোর খুলে দিতে সরে গেলেন।

২

দোর খুলেই পরেশবাবুকে দেখে—"এই যে, এসো এসো ভায়া। আমারই যাওয়া উচিত ছিল, যাই যাই করছিলুম। একটা না একটা বাধা···কর্ত্তব্যগুলো চিরদিনই···

পরেশ। তাতে আর হয়েছে কি—

পরেশবাবুর সঙ্গে মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে—"এই যে, মাও এসেছেন। ওরে রাধা—শ্যামলী···"

রাধা, শ্যামলী, ওপর থেকেই দেখেছিল—ছুটে এলো।

পরেশবাবু তখন বলছিলেন—"অশ্লেষা পেয়ে নতুন বাসায় চলে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্য-যোগও মিলে গেল, আজ মঘা, শনিবার তায় অমাবস্যা, তাই সকলে মাকালীর পূজা দিতে গিয়েছিলুম ভাই। জানই তো—বাঙালী শক্তি-উপাসক, রক্তারক্তিই ধর্ম্ম,—অবশ্য ভয়ে ভয়ে ও ভায়ে ভায়ে। মায়ের প্রসাদও আনা হোলো আর মায়ের খাঁড়ার সিঁদুর। বাসার পাশেই সাবিত্রী রয়েছেন—তাই দিয়ে আসতে পাঠালেন।"

শুনে ধীরাজবাবুর পীলে চম্‌কে গেলেও বললেন—"বেশ করেছ, বেশ করেছ—many thanks, বাঁচালে ভাই। মায়ের প্রসাদ বহুদিন মেলেনি,—মুখের বৈজাত্য কাটবে। উঃ অনেক যে! মায়ের হাত ভেঙে গেলো,—রাধন নে—নে···"

—বলচেন আর ভাবছেন—"প্রসাদের ফ্যাসাদ না প্রমাদ ঘটায়! সুরমা খাঁটি উচ্চশ্রেণীর মহিলা, idolatoryর গন্ধ না দ্বন্দ্ব বাঁধায়! পরেশ তাঁর জন্যে সিঁদুর আনলে, ঐ সঙ্গে আমার জন্যে খাঁড়াখানা আনলেই বন্ধুর কাজ হোতো!"

রাধারাণী বললে—"তুমি ভাবচো কেনো বাবা, বলেছি তো—রাকা যে আমাদের সঙ্গে পড়ে—"

ধীরাজবাবু বললেন—"ও—তবে আর চিন্তা নেই, হাত ভাবুবেনা;—আজকাল মুগুর ভাঁজাও 'সিলেবাসের' সামিল না!"

মেয়েরা হাসলে।

রাধারাণী। ওঁরা এ পাড়ায় এসেছেন, কই তুমি তো আমাদের কিছু বলনি বাবা—

ধীরাজ। তোমাদের সকলকে নিয়ে দেখা করতে যাবো, এই ইচ্ছাই ছিল। কেবল তোমার মায়ের—

পরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন্যো, তাঁর কি হয়েছে? কই তিনি কোথায়? নমস্কারটাও নেবেন না—"

রেবা তাড়াতাড়ি বলে ফেললে—"দাঁতের যন্ত্রণায় তিনি যে..."

পরেশবাবু অপ্রতিভের মত বললেন—"মাপ কোরো ভাই—আমি জানতুম না। আক্কেল দাঁত নয় তো? সে যে..."

ধীরাজবাবু স্পষ্ট কিছু না বোলে, বললেন—"ওর যে কি যাতনা তা তিনিই জানেন। তার তাড়সে,...তুমিও তু...I mean ওঁদের কষ্টে...

পরেশ। না ভাই, আমাদের বিবাহের পূর্ব্বেই সেটা তাঁর বেরিয়ে গিয়েছিল,—দয়া কোরে সেই স্বোয়াস্তিটুকু সঙ্গে করেই এসেছিলেন। সেটা যতক্ষণ না বেরয় ততক্ষণই ওঁদের যন্ত্রণা, তার পর—(থেমে গেলেন)

ধীরাজবাবু। তার পর কি আমাদের নাকি!

মেয়ে কয়টি তখন তুড়্‌তুড়্ শব্দে দালান পার হচ্ছে। রেবা চাপা হাসির ধাক্কায় পড়েও গেলো।

পরেশবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন—"ভগবানের কাছে পক্ষপাতিত্ব নেই ভাই…"

ধীরাজবাবু (অন্যমনস্ক ভাবে) বাঙালী পল্টন বোধ হয় রওনা হয়ে গিয়েছে। যাক্‌ তারা বেঁচে গিয়েছে। তাদের বুদ্ধির প্রশংসা করি। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং"—মলেও স্বর্গ লাভ হবে। ঠিক্ বলেছ পরেশ—"পক্ষপাত্ নেই", দয়াময় সকল রাস্তাই বাত্‌লে দিয়েছেন"—

পরেশবাবু হেসে ফেললেন,—বল্‌লেন—"ওই একটিতেই—"

ধীরাজবাবু। (চমকে উঠে) আরো আছে নাকি?

পরেশবাবু। ডেসিয়ে ডেসিয়ে (ড্যাস দিয়ে দিয়ে) চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—আছে তো বহুৎ, রোগের অন্ত আছে কি! Variety-তে ভরা,—জগৎ উন্নতির পথে চলছে কিনা। ওঁরাও তো জগৎ ছাড়া নন্—ক্রম বিবর্দ্ধমানা। তবে domestic দাবানল rather বাড়বানলগুলিই মোক্ষম—

ধীরাজ। বুঝলুম না ভাই...

পরেশ। না বোঝাই ভালো, God forbid—অর্থাৎ "জ্বলন্ত

ধীরাজ। রোসো শুনছি ভাই, তোমার ব্যাখ্যার ধাক্কা একটু সামলাতে দাও। মাথায় ঢুকছেনা—

পরেশ। অত্যন্ত আধ্যাত্মিক কিনা,—সাধু সঙ্গ সাপেক্ষ। একদিন এসোনা। একটা ভালো ক্যামেরা সঙ্গে নিও।

ধীরাজ। থাক্ ভাই, মাথাটা রঁাচি মুখো ঝুঁক্‌ছে। হ্যাঁ নতুন বাসায় কোনো অসুবিধে নেই তো? তোমার তো অন্দরে দু'খানা আর বাইরে একখানা ঘর হলেই যথেষ্ট। আড় হ'য়ে—আশ্রম পীড়া দেবার মক্কেল আসেনা তো? বেশী খালি ঘর রাখা কেবল বিপদ ডাকা...

পরেশবাবু একটু হাসি টেনে বললেন,—"না দেখলে বুঝবেনা ধীরাজ, আমার detail একটু দরাজ ভাই। সব ডবল্ ডবল্ চাই।

ধীরাজ। কেন্যো? তোমারও 'ভূধর' আছে নাকি!

পরেশ। (আশ্চর্য্যভাবে) সে আবার কে!

ধীরাজ। দেখ্‌তে পাবে। এখন ডবলের কথা কও।

পরেশ। আরে ভাই—গরু, গোয়াল, এস্তোক বিছানা মাদুর কেউ বিজোড় নয়।

শুনে ধীরাজবাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—"এইটি খুব

বুদ্ধিমানের কাজ করেছ,—পাকা কাজ। মাসে মাসে মুটো মুটো টাকা দিয়ে দুধের রঙ করা জল গিলে গিলে ব্রংকাইটিস্ আর বাগ্ মানলেনা, ডাক্তার বদ্যির bill আর ঘুচলোনা। গরু না থাকলে কি গৃহস্থ!”

পরেশবাবু বললেন—“তা ঠিক, তবে আমার গরু পোষা দুধের জন্যে নয় ধীরাজ,—গোময়ের জন্যে ভাই।—বেহারে বিরাটের গোগৃহ ছিল কিনা, সব রকম গরু পাওয়া যায়। তাই হরিহরছত্রের মেলা থেকে—বেশ প্রবল পেট্রোগা দেখে আনাতে হয়। টান্ পড়লে তাদের জোলাপও দিতে হয়। অমন পবিত্র বস্তুতো আর নেই।

ধীরাজবাবু অবাক হয়ে তাঁর কথা হাঁ কোরে গিলছিলেন,—কিন্তু—তলাচ্ছিলনা। বললেন,—“কি বোল্‌চো? উদ্দেশ্য বুঝছিনা ভাই—

পরেশ। আরে, পবিত্রতা রক্ষায় কমলার কৃপা আসে, হিঁদুর আচারেই লক্ষ্মীশ্রী কিনা। বেশ সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করছি ভাই, —ওটা Great trunk Road-এর অর্থাৎ স্বর্গের first step—একদিন ওঁকে নিয়ে এসোনা,—শান্তি পাবে।

ধীরাজ। যাবো বই কি ভাই, নিশ্চয়ই যাবো। তুমি যে লোভ দেখালে!—

পরেশ। আশা করি তুমি প্রভূত শান্তি নিয়ে ফিরবে।

* * * *

ওদিকে মেয়ে মহলে তখন রাকার সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—"মাকে নিয়ে এলেনা কেনো"—ইত্যাদি।

রাকা। তিনি আসবেন বইকি। তাঁর নিত্যকর্ম্মই ফুরোয়না, তায় আজ মায়ের বাড়ী থেকে এই এত বেলায় ফের্‌রা হ'ল। প্রসাদ নষ্ট না হয়ে যায় তাই,—তানাতো তাঁর সঙ্গেই তো আসতুম।

বেচারী অন্য কথা পেড়ে প্রতি-প্রশ্ন আরম্ভ কোরে এড়িয়ে চলছিল। শ্যামলী সেটা লক্ষ্য করছিল ও তাকে সাহায্যও করছিল।

"মায়ের প্রসাদ" শুনে সুরমা দেবী অন্তরে অন্তরে জ্বলে গিয়েছিলেন—"ভদ্রঘরে এ আবার কি, আপদ এলো!" দাঁতের আশ্রয় নিয়ে মুখে আঁচল চাপ্‌ছিলেন,—অনুনাসিক হুঁ হাঁ করেই সারছিলেন। রাধারাণী তাতে অসোয়াস্তি ও লজ্জা বোধ করছিল আর ভয়ে জড়সড় হচ্ছিল,—মা—না বলে বসেন, "এ বাড়ীতে ও 'পুতুলের' প্রসাদ চলবেনা, ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"—মা বড় ঘরের মেয়ে, ভগবান বাপ ভাইদের যা দিয়েছেন তাতে দেবতার খোঁজ খবর রাখবার অভ্যাস তাঁরা রাখেননা, দরকার বলেও মনে করেন না। তাই রাধারাণীর ভয়।

সুরমার মুখের বিচিত্র কুঞ্চন দেখে রাকা কাতরকণ্ঠে বললে,—"তাইতো, মাসিমার যে বড় কষ্ট দেখছি!" রাধারাণীর দিকে ফিরে বললে—"বিরোচন কবিরাজকে একবার—"

রাধা। ডেন্টিষ্ট্ নির্ম্মলবাবুর নাম শুনেছ বোধ হয় ?

রাকা। সহরে তাঁর নাম কে না শুনেছে, বিখ্যাত ডেন্টিষ্ট ! তা হলে আর কারুকে…

এতক্ষণে সুরমার উঁচু পর্দ্দায় মিল হওয়ায়, তিনি মুখ তুলে কথা কইলেন, আর শ্যামলী ও রেবাকে লক্ষ্য কোরে বললেন—"শুন্‌লি তো !"

শ্যামলী বললে—"আমি খুব জানি মাসিমা। রেবা তো তাঁর কথা যখন তখন কয়"…

রেবা অনেক কষ্টে তার স্বভাবসুলভ প্রতিবাদ করাটা সামলালে।

রাকাই কথা কইলে—"যেমন দেবতার মত দেখতে, গুণও তেমনি। কাকাবাবুর একুশ বছরের দুপাটি কাঁচা দাঁত তিনি তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় বেমালুম তুলে দিছলেন…কি wonderful artist ! এখন কাকাবাবুকে দেখলে…

সুরমা দেবী একদম Erect !

রাকা—"আজ তবে আসি মাসিমা"—বলে, তাঁর পায়ের ধূলো নেওয়ায়—

সুরমা—"আবার এসো মা,—আমার তো এই দেখ্‌ছো—

রাকা। ভাববেন না মাসিমা, নির্ম্মলবাবু যখন দেখছেন—বলতে বলতে বিদায় নিলে।

রাধা, শ্যামলী, রেবা সঙ্গে সঙ্গে পৌছে দিতে গেলো। রেবা

বেশ গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলে—"স্বামীকে চিনতে এখন তোমার কাকিমার বাধো বাধো ঠ্যাকেনা বোধ হয়—I mean ভুল হয়না তো···Dont take it ill ভাই—ভালো দেখালেও তো স্বাভাবিক হয় না"······

সিঁড়িতে হাসির হুল্লোড় শোনা গেল।

আদিম, মূর্খতা-মাখা ছোটদের ওই মহাপ্রসাদকে যে কোথায় স্থান দেবেন, সুরমা দেবী তা স্থির কোরেই রেখেছিলেন, কিন্তু রাকার কথাগুলি নিজের সুরে মেলায় তাঁর মতের পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। স্থির করলেন—"আমাদের অতশত জানবার দরকার কি। মাংস মাংসই।"

মেয়েরা ফিরলে বললেন—"রেবা কেমন রাঁধে আজ দেখা যাবে।" তারা ভেবেছিল প্রসাদ আস্বাদের দফা আজ গয়া। কয়জনেই তাই অবাক হয়ে সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করলে।

পরেশবাবু রাকাকে নিয়ে চলে গেলেন।

ধীরাজবাবু যেখানে যে অবস্থায় বসেছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় চিন্তামগ্ন বসে' ভাবতে লাগলেন—"পরেশ কি সব বলে গেল। Familyটি তো দেখছি কোনো এক অভিনব সাধন-ভজন সম্প্রদায়ভুক্ত। গোবর নিয়ে থাকে।—স্বোপার্জ্জিত না হলে কোনো জিনিষেরই কদর বোঝা যায় না। গোবর বস্তুটি মাথায় নিয়ে জন্মেছিলুম, কষ্টার্জ্জিত নয়, তাই তার কদর বুঝিনি। জীবনটা বৃথাই নষ্ট করেছি, কিছুই করলুম না, শেষের দিনও সামনে এগিয়ে

এলো। পরেশ যেতে বলে গেলো। বললে—"প্রভূত শাস্তি নিয়ে ফিরবে।" ওঁর দাঁত থাকতে তা কি হবে? নাঃ সময় নষ্ট করা আর নয়—কালই যাবো—

মহাপ্রসাদের মহিমায় হোক বা যে কারণেই হোক্—সুরমা দেবী, রাধারাণী ও ভূধর নীচে নেবে এলেন। ধীরাজবাবুকে লক্ষ্য করে' সুরমা চিন্তিতভাবে বললেন—"এ নিয়ে এখন কি করি বলো দিকি? ভূধরের ওষুধে দাঁতের কন্‌কনানিটে কমেছে। ওর সব আশ্চর্য্য ধারণা, বলছে—আবশ্যক না হলে ভগবান অভাবনীয় কোনো জিনিষ পাঠান না" !—অবাক্ হয়ে রইলে যে?"

ধীরাজবাবু বললেন—"ভূধরের জ্ঞানের এতটা গভীরতা, ভগবানের উদ্দেশ্য অনুমানে অভিজ্ঞতা—আমাকে সত্যই অবাক্ কোরে দিয়েছে! ও লেখাপড়া ছাড়লে কেনো, ফিলজফিতে M. A. দিলেনা কেনো? মহাপ্রসাদের কথা বলচো তো? ও ঠিক ধরেছে, বোধ হয় পরিমাণও ঠিক্ এসেছে—ভগবানের ভুল হয় না। তা হলে আজ কেবল ওই খেয়েই থাকো। কি করবে—রোগের জন্য সব কষ্টই সইতে হয়।

সুরমা ঈষৎ রোষমিশ্রিত হাসির lining টেনে বললেন—"হাসি ঠাট্টার কথা তো নয়,—যার কষ্ট সেই জানে। তোমার কাছে তো তার ব্যবস্থা নিতে আসিনি, সে ভূধর দেবে"—

ভূধর বললে—"না, অতটা দরকার হবেনা, excessive labourও ভালো নয়। Nerve strain-এ বাড়তেও পারে, তার ব্যবস্থা আমাদের অধিকারে"—

ধীরাজবাবু বুঝলেন—"এটা ভূধরের ফন্দি, সে নিজের পথ পরিষ্কার করে' রাখলে। সজ্জন যখন পাড়ায় এসেছেন, তখন মহাপ্রসাদ মাঝে মাঝে আসবেই। ভূধর নিজে তো একটি জ্যান্ত crushing machine, সুতরাং তার চাই-ই। আর আমাদের দাঁত তোলাবার প্রস্তাব তো মাথার উপর ঝুলছেই। ও Law পড়লে আমাদের Practiceএ 'দ' পড়িয়ে দিতো দেখছি!"

আর কথা বাড়ালেন না। রাধারাণীকে বললেন—"লাউ সেদ্ধ হয়েছে কি,—ক্ষিদে পেয়েছে, একবার ভ্যাখ্‌তো মা।"

রাধা। লাউ সেদ্ধ কেনো বাবা? মহাপ্রসাদ তো—

ধীরাজ। আমাদের যে বলকারকের ব্যবস্থা মা, মহাপ্রসাদ নিশ্চয়ই দুর্ব্বলকারক—তানাতো ওরা কি···

সুরমা উত্তেজিতভাবে মেয়েকে বললেন—"কেনো শুনছিস! ও সব কথার মাথা আছে না মুণ্ডু আছে!"

রিলেটিভ্

সকালে উঠে ধীরাজবাবু দেখেন মহাপ্রসাদ শরীর মন একদম্ চাঙ্গা করে দিয়েছে। সজ্জন আর কাকে বলে! সুপ্রভাতের সাড়াও পেলেন—সুরমা দেবী Car নিয়ে Bathgateএ Colgate কিনতে গেছেন,—ছোটো দোকানে তাঁর শ্রদ্ধা নেই।

মন স্বচ্ছন্দ থাকলে মানুষকে সহৃদয় ও উদার করে, কর্ত্তব্য জাগায়, ব্যবহার সরল ও সরস হয়।—"পরেশবাবু পাড়ায় এসেছেন, আমারি উচিত ছিল খবর নিতে যাওয়া—বড় অপরাধ হয়ে গিয়েছে।"

রাধারাণীকে নিয়ে return visit দিতে, পরেশবাবুর বাসায় চললেন। তিনি বলেছিলেন বাসার নম্বর 49.

রাধারাণী যেতে যেতে বলে উঠলো—"এই তো বাবা 49—কিন্তু এ বাড়ী কি করে হবে, দু'খানি মাত্র ঘর।"

শুনতে পেয়ে ভিতর থেকে পরেশবাবু বলে উঠলেন—"হ্যাঁ মা, এই বাড়ীই, এটা সদর। এসো এসো ধীরাজ",—বেরিয়ে এলেন।

রাকাও বেরিয়ে এলো। "এসো এসো রাধণ, আমার ঘরকন্না দেখবে এসো।"

রাধা। মাকে দেখতে পাচ্ছিনা—

ষ্টোভে চায়ের জল চড়াতে চড়াতে রাকা বললে—"তিনি ও-মহলে আছেন, চা'টা হয়ে গেলেই নিয়ে যাচ্ছি। এই চেয়ারখানায় বোসো ভাই।"

পরেশবাবুকে বাইরে বেরুবার পোষাকে দেখে ধীরাজবাবু বললেন—"এখন এসে তোমাকে যে বাধা দিলুম ভাই। কোথাও বেরুচ্ছিলে নিশ্চয়। দেখা তো হোলো, অন্যদিন আসা যাবে"...

পরেশ। পাগল হয়েছ! তোমাকে যখন পেলুম, দুটো কথা কয়ে বাঁচবো। মক্কেলদের সঙ্গে বোকে-বোকে আর তাদের এক কথা ছত্রিশবার শুনে শুনে জীবনটা ঘরে বাইরে নীরস হয়ে গিয়েছে। যতো প্রচ্ছন্ন সত্যবাদী আর ফন্দিবাজ নিয়ে সুপ্রভাত হয়, তারপর দিনরাত সেই চিন্তা—কিসে দাগাবাজ জিতবে। উদ্ধার আর নেই ভাই,—ছেলেও নেই যে গয়ায় পিণ্ডি দেবে।"

ধীরাজ। আমার কিন্তু আছে ভাই; পিণ্ডিটা পেলিটিতেই পড়বে। যাক্—তোমার যে দেখছি পরকালের চিন্তা চেপেছে...

পরেশ। চাপেনি ভাই—চাপিয়েছে। আজ নয় বন্ধু—এক যুগ গত হ'ল! আগে দেখতুম—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র সবই সৎপরামর্শ দিচ্ছেন,—"সাধন-ভজন নিয়ে থাকো, আর এমন কাজ করো যাতে জন্মটা আর না হয়।" ভাবতুম—কেনরে বাবা, কি দুঃখে?—থাকতেন সব গাছতলায় আর গুহায়, খেতেন ফলমূল, পরতেন কৌপীন; আবার তা-বড়ো যিনি—তিনি উলঙ্গ, চুল দাড়ির মুটে! তাঁরা কোন্ সুখে আর জন্ম চাইবেন। পেতেন যদি বাগান

বাড়ী, মোটর, পেলেটির প্লেট্, র‍্যাস্কিনের ছাট্, প্যারিস্ পুণ্যভূমির পানীয়, safety shaving, তা হ'লে জন্ম চাওয়া তো দূরের কথা, মরতেই চাইতেন না।—তখন এই ভাবতুম রে ভাই!

ধীরাজ। আর এখন?

পরেশ। এখন নিত্যই তাঁদের স্মরণ কোরে অপরাধের ক্ষমা চাই। উঃ কত কষ্টেই, কত ভোগাভোগের পর তাঁরা ও পথ নিয়েছিলেন,—তাঁদের সত্যলাভ ঘটেছিল! এখন জন্মের নামে শিউরে দেয় ভাই।

ধীরাজবাবু ভাবলেন—"পরেশ আবার কি দুঃখে সেই ঋষিদেরই একজন দাঁড়িয়ে গেলো!"

ধীরাজবাবু হো হো কোরে হেসে বললেন—"মক্কেল বিরল মেরেছে বুঝি? আর আসবেই বা কে, পিকেটিংয়ের মামলায় তো আর পয়সা বেরয়না। জমিদারেরা ঘায়েল,—না আছে ভায়ে ভায়ে বিষয় টানাটানি—সর্ব্বস্বান্ত হবার moral courage,—উইল প্রোবেটের পয়সাই জোটেনা। বিধবার সরিকের সঙ্গে আপোস্ মিল্ চলছে! Advocateএর পেট চলেনা—"

রাধারাণীই চা আনলে।

চা খাওয়ার পর পরেশবাবু বললেন—"এইবার প্রস্তুত হও, কিছু কিছু দেখে আসবে চলো।

—"যাবো বইকি, তার আবার প্রস্তুত হওয়া-হয়ি কি?"

"না—বেশী কিছু নয়,—দিব্য চক্ষু জোড়াটা লাগাও। বিশ্বরূপ

দেখতে—অর্জ্জুনেরও দিব্য চক্ষুর দরকার হয়েছিল। সব ভুলে যাও কেনো। কলিতে চশমা লাগালেই চলবে। আর জুতো জোড়াটা এই খানেই থাক্ ভাই,—ও-দিকটা সবটাই দেবস্থান।”

ধীরাজবাবু মনে মনে ভাবলেন—পরেশ খুব কঠোর আরম্ভ করেছে দেখছি!

উভয়ে খালি পায়েই এগিয়ে পড়লেন।

পরেশ। এইটি গোয়াল ঘর।

হাড্ডিসার দু'টি গরু, ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছে—পাদিয়ে জল ঝরছে।

ধীরাজ। এদের এ দশা কেনো?

পরেশ। শুদ্ধাচার পালন করতে হয়, দু'বেলা সব কাচতে হয় কিনা।

ধীরাজ। গরুকেও কাচতে হয় নাকি?

পরেশ। হবেনা,—তুমি যে বিলেত থেকে এলে হে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কবার স্নানের বিধি? গো ব্রাহ্মণ কি তফাৎ? তায় পেটরোগা দেখে আনা—

ধীরাজ। সেটা চেনো কি কোরে?

পরেশ। লক্ষণ আছে ভাই, ল্যাজ্-নাড়া দেখে বুঝতে হয়।

শুনে ধীরাজবাবুর প্রাণটা দমে গেল—“দিনগুলো বৃথাই কাটালুম—কিছুই শেখা হয়নি।” বললেন—“এক ইস্কুলেই তো

বিদ্যার্জ্জন, এসব শিখলে কবে? উঃ ল্যাজ্ নাড়লে বুঝতে পারো! ভার্সেটাইল জিনিয়াস্!”

পরেশ। সব তাঁর কৃপারে ভাই!

এগিয়ে গিয়ে দেখেন—উঠোনে একখানি তক্তপোষ ভিজে ঢ্যাপ্-ঢেপে,—তার উপর এক রাশ তোষক, বালিস—গড়াগড়া শুয়ে গোবর-জল আর দুর্গন্ধ ছাড়ছে! তাড়াতাড়ি রুমাল নাকে দিলেন।

পরেশ। ভালো জিনিষ হে—Disinfectant—পবিত্র গোবর-জলে ধোয়া।

রোয়াকে উঠতেই দেখেন—গামছাপরা একটি শ্রীকৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, দালানের কড়িকাটে গোবর-জলের ছিটে মারছেন!

ধীরাজবাবু তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে মুখ ফেরাতেই পরেশবাবু বললেন—“তিনি নন্—তিনি নন্,—তাঁর শ্রদ্ধেয়া শ্রীসখী সুরুচি। ভারী পবিত্রা, জীবন্মুক্তাই হবেন। আর সুরুচির পরিচয় তো ওঁর হাতময় গাময় দেখতেই পাচ্ছ! বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ, বৃন্দাবন-চন্দ্রই জুটিয়ে দিয়েছেন। থাক্, সে অনেক কথা। এখন ওঁর কড়িকাট-শুদ্ধি চলছে।”

ধীরাজবাবু বললেন—“আর তোমার বেস্পতির দশা চলছে।”

“হ্যাঁ—তিনি এখন আমার একাদশে।”

তারপর পরেশবাবু সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করলেন—“সুরুচি, তোমার মা এখন কোথায়? তাঁর সব সারা হয়েছে?”

সুরুচি—"না বাবা, এখুনি হবে কি বলো! তিনি ছাতে গা শুকুচ্ছেন। কলের জলে নাওয়া কিনা, সে জল গায়ে থাকতে, গঙ্গাজলে নাইলে সব যে একনেত্তুড় হয়ে যাবে বাবা! এখন কেবল তাঁর সন্ধ্যের খোঁট্ বাকি।" অর্থাৎ দাঁত খোঁটা!

পরেশবাবু বললেন—"ভেতরে যাবে কি ধীরাজ? আমি আজো পারিনি ভাই, কারণ ওই যে দোরের বাইরে একতাল শুদ্ধি (গোবর) রাখা আছে—ওইতে পা ডোবালে তবে Passport —ছাড়পত্র পাওয়া যায়।"

ধীরাজবাবু বললেন—"থাক্ আজ আর নয় ভাই,—আবার আসবো।"

পরেশবাবু হেসে বললেন—"আর যে এমুখো হবেনা তা জানি, —আসতেও বলিনা। তুমি একটু শান্তি নিয়ে ফিরবে বলেই ডেকেছিলুম।"

ধীরাজ। Enough—awfully grateful. বোঝবার ভুলে সুরমার কাছে কতো অপরাধই করেছি। রোগের ওপর তো কারুর হাত নেই। ইচ্ছা কোরে কে আর এসব কষ্ট স্বীকার করে! ওঁদের আর দোষ কি, দোষ আমাদের ভাগ্যের—

পরেশবাবু বললেন—"তবে এর মধ্যেও একটা Silver lining খুঁজে পেয়েছি ধীরাজ,—সেইটাই পরম সান্ত্বনা। নরকবাস এই-খানেই সেরে চলেছি। এক অপরাধে দু'বার সাজা ভোগের কথা 'পিনাল কোডে' বলেনা,—বলে কি? যাক্ কিছু ভেবনা ভাই,

—বেশ আছি। এখন মেয়েটার বিবাহ দিয়ে তার একটা গতি করতে পারলে বাঁচি (দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো)

ধীরাজবাবু বললেন—"তার পর ?"

পরেশ। সখিসহ ওঁদের বৃন্দাবনে পাঠিয়ে নিজের জন্যে খাঁটি বন জঙ্গল খোঁজা—

ধীরাজবাবু শিউরে বললেন—"আর High Court ?"

পরেশ। High Court না থাকলেও সেখানে justice আছেন। তাঁদেরও মহাপ্রসাদ দরকার! চলো এখন একটু বাইরের বাতাস লাগানো যাক্।

চাকরকে ডেকে জুতো জোড়াটা দিতে বললেন।

সে বললে—"মা যে কেচে দিয়েছেন হুজুর,—এখনো শুকোয়নি।"

"তবে আজ আর বেরুনো হ'ল না ধীরাজ।"

ধীরাজবাবুর কোনো কথা সরলোনা—বাইরে বেরিয়ে বাঁচলেন, রাধারাণীকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

কিন্তু গরুর কথা ভুলতে পারেন নি।—"জীবনটা বৃথা হয়ে যেতেও দিতে পারিনা।" একটা উপায় মাথায় এসে গেল।— "সাধনাটা অন্তর্মুখীই প্রশস্ত, কাশী গিয়ে যথা সম্ভব রাবড়ী উদরস্থ করাই ভালো, সেও তো গোমাতারই দান!"

শান্তি পর্ব্ব

ঈজিচেয়ারে বসে সুরমা দেবী এক মনে "চিরকুমার সভা" পড়ছিলেন, একমুখ হাসি উবছে পড়ছিল।

ধীরাজবাবু আর রাধারাণী প্রবেশ করায় সহসা তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল।—"কোথায় সব হাওয়া খেতে যাওয়া হয়েছিল শুনি? সংসারটা কেবল একা আমারই বুঝি? কাজ কর্ম্ম বাজার হাট, চৌকিদারী—আমারই ভার—না? মক্কেলরা সব মরেছে বুঝি—আজ ক'দিন তো"—

ধীরাজবাবু ধীরে ধীরে বললেন—"আহা, পরের ছেলেদের…তারা মলে' আর আমার সুবিধেটা কি হবে…

রাধা উপরে চলে গেল।

সুরমা একদৃষ্টে চেয়ে বললেন—"না তারা মরবে কেনো—বালাই, —সুবিধেটা আমি মলেই হবে—তা জানি। ভেবনা দেরি নেই—যে রকম শূলুচ্ছে—

ধীরাজবাবু। মোটরে যে বড্ড হাওয়া লাগে, তায় তোমার আবার 'ফ্রন্টসীটে' বসা অভ্যাস—আমি বারণ করতে সাহস পাইনা—

সুরমা। (কুপিত কটাক্ষে) আর কথা কয়োনা, সংসারে

নজর কতো! পেট্রল্ ছিল কিনা,—নির্ম্মলের ডিস্পেনসরি থেকে আর আসতে পারিনা···

অগত্যা আসন্ন বুঝে ও-কথা আর না বাড়িয়ে অপরাধ স্বীকারের সুরে বললেন—"মক্কেল না আসায় মনের অবস্থা···"

সুরমা। ওঃ—আর আমি না এলে—পথের মাঝে পড়ে থাকলে, মনের অবস্থাটা—

ধীরাজ। ওরে বাপ্ রে, সে কথা ভাবতেই পারিনা—

সুরমা। তা পারবে কেনো,—দরকার?

কোনো দিকেই রক্ষা নেই! অবস্থা আবার সঙ্গীন দাঁড়ায় দেখে ধীরাজবাবু যেন চট্কা ভেঙে উঠে বললেন—"আমি বলি কি, এ কষ্ট ভোগ করার চেয়ে কাল তোমার দাঁতগুলি তুলিয়ে বাঁধিয়ে নেওয়াই দরকার—"

"ধান্ ভাণতে শিবের গীত" বলে সুরমা হাসলেন—

ধীরাজ। তুমি যাই ভাবো—ও ছাড়া আমার আর কোনো ভাবনা আছে কি? তোমার সর্ব্বক্ষণের কষ্ট দেখে যে···

সুরমা। (নরম সুরে) থামো—থামো—এ দাঁত ফেলে দাঁত বাঁধিয়ে নিলে কষ্ট যায় তা বুঝি, নির্ম্মলও বলে—"তাতে যাতনার কষ্ট যায় বটে কিন্তু মুখশ্রী ঠিক্ পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক না থাকতেও পারে,—কারুর একটু টোল্ খায়, কারো বা একটু চাপা-চড়াপে ভাব দাঁড়াতেও পারে। এ শুনে কি মেয়ে মানুষের সাহস হয়?"

চোখের কোণে তাঁর একটু হাসি খেলে গেলো!

ধীরাজবাবু বললেন—"কেনো তোমার তাতে আর ভয়টা কি সুরমা! তোমাকে তো কেউ আর 'কনে' দেখতে আসছেনা—"

সুরমা। (কল্পিত রোষে) যাও যাও, যা বোঝনা তা নিয়ে কথা কয়োনা…

ধীরাজবাবু। (বোকার মত ভঙ্গীতে) এতে আর বোঝা-বুঝির কি আছে সুরমা,—দেখবো তো আমি! এ কষ্ট দেখার চেয়ে—

সুরমা। আর কারুর তো চোখ নেই—বলতে বলতে হাসি মুখ ঘুরিয়ে উঠে পড়লেন।

ধীরাজবাবু। ও, তা বটে, বটেই তো—তা আছে বটে! অতটা আমি…

সুরমা টেবিল আয়নার কাছে ছুটলেন।—"নাঃ দাঁত তোলা হবেনা।"

ধীরাজ। তা বেশ তো…তা—কিন্তু রোজ এরকম কষ্ট… (আপন মনে) আমার হার্ট যেন নিত্যই উইক্ বোধ করছি…

সুরমা। কেনো, কই একদিনও তা বলনি তো। আমার এমন কি হয়েছে? একটু যন্ত্রনা বই তো নয়! হ্যাঁ দাঁত ফেলে দিলেই সেটা যায় কিন্তু তাতে নির্ম্মলের সঙ্গে সম্পর্কও যে যায়—সেটি যে আমি পারবনা!—রূপে, গুণে, ধনে, বয়সে, স্বাস্থ্যে নির্ম্মলের মত কটা ছেলে সহরে আছে? মানে, সম্ভ্রমে, ব্যবহারে, বিনয়ে জোড়া মেলেনা।—(কাছে এসে নিম্ন কণ্ঠে) মেয়ের বয়সটা দেখতে

পাওনা—তার বিয়ে দিতে হবেনা ! ওই আশা ধরেই তো দাঁতের যন্ত্রণা সয়ে আসছি…সইতেও হবে। আমাদের কাতর আকর্ষণের কি কোনো…

ধীরাজবাবু একদম নির্ব্বাক,—তাঁর মন তখন যে কোথায় তা নিজেই বলতে পারেন না ;—অন্তর কেবল—"দেবা ন জানন্তি"—আবৃত্তি করছে !

ভোলানাথের উইল

৬

পূর্ব্বে ভাগলপুর বাংলার অন্তর্গত থাকায় সেখানে বহু বাঙালীর বাস, অনেকেই সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে ক্রমে উন্নতির সহজ উপায় সকল উদ্ভাবিত হওয়ায়, যেমন একান্নবর্ত্তিতাকে বাহান্নবর্ত্তিতায় রূপান্তরিত ক'রে সত্বর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা ও স্বাতন্ত্র্যে সুখানুভব করা, সেইরূপ শিক্ষিত বিহারী বন্ধুরা বিহারকে বাংলা হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বাতন্ত্র্য খোঁজায়, বাংলাকে বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে ক্ষীণ হতে হয়; ভাগলপুরকেও সেই হ'তে হারানো হয়। পথের ধারে প্রাচীন বাড়ী ঘর বাগান আজও বাঙালীদের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

পরিবর্ত্তনের এই সন্ধিক্ষণে ভোলানাথের পিতা ভবনাথবাবু চাকুরি সূত্রে ভাগলপুরে এসে বাস করেন। বাঙালীর সময়টা তখন মোড় ফিরছে—গ্রহ রক্তগত হবার রাস্তা নিয়েছে। আমরা স্বরাজের আওয়াজ পেয়েছি, বঙ্গভঙ্গে সকলে বেজায় উত্তেজিত, 'বয়কটে' উৎকট প্রেম, বিলাতী নিবের বদলে কঞ্চি দিয়ে "Your most obedient servant" লিখছি। এই তেরস্পর্শে মহাহর্ষে মেতে রয়েছি ও প্রভুদের শুভদৃষ্টি হতে হ'টে চলেছি—দিন দিন তাঁদের রবিবনয়নের লক্ষ্যস্থল হ'য়ে পড়ছি।

এই অবস্থায় অনেক বাবুর মত ভবনাথবাবুরও চাকুরি সইল না। মতি তখন উলটো পথ ধ'রেছে। বাহবা সম্বলে বাহাদুরির হাসি হাসতে হাসতে তিনি বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীর শান্তি-কুঞ্জে আগুন লাগল, আলো দেখা দিলে বাইরে আর সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়,—ছাই পড়ল সংসারে,—আঁধার হ'ল প্রিয়ার মুখ, আব্দার ও কান্না বাড়ল সন্তানদের।

বাড়ীতে থাকা দায়! সেগুলো হ'ল পাঁচিল-ঘেরা, ছাদ-আঁটা গারদ—বেকারের বনবাস। কেবল নাই নাই, চাল নাই, ডাল নাই, বাজারের পয়সা নিত্য চাই, ঘুম না ভাঙতেই ভুতো জিলিপি চায়, লিলির তরল আলতা জবাকুসুম ফুরিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চাই। পূজো যত কাছাচ্ছে, ভবনাথ কুঁজো মারছেন। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় প্রহরের দিকে চাওয়া বরং সহজ, কিন্তু মুখ তুলে পত্নীর মুখ পানে চায় কার সাধ্য! আড় চোখে, সশঙ্কে তাঁর মেজাজটা যাচাই করতে গেলে হৃৎকম্প হয়। চা খাবার দুচারটি ডেলি-প্যাসেঞ্জার—সুধাংশু বিমল ডাক দিলে, ভবনাথের মুখ বুক দুই শুকিয়ে যায়; লিলি গিয়ে বলে—"এখনো দুধ আসে নি।"

কেরানিদের চিরদিন ধারই লক্ষ্মী—মুদি কিন্তু হাত গুটিয়েছে। কেরানি কোনো দিন পয়সায় স্বচ্ছল নয়—স্বচ্ছল সে পোষাক-পরিচ্ছদে, স্বচ্ছল দেনায়। ভবনাথ কুল পাচ্ছেন না, পাশের বাড়ীর গ্রামোফোনটা কানে কেবল বিষ ঢালছে।

বেচারার অবস্থা শুনে পূর্ব্বপরিচিত মতিচাঁদ মাড়োয়ারী নিজের

কারবার থেকে কাপড় প্রভৃতি কিছু মাল দিয়ে তাঁকে একখানি ছোট দোকান খুলিয়ে দিলে। ভবনাথবাবু বললেন, বিলিতী কাপড় কিন্তু রাখব না মতিচাঁদ। মতিচাঁদ একটু হেসে বললে,—"ব্যবসায় ওসব বিচার রাখবেন না, খরিদ্দার সে বিচার করুক। আপনাকে তো বিলিতী মাল কিনতে হবেনা; সে তো আমি দিব।" তারপর বহু পরামর্শ, উপদেশ, সর্ত্ত ও ব্যবসার গূঢ় মন্ত্র দিয়ে কাজ সুরু করিয়ে দিলে। তিনমাস সংসার চালাবার মতও কিছু দিলে, আর বললে, যা যা বলেছি, ঠিক্ ঠিক্ সেই মাফিক্ চললে তিনমাস পরে আপনে চালাতে পারবে,—সেই হোবে আপনকার বুদ্ধির যাঁচ (যাচাই)।...

কয়মাসেই ভবনাথবাবুর জীবনে বিতৃষ্ণা ও সংসারে বৈরাগ্য দাঁড়াচ্ছিল—অবশ্য অভাবে; এমন সময় মাড়োয়ারী বন্ধুর সাহায্য ও উপদেশ পেয়ে উৎসাহের সহিত তিনি সাধনায় মন দিলেন। একে মাড়োয়ারীর পরামর্শ, তার ওপর ভবনাথবাবুর ঠেকে শেখা অবস্থা,—দুয়ে মিলে অল্প দিনেই ব্যবসার ওপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি এনে দিলে। মতিচাঁদ খুশি হয়ে বললে,—"ব্যস্, অব্ পাক্কা হো গিয়া। এর মধ্যে আর কিছু ঘুষিও না, রোজগারকে খেয়ানমে চৌবিশ ঘণ্টা লাগা রহনা—সচ্চা আনন্দ ওই দেগা। আওর সব আনন্দ উসিকা গোলাম হায়। গেলামকো গদ্দিমে ঘুষনে না দেও,—ইয়াদ রাখ্‌খো।"

গুরুমন্ত্রে শ্রদ্ধা রাখায় ভবনাথবাবু দিন দিন উন্নতি করতে

লাগলেন এবং বিশ বাইশ বৎসরের সাধনায়—অর্থ,বাড়ি, 'বাগান, সম্পত্তি রেখে চ'লে গেলেন। যাবার সময় ছেলেকে সাধনায় দীক্ষা দিয়ে বললেন,—টাকা থাকলে তার মধ্যে সবই থাকে—মুখ্যানন্দ টাকাতেই, আর সব আনন্দ তার গোলাম—গৌণানন্দ। গোলামদের বাড়তে দিওনা, গদিতে ঢুকতে দিওনা, তারা আসে ডোবাতে।" আর বলে গেলেন, "আমাদের যেমন মোটা বিক্রির মরসুম আনন্দময়ীর আগমনে, সেইরূপ স্থানীয়দের মোটা খরিদের মরসুম "দশেরা" পর্ব্বে, অর্থাৎ দশমীতে। সেইটে মাল সাবাড়ের বিক্রি। সেইটাই আনন্দময়ীর নাম সার্থক ক'রে থাকে। উপদেশমত কাজ করলে সকলেই খুশি হবে, নিজেরাও কম আনন্দ পাবে না,"—ইত্যাদি।

ছেলে ভোলানাথ ছিল পিতার বাধ্য ও যোগ্য পুত্র। কারবার পূর্ব্বের মতই চলতে লাগল, বরং নবোত্তম যোগ হওয়ায়—দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। আগমনীর সুর উঠতেই দোকানটিকে ভোলানাথ দর্শনরঞ্জন মালের প্রদর্শনীতে পরিণত ক'রে রাখলে। মায়ের ছিল ঘোটকে আগমনের কথা, তিনিও সত্বর এসে পড়লেন।

বেপরোয়া বাঙালীরা বাড়ীর তাগাদামত আপিস যেতে আসতে দুবেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে শা-কেসে' শানিত 'মদনবাণ'-শাড়ী ঝুলতে দেখে তাঁরাও—গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন—ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে সুরু করলেন। ভোলানাথবাবুকে নগদ কিছু দিলেই তিনি খুশি, "বাকি পরে দিও,"

—কড়া তাগাদা নেই। সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ একপ্রকার শেষ,—কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তা-পেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। একজোড়া নিলেই ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে!

২

পূজার 'সেল' ভোলানাথকে খুশির স্বর্গে পৌছে দিয়েছে। এইবার সে দশমীর রেশমী মাল সাজাতে বসল। জাপানের পূর্ব্ব-রাগরঞ্জিত সূর্য্যোদয় মার্কা পেনি, ফ্রক আর ব্লাউজে—ষ্টোর হাউসে নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়তে লাগল। আনন্দে তখন নিজের অজ্ঞাতেই ভোলানাথের গলায় গুণ গুণ স্বর ভর করেছে—অবিচ্ছেদে চলছে। যদিও ভোলানাথের বংশে কেউ কোনদিন সঙ্গীত বা সুর চর্চ্চা করেনি বা কেহ তা করতে শোনেনি, প্রকৃতই শত্রুতেও তাদের সে অপবাদ দিতে পারে না,—তবু এরূপ হয়। অত্যধিক আনন্দের চাপেই ওটা অজ্ঞাতেই বেরয়। এটাও তা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মহাষ্টমী থেকেই "দশেরার" বিক্রী সুরু হ'য়েছে। হেনকালে যেন দৈব-প্রেরিতভাবে একটি যুবকের আবির্ভাব।

—"এস, এস ভাই, বহুদিন দেখা নেই—কি করছ বল?"

বিদ্যানন্দ ভোলানাথের সহপাঠী ছিল। বললে, "পঁচিশ ত্রিশ

টাকার চাকুরি করতে প্রাণ চাইলে না। আমাদের গ্রামখানি গণ্ডগ্রাম, অনেকেই ইংরেজী-সভ্যতার স্বাদ পাওয়া লোক। ইস্কুল, গার্লস-ইস্কুল থাকায়—কাপড়, জামা, শাড়ি, সেমিজ, ব্লাউজ আর এসেন্স, সাবান, পাউডার, কলিন্‌সের কাট্‌তিতেই আমার বেশ চ'লে যায়। লোক রেখে স্যাণ্ডেল ও শু'র (shoe) ডিপার্টমেণ্টও খুলছি। কাকেও আর টাউনে না আসতে হয়,—ইত্যাদি।—তোমার কারবারের নাম-যশই আমাকে এ পথে টেনেছে। আমি প্রায় হাজারখানেক টাকার সওদা করতে বেরিয়েছি ভাই। তোমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রেই আমি মাল নিয়ে যাব। 'দশেরায়' কোন্ মালের কিরূপ কাটতি, কোন্ ফ্যাশানের চাহিদা কিরূপ;—তোমার নিশ্চয়ই ভালো জানা আছে। আমার এই ফর্দ্দ নাও—তোমার ইচ্ছামত কাট্‌ছাট্ ক'রে তোমার পছন্দমত মাল দাও। আমি আজই নিয়ে যেতে চাই। বিকেলে পাঁচটার 'বাসে' আমি রওনা হব ভাই।"

চা, পান দিয়ে আর একটি সিগারেটের টিন খুলে দিয়ে, ভোলানাথ মাল বাছাইয়ে মন দিলে ও কর্ম্মচারীদের কাজে লাগিয়ে নিজে চেয়ার টেনে ব'সে দেখতে লাগল।—"বিদ্যানন্দ ও তার সঙ্গীকে তাদের যাওয়ার আগে জল খাওয়ালেই হবে।" লুচি, তরকারি, হালুয়ার অর্ডার বাড়ীতে দেওয়া হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যানন্দকে রকমফের মাল "অ্যাপ্রুভ" করানোও চলল।

বেলা প্রায় তিনটে, কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বিদ্যানন্দ ঈজি-চেয়ারখানায় চোখ বুজে একটু নিশ্চিন্তে আরাম করছে।

ভোলানাথ একদিনের জন্যেও পিতৃ-উপদেশ ভোলে নি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে, স্ফূর্ত্তি হ'লে নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে গুণ-গুণানি আসত'।

পাশের আপিসরূমে গিয়ে মালের দর-দামের হিসাব লেখা চলছিল। শেষ হ'লে কর্ম্মচারীদের বিদায় দিয়ে একা বসে হিসাবে চোখ বোলাতে বোলাতে—বাল্মীকির কণ্ঠে "মা নিষাদের" মত, তার কণ্ঠ হতে সহসা—

"আজ বিদ্যানন্দকে গলেমে চাকু চালায়ি-ঈ-ঈ-ঈ,
মওকা পাকে কেয়া চাকু চালায়ি-ঈ-ঈ-ঈ—
হুঁ হুঁ, আরে বিদ্যানন্দকে গলেমে—"

এই কথাগুলি সুরে শব্দিত হয়ে উঠল।

এটা ছিল সত্যই একটা অভাবনীয় ঘটনা, তাই তাড়াতাড়ি একজন কর্ম্মচারী উঁকি মেরে দেখে,—বাবুই তো বটে! তারা কেউ মুখ টিপে, কেউ চোখ টিপে হাসলে, যেহেতু কেউ কোনোদিন বাবুকে গাইতে শোনে নি।

যাক্, কথাটা হচ্ছে—ঘটনার মাসকয়েক পূর্ব্বে স্বামী

শ্রদ্ধানন্দজীকে দুবৃত্তে হত্যা করে,—চাকু চালিয়ে নয়—রিভল্‌ভার চালিয়ে। ভিক্ষুকেরা অতশত জানে না, তারা পথে পথে বোধ হয় ঐরূপই গাইত—অবশ্য 'শ্রদ্ধানন্দের' নাম ক'রে। ভোলানাথের কস্মিনকালে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না—কোনো গানও জানা ছিল না। শ্রদ্ধানন্দজীর হত্যায় সারা ভারত বিচলিত হয়। ভাগলপুরেও কম উত্তেজনা দেখা দেয়নি। তাই বোধ হয় ভোলানাথের মস্তিষ্কে বিকৃতভাবে তার ভগ্নাংশ রয়ে গিয়ে থাকবে। শ্রদ্ধানন্দের স্থানে 'বিদ্যানন্দ' যে কি ক'রে এলেন, সেটা বোঝা কঠিন নয়, যেহেতু ভোলানাথের মাথায় সারাদিন আজ পূর্ব্ব সহপাঠী আগন্তুক—'বিদ্যানন্দ' ঢুকে ছিলেন। আসল কথা, জয়দেবের পুঁথিতে "দেহি পদপল্লব মুদারমের" মত ভোলানাথের মস্তিষ্কেও 'শ্রদ্ধানন্দ' বেমালুম 'বিদ্যানন্দ' হয়ে পড়েছিল !

গান কখন্ আপনা আপনি থেমেছে, তার খেয়ালও নেই, কারণ সেটা ভোলানাথের চেষ্টাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ছিলনা। ক্লক্ ঘড়িটায় চারটে বাজতে শুনে সে চঞ্চল হয়ে মাল বিক্রির বিস্তারিত হিসাবের কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ল'।

দোকানে ঢুকে দেখে ঈজি-চেয়ারে বিদ্যানন্দ নেই ! চারদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"বিদ্যানন্দ কোথায় গেল ?"

একজন কর্ম্মচারী বললে, "তিনি তো কিছুক্ষণ হ'ল উঠে গিয়েছেন,—বোধ হয় অন্যান্য কাজ সারতে। 'বাসের' সময় হয়ে এল, এখুনি নিশ্চয় ফিরবেন।"

মুহূর্ত্তে ভোলানাথের প্রাণটা দ'মে গেল—"তোমরা আমায় জানাওনি কেন ?"

"আজ্ঞে, তিনি কি করতে উঠলেন, সেটা তো তখন—"

ভোলানাথ মোটা টাকার হিসেব হাতে ক'রে ব'সে পড়ল। —"তার জলখাবার প্রস্তুত, সে গেল কোথায় ?"

একজন কর্ম্মচারী বললে—"তিনি তাহলে বোধ হয় খাবার কথা জানেন না।—একবার খাবারের দোকানগুলো দেখি ?—বোধ হয়"……

"হ্যাঁ, (চঞ্চল হয়ে) আর দেরি করছ কেন বিধু ?—নিমাই, তুমি যে বড় দাঁড়িয়ে রইলে ?—উঃ, এদিকে যে সাড়ে চারটে !—ছাখো—ছাখো—"

কর্ম্মচারী ত্ব'জনেই বেরিয়ে পড়ল। মোড় ফিরেই তুজনের হো হো হাসি। তারা সিগারেট বার ক'রে ধরালে। কর্ম্মচারীরা বিড়ি খায়না, দোকানের মর্য্যাদা মাটি করেনা !

বিধু বললে—"কি হ'ল বল দিকি, ব্যাপারটা কি ?"

নিমাই বললে—"আমিও বুঝতে পারতুমনা, বাবু যদি না আপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে ঈজি-চেয়ার খালি দেখে "আন্ইজি" হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—"বিদ্যানন্দ গেল কোথায় ?"

বিধু বললে—"তাতে কি ?"

নিমাই বললে—"তাতে কি ? বাবুর গানটা শুনিস্নি ? "বিদ্যানন্দকে গলেমে—"

বিধু চীৎকারস্বরে—"ওঃ-হো" হেসে তিন তুড়িলাফ্ মারলে!

নিমাই বললে—"ঠিক বলতে পারিনা, তবে সন্দেহ হয়, ওই চাকুই সর্ব্বনাশ ক'রে থাকবে।

বিধু। নো সন্দেহ সার্,—নাউ আই ক্যান্ সোয়্যার্!

নিমাই। গ্রহ যে কোন্ পথ ধ'রে মূকংকে করোতি বাচালং আর ঘরে আসা টাকা করোতি হরণং, তা দেবা ন জানন্তি! যাক্, চলো চলো—এখন চলন্তি! (ব'লে বিধুর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে) "চল্, চারুর রেস্তোরাঁয় চা খাওয়া যাকগে,—বিদ্যানন্দ আর এমুখো হচ্ছে না—নিশ্চয়ই সট্‌কেছে—"

* * * *

দুদিন নিলে ভোলানাথের বুদ্ধি থিতুতে। তার পর সোজা—পাকা প্রাচীন "মুসুবিদা-মাস্টার"অ্যাডভোকেট্ অটলবাবুর কাছে গিয়ে—উইল লিখিয়ে বাড়ি ফিরল। সংক্ষেপ মর্ম্ম—

"আমার বংশে যিনি গীত-বাদ্যাদির চর্চ্চা করবেন, আমার কারবারে বা দোকানের সূত্রে বা অংশে তাঁর কোনো অধিকার বা দাবী থাকবেনা। এই সর্ত্ত পুত্রাদি ও অন্যান্য উত্তরাধিকারী হইতে—জামাই, ভগ্নিপতি পর্য্যন্ত সমপ্রবল ও বলবান থাকিবে। গদিতে অস্ফুট গুণ্‌গুণ্ শব্দ পর্য্যন্ত—উক্ত ধারার অন্তর্গত রহিল, এবং গ্রামোফোনেরও প্রবেশ নিষেধ থাকিল।"

ভোলানাথ ফিরে এসে গম্ভীর ভাবে বললে—"দাও, দু'কাপ চা দাও।"

মায়ের অনুগ্রহ

১

কুমারীশ ভায়া বললেন—"শরীরের উপর বড় অত্যাচার করছেন! পায়ে পায়ে অনেকটা এসে পড়া হয়েছে—ফিরুন্, আর নয়। বরং কিছু একটা বলুন—শুনতে শুনতে যাওয়া যাক্।"

বললুম—"বেশ, তাই হোক্, সিগারেটটা ধরিয়ে নি।"

—শহরতলির এক ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের তাঁরা ছিলেন তিন ভাই—কনিষ্ঠ মতিলাল মুখুয্যে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে মধ্যবিত্তদের সর্বাপেক্ষা সহজ কাজ ছিল—বিবাহ করাটা বা বিবাহ হওয়াটা, অপরপক্ষে—বিবাহ দেওয়াটা, কারণ—সেটা ছিল পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে, অর্থাৎ—লোকের কন্যাদায় উদ্ধার। এ কাজে যাঁরা কথা কয়ে সাহায্য করতেন তাঁরাও সে পুণ্যের অংশ পেতেন।

মতিলাল কিন্তু এমন শিক্ষা পাননি যাতে ইংরেজের চাকুরি করা চলে। দোকানে খাতা লিখে কিছু পেতেন মাত্র, অন্য কোনো নির্দিষ্ট আয়ও ছিল না। তাই—তাঁর ইচ্ছা না থাকলেও, দাদাদের ও গ্রামের অন্যান্য প্রবীণদের কথা অমান্য করতে না পেরে বিবাহটা হয়ে যায় এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলতে আরম্ভ করে। যেমন বলতে হয়,—দাদারা বলেছিলেন,—"আমরা রয়েছি, তোর এতো দুর্ভাবনা কিসের!"

মতির রোজগার নামমাত্র, সংসার-বৃদ্ধি সুস্পষ্ট;—ক্রমে অশান্তির বৃদ্ধি ততোধিক। শেষ—পৃথকান্নের সুপরামর্শ ও ব্যবস্থা

২

পূর্ব্বপুরুষেরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—টোল রাখতেন, বিদ্যাদান করতেন,—নাম যশ ছিল। এখন সে সব আর ছিল না, ছিল কেবল চূড়ামণি মহাশয়ের বংশ-গৌরব। সহসা এই অভাবনীয় ঘটনায় মতি মুখুয্যে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। সংসার নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন।

গ্রামের প্রবীণেরা বললেন—"মতি, তুমি বাড়ির গৃহ-দেবতার পূজাপাঠ তো করো, ওই সঙ্গে পুরোহিতের ব্যবসাটা সুরু কোরে দাও!"

মতি মুখুয্যে বললেন—"সে শিক্ষা আমার কই।"

"অভয় চাটুয্যে পারে, আর তুমি পারবে না,—খুব পারবে। একটু দেখে শুনে নিলেই হবে"—ইত্যাদি।

মতি মুখুয্যের মন তাতে সায় দিলে না।—"ধর্ম্মকর্ম্মে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে,—পেটের জন্যে এ আত্মপ্রবঞ্চনা পারব না। যাঁরা পুরোহিতের কাজকে 'ব্যবসা' বলেন, সহজ ভাবেন, তাঁদের সে সাহস থাকতে পারে। সারা জীবন মানসিক অশান্তি বহন করার চেয়ে কষ্ট বহন করা ভালো।—অভয় পুরোহিত—অভয়।"

মুখুয্যে ছিলেন সরল প্রকৃতির মিষ্টভাষী আমোদপ্রিয়, মজলিসি লোক। সকল বৈঠকেই তাঁর খোঁজ পড়তো—খোঁজ পড়ত না

কেবল তাঁর সাংসারিক অবস্থার,—অর্থাৎ আহার জোটে কি-না! আবার তাঁকে না পেলে, তাঁর উপর নানা অনুযোগও হোতো।—"আজকাল যে দুর্মূল্য দাঁড়ালে!" ইত্যাদি—

এই বিপন্ন অবস্থার পর গ্রামে তাঁকে অল্পই দেখা যেতো। প্রতাপবাবু বললেন—"অমন উপায়টা বলে' দিলুম, বোধ হয় ভালো লাগলো না,—বোঝবার মত বিচার-বুদ্ধি আছে কি? তা থাকলে আর—"

অম্বিকবাবু বললেন—"আগে আগে আসতো, গল্পগুজোব, তাস-পাশা আর মজলিসি কথাবার্ত্তায় রাত দশটা পর্য্যন্ত বৈঠক সরগরম থাকতো। দশজন ভদ্রলোক আসেন, সকলেই মতিকে চান—ভালবাসেন। অভাব হয়ে থাকে—জানালে কতরকম উপায় বেরিয়ে আসে, কত প্রকারে সাহায্য পৌছয়। সে সব আক্কেল আছে কি!"

বিশ্বনাথবাবু বললেন—"কেনো মিছে বকচো, ভাংবে তো মচকাবে না।—পেটে কিছু থাকলে আর"...

নরসিংবাবু তাঁদের চেয়ে বয়সে ছোট। তিনি বললেন—"এতদিন তাঁকে আমরা খুঁজতুম, আমাদের একজনের মত আসতেন যেতেন। এখন তিনি কষ্টে পড়েছেন, তাঁকে অন্নের চেষ্টায় ঘুরতে হয়। এখানে তো পূর্ব্বের মত আসা তাঁর আর সম্ভব নয়, কষ্ট জানানও ভদ্রলোকের—বিশেষ পরিচিত লোকের, ততোধিক কঠিন..."

"থামো থামো—ছেলেমানুষের মত বোকো না। না জানালে লোক জানবে কি কোরে?"

নরসিংবাবু হাসি টেনে বললেন—"আমাদের বৈঠকে গ্রামের কোন্ বাড়ির কোন্ কথাটি অজানা থাকে, তা তো জানি না!"

বিশ্বনাথবাবু বললেন—"সে জানায় কাজ হয় না। বছর ফিরতে চললো—তারা কি না খেয়ে আছে?"

নরসিংবাবু বললেন—"দেখলে তো সেই রকমই মনে হয়। সে রহস্যপ্রিয় পরোপকারী মতি মুখুয্যেকে আর চেনা যায় না।—দূরে দূরে সরে সরে থাকেন—"

"পরোপকারী!"

"নয় কিসে বলুন? টাকা তাঁর নাই—টাকা দিয়ে পরোপকার তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়, কিন্তু—কাজে কর্ম্মে, বিপদে আপদে, রোগির সেবায়, আনন্দদানে—গ্রামে ওঁর মত কয়জন মেলে! আবশ্যকে ওরূপ স্বতপ্রস্তুত শ্মশানবন্ধু কয়জনই বা বেরয়! শিক্ষিত ধনী, উকীল, বুদ্ধিমান, চাকুরে, অনেক আছেন—তাঁদের মধ্যে যে পরোপকারী নাই তা আমি বলছি না। তবে আমাদের পরোপকার প্রায়ই উপদেশ দানে—"

প্রতাপবাবু একটু রুষ্ট ভাবেই বললেন—"বিশ্বনাথ, তুমি থামবে না কি, যদি কেউ কারো অযাচিত সহায়ক হয়, ভার নেয়, তাকে বাধা দাও কেনো?"

নরসিংবাবু সবিনয়ে বললেন—"ভার নেবার মত বড় কথা আমি

তো উচ্চারণ করিনি খুড়োমশায়, সেটা মধ্যবিত্তের অপমৃত্যুর মতই লাগে। তাই সে পরিচিত আপন জনের কাছে অবস্থা জানাতে পারে না—সকল কষ্টই সহ্য করে।”

প্রতাপবাবু বললেন—“তাই বা করা কেনো, এখন তো চারদিকে ‘জুটমিল্’ খুল্‌ছে, বিদেশীরা এসে বেশ দু’পয়সা রোজগারও করছে, তাদেরও স্ত্রীপুত্র আছে—”

নরসিংবাবু বললেন—“ক্ষমা করবেন, চূড়ামণি বংশের ভদ্র মধ্যবিত্তের পক্ষে সেটা বোধ করি সহজসাধ্য নয়। আপনাদের ছেড়ে বিদেশে গেলে মুখুয্যে মশাইও চেষ্টা পেতে পারেন, কিন্তু আজন্ম যিনি আপনাদের একজন ছিলেন, এখন তাঁর পক্ষে এ শরীরে সে শ্রমও বোধ হয় সম্ভব হবে না।”

অম্বিকবাবু বললেন—“থাক্, রাত হয়েছে, মতির দৌড়টা দেখাই যাক্ না।”

সকলে উঠলেন। নরসিংবাবু নীরবে ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেলেন—“যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন্”।—সংবাদ পত্রে —মধ্যবিত্তের অপঘাৎ স্বীকারের দৃষ্টান্তও বিরল নয়”…

৩

মতি মুখুয্যে নিজ সমাজের বা নিজ গাঁয়ের লোকের দ্বারস্থ হ'তে পারতেন না। ভোর না হ'তে দূর গাঁয়ে চলে যেতেন,—কোনো প্রকারে দুটি অন্নের উপায় করতে। যে গাঁয়ে পরিচিত কোনো 'বাবু' আছেন, সে গ্রাম বাদ্ দিতে বাধ্য হ'তেন—নানা কারণে। কৃপার আঘাতের চেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত আর নাই।

যে গ্রামে কৃষক ও গোয়ালাদের বাস, সেই সব শ্রমিক-গৃহস্থবহুল গ্রামেই তিনি যেতেন। তাঁর সহাস সুমিষ্ট সত্যবাদিতা ও অমায়িক আলাপে—সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো। তাঁর কাছে তারা মেয়ে-পুরুষে রামায়ণ মহাভারত আগ্রহের সঙ্গে শুনতো—আরব্য উপন্যাসের গল্পও শুনতো। ভদ্রলোককে আপন জনের মত পেয়ে তারা যেন একটা অজানা সুখ উপভোগ কোরতো। কারণ, তাঁতে জাতির বা শিক্ষার ঝাঁজ ছিল না, দুঃখ দৈন্যের কাঁদুনিও ছিল না। তাঁকে তারা অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে কিছু না খাইয়ে ছাড়তো না। সন্ধ্যার পর ফিরতেন—তাদের দু-একজন—চাল, ডাল, কলাই, গুড়, দুধ, ফল মূল প্রভৃতি ক্ষেতের জিনিষ নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেতো—অতি কুণ্ঠার সহিত। তার মধ্যে হিতসাধন বা দয়ার ভাব ছিল না। কেনা জিনিষ নয়—ক্ষেতের জিনিষ,—'না' বলবার

অবকাশ দিত না।—নিত্য এক গ্রামে যেতেন না; যেতে বিলম্ব হ'লে সকলেই তাঁর খোঁজ নিত—অপরাধীর মত। তাঁকে না পেলে, তাদের যেন সুখ ছিল না।

এই ভাবে বৎসরাধিক কেটে গিয়েছে। কিন্তু নিয়মিত দু-তিন ক্রোশ যাতায়াতে তাঁর শরীরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তাদের ভালোবাসা ও অনুরোধ তাঁকে টেনে নিয়ে যায়, নিজেই থাকতে পারেন না। দু-তিন দিন গায়ে বেদনা ও জ্বরভাব সত্ত্বেও সেদিন বেরুতে হয়েছিল। কোনো প্রকারে গ্রামে পৌছে শুয়ে পড়েছিলেন—বেহুঁস।

সে গ্রামের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—বৈদ্যের কাজ করেন। দেখে বললেন—"রোগ কঠিন, বোধ হচ্ছে বসন্ত বসে' গিয়েছে, ওঁকে গাড়ি কোরে এখনি বাড়ী পৌছে দাও। সেখানে ভালো চিকিৎসক থাকা সম্ভব। দেরি কোরো না।"

গ্রামে সহসা বিষাদের ছায়া এল। মেয়েরা দলে দলে এসে মুখুয্যে মশার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে চোখ মুছলে, ছেলেমেয়েদের মাথাও মুখুয্যের পায়ে ঠেকলো, অতি কাতরে মেয়েরা পুরুষদের জানালে—ঠাকুরকে বাঁচানোই চাই। ঘরে ঘরে সবাই মায়ের পূজার মানসিক করলে।

পুরুষেরা নীরব, কি করবে ভেবে পায় না। একখানি গরুর গাড়িতে খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে তাতে মুখুয্যে মশাইকে অতি যত্নে শোয়ানো হোলো, আর একখানি গাড়িতে কিছুদিনের মত

চাল ডাল গুড় প্রভৃতি বোঝাই করা হোলো।—মুখুয্যের একটু সংজ্ঞা এসেছিল, কষ্টে হাত তুলে সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন—"ভেব না, আমি তোমাদের মধ্যে ভগবানকে পেয়েছি, তিনি তোমাদের মঙ্গল করবেন। আমার তোমরা রইলে" আর বলতে পারলেন না। সকলে কেঁদে ফেললে। গাড়ি ছেড়ে দিলে। মেয়েরা সঙ্গ নিয়েছিল, অনেক কোরে ফেরানো হোলো।—এত বড় আত্মীয় বহু ভাগ্যে মেলে।

গাড়ি যখন বাড়ির সন্নিকট হোলো, মুখুয্যের তখন বিকার-মিশ্রিত জ্ঞান হয়েছে।

গাড়ি আসতে দেখে—দু-একজন আত্মীয় ও জনকয়েক ভদ্রলোক—বিশ্বনাথবাবু, অম্বিকবাবু প্রভৃতি সাগ্রহে চাষীদের জিজ্ঞাসা করলেন—"গরুর গাড়িতে কি হ্যা—কে এলো ?···"

"আমি এসেছি দাদা, গাড়ি চড়াটা ভাগ্যে ছিল, হয়ে গেলো। উঃ জল !"

"জল কেনো ?"

"জলই অনেকদিন দয়া কোরে রেখেছিলে—যাবার সময় আর বেইমানী করব না। উঃ !"

আমাদের মতি মুখুয্যের কথাবার্ত্তা চিরদিনই এইরূপ সরস।

চাষীরা তাঁকে বাড়ির মধ্যে দিয়ে এলো। আর দশটি টাকা মায়ের পায়ে দিয়ে প্রণাম কোরে বলে এলো—"আমরা তোমার ছেলে মা, রোজই খবর নিয়ে যাবো। যা দরকার

হয় বলবেন। ভালো ডাক্তারকে দেখান্‌, খরচ আমরা দেবো—"

বাইরে এলে ভদ্রেরা জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে—"বাবুর প্রতি মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে।—"

'বসন্ত' হয়েছে শুনে কয়েকজন শিউরে উঠে অলক্ষ্যে সরে গেলেন। বলে গেলেন—"awfully contagious! কত দিন বারণ করেছি, ছোটোলোকদের মধ্যে যাসনি। কেমন বদ্‌ অভ্যাস, তাদের সঙ্গে মিশতেই ওর ভালো লাগে। ফলে এই ভীষণ রোগটি এনে গ্রামে ঢোকালে! শুনতে পাচ্ছিলুম—চাষীর গাঁয়ে গিয়ে এর দোর ওর দোরে ভিক্ষে করে। কেনো—আমরা কি নেই!—"

মুখুয্যের আট-নয় বছরের ছেলে দীনবন্ধু উঠানে হতভম্বের মত একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বনাথবাবুর ধমক্‌ শুনে চমকে কেঁপে উঠলো—"অত বড় ছেলে, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? যা, শীগ্‌গির রাজকুমার ডাক্তারকে খবর দে, সেখানে ধারে কাজ হবে, ডেকে আন্‌!"

উঠানের সামনের ঘরেই মুখুয্যে যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে 'জল জল' করছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর কথা কানে যাওয়ায় বলে' উঠলেন—"ছেলেটাকে এখন কোথাও আর পাঠাবেন না দাদা—ওর বড় কাজের সময় এসে পড়েছে। মা যদি কৃপা করেছেন, ডাক্তার ডেকে এ অপদার্থকে আর টেনে রাখবার কষ্ট নেবেন না। বড় কষ্ট পেয়েছি, অনেক ছুটেছি দাদা, আর শক্তি নেই যে ছুটাছুটি করি।

মা ঠিক্ সময়েই দেখা দিয়েছেন—তাঁর ভুল হয় না। যদি এসেছ মা, ভদ্রঘরের লুকিয়ে লুকিয়ে কান্না—আর দেখিয়ে দেখিয়ে হাসি—থামিয়ে দাও,—এ জুচ্চুরি আর পারি না মা,—জল্ !”

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই অম্বিকবাবু ও বিশ্বনাথবাবু সরে পড়েছিলেন।

তিন দিনের দিন অবস্থা খুবই খারাপ, আশার আর কোনো চিহ্নই নেই। চাষীরা নিত্যই খবর নিতে আসে, আজও পাঁচ-সাতজন উপস্থিত ছিল।

নরসিংহবাবুও আসেন। তিনি বললেন—“আপনার দীনবন্ধু আর অজিতের লেখাপড়ার ভার আমার রইলো দাদা, আমিই সেটা নিলুম।”

পরিবার পায়ের উপর পোড়ে কেঁদে উঠলো,—বললেন—“বড় কষ্ট পেয়েছ। আর পাবে না।”—চাষীদের দিকে দেখিয়ে বললেন, —“ভগবান আমাদের এতো ছেলেমেয়ে দিয়েছেন, আমি এদের মধ্যেই তাঁকে পেয়েছি,—এরা রইলো—এরাই তোমার”···

তারা রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো—“আপনি যে আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন!···আমাদের জোটে তো মায়েরও জুটবে, কাচ্চাবাচ্চাদেরও জুটবে।”

—“তবে আর কি! নারায়ণ!···”

শেষ।

কুমারীশ একটি কথাও না কোয়ে নীরবে বাড়ীর দিকে ফিরলো।

দাদার শ্বশুরবাড়ী

বি-এ পাস করিবার পরই, শ্যামবাজারের শ্রীপতি বাবুর কন্যা চন্দ্রমার সহিত সুধাংশুর বিবাহ হইয়া গেল। ছোটভাই হিমাংশুর শরীর ভাল না থাকায়,—কোঁচানো কাপড়, সিল্কের পাঞ্জাবী, সুগন্ধিসিক্ত রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এবং কলিকাতা দেখিবার এমন সুযোগ ঘটিলেও, তাহার মিত-বর হওয়া ঘটে নাই।

দাদা সুধাংশু তাহাকে সুমিষ্ট কথায় অনেক বুঝাইয়া এবং শীঘ্রই স্বয়ং তাহাকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি—যাদুঘর, জু প্রভৃতি ও থিয়েটার সিনেমাদি দেখাইয়া আনিবার আশ্বাস দিয়া যায়। হিমাংশু কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের অভিমান ও অবিচারের আঘাত লইয়া নিরানন্দে নীরবে একান্তেই ছিল।—তাহার কী এমন অসুখ যে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল না? তাহাকে জ্বর-গায়ে পরীক্ষা দিতে যাইতে ত' কেহ কোনোদিন নিষেধ করেন নাই! দাদার কাল-প্যাঁচার মত একটা বউ আসে তো বেশ হয় আমি দেখতেও যাবনা…

* * *

পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কলিকাতার বধূ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুষ্প-মাল্য-মণ্ডিত মোটর হর্ণ দিতে দিতে উপস্থিত হইতেই—শঙ্খনিনাদ ও শত কণ্ঠের উলুধ্বনি বর-বধূকে আনন্দ-আহ্বানে স্বাগতম্ জানাইল।

মায়ের এত সাধের বধূ আসিতেছে, আজ তাঁর কত আনন্দ-উল্লাসের দিন। কিন্তু প্রভাত হইতে তাঁহার মুখে কেহ হাসির বা আনন্দের রেখাটুকু পর্য্যন্ত দেখে নাই, তিনি আপন মনে এঘর-ওঘর করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার সোয়াস্তি ছিল না। একটা অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কায় বুকটা তাঁর দুর-দুর করিতেছিল—বউটি পাছে কুৎসিৎ, কুরূপা হয়,—যেমনটি ভাবিয়াছিলেন তাহা যদি না হয়! গ্রামের জগতবাবুর মেয়ে সুভা অসুন্দরী নয়, তাহাকে না লইয়া কলিকাতা হইতে বধূ আনা হইতেছে—"হে ঠাকুর মুখ রক্ষা কোরো! গ্রামের মেয়ে-মহলে টিট্‌কারির অন্ত থাকিবে না।" ইত্যাদি চিন্তাই তাঁহাকে শঙ্কিতা করিয়া রাখিয়াছিল।

বর-বধূ পৌছিয়া গিয়াছে—তখনো তিনি ঠাকুর-ঘরে। শিবানী ছুটিয়া আসিয়া তিরস্কারকণ্ঠে বলিল—"তুমি কি করচো কাকি মা, একবার দেখে এসো—এমন রূপ কখনও দেখনি"······

"মিছে কথা কোস্‌নি,—এটা ঠাকুর ঘর"······

"আচ্ছা, তুমি এসোতো—নিজের চোখে দেখবে। ও পাড়ার বিমলা পিসি পর্য্যন্ত"······

বিমলা পিসির নাম করায়, আর বেশী কিছু শুনিবার আবশ্যক ছিল না। তাড়াতাড়ি প্রণাম সারিয়া দ্রুত বাহিরে আসিতেই বর্ষিয়সীরা একযোগে বলিয়া উঠিলেন, "গ্রামের সেরা বউ এনেছিস লো মেজ গিন্নি······"

কথাটা সত্যই হইল।

মোটর হইতে নামিয়াই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল—"হিমাংশু কেমন আছে মা—তাকে যে দেখতে পাচ্ছিনা। সে ভালো আছে তো ?"

সকালে মা একবার মাত্র তাহার খোঁজ লইয়াছিলেন ও মিছরি ও কিস্‌মিস্‌ দিয়া আসিয়াছিলেন। পরে আর কোন বিষয়েই মন দিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। সুধাংশুর প্রশ্নে উত্তরটা যা-তা বলিয়া সারিলেন বটে কিন্তু তাঁর অপ্রতিভ ও লজ্জিত মনটা হিমাংশুর জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চন্দ্রমা পঞ্চদশী, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। সাজগোছ ও প্রসাধন—স্বচ্ছ ও ঝরঝরে, কোথাও অনাবশ্যক আধিক্যের পীড়া নাই। মাইনার পাশান্তে ম্যাট্রিক দিবার জন্য বাড়িতেই প্রস্তুত হইতেছিল। একটি বিনম্র হাসির রেখা তার চক্ষু ও অধরে স্বতঃস্ফূর্ত—যা অনুচ্চারিত বিনীত আবেদনে সহজেই পরকে আপন করে—ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

প্রচলিত আচার ও নেম্‌কর্ম্ম শেষ হইতেই চন্দ্রমা পূর্ব্বপরিচিতার মত এ-ঘর ও-ঘর করিয়া হিমাংশুর কক্ষে ঢুকিয়াই—"তুমি যেতে পারনি—আমি এসেছি ভাই। তোমার নাকি অসুখ—" বলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া, "এখন কেমন আছ ভাই ?" বলিতে বলিতে শয্যাপার্শ্বে বসিল।

হিমাংশুর যত্নে-পোষা অভিমান সহসা অরুণোদয়ে কুয়াশার মত কোথায় বিলীন হইয়া গেল! সে তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া ফেলিল।

"আমি এলুম বলে"—বলিয়াই চন্দ্রমা দ্রুত কক্ষত্যাগ করিল ও কয়েক মিনিট পরেই নূতন ট্রের উপর দু'কাপ চা ও এক রেকাবি এপেল, বেদানা ও আঙ্গুর উপস্থিত করিয়া বলিল—"খাওতো ভাই—মিষ্টি মুখ করতে হয়। নাও—চা জুড়িয়ে যাবে···"

সে রূপের কাছে অভিভূত হিমাংশুর কোনো প্রতিবাদই সম্ভব ছিলনা,—একটু ইতস্ততঃটা অবশ্য স্বাভাবিক।

দেখিয়া চন্দ্রমা বলিল—"পর পর বলে মনে হচ্ছে,—না? কাল থেকে খাওনি···"

"কে বলেছে আপনাকে ·"

"আপনাকে নয়—'তোমাকে'। আমরাও যে অভিমানের ব্যবস্থা জানি ভাই। নাও—অপরাধটা তো আমি করিনি, সে তোমার দাদার সঙ্গে বুঝো···"

হিমাংশুর মুখে হাসি এলো, সে বলিল—"আমি বুঝি একলাই চা খাবো,—আপনি—তুমি··"

চন্দ্রমার সুন্দর মুখখানি প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়া উঠিল, বলিল—"ঐ কথাই তো বলতে এসেছিলুম ভাই! মেয়েদের আগে খেতে নেই, তুমি খাও,—বসছি।"

"তা—এ সব···"

"তোমার অসুখ শুনে, বাবা তোমার জন্যে…"

"অসুখ না ছাই! দাদা একটুতেই"…হিমাংশু হাসিমুখে ফল-গুলির সদগতি আরম্ভ করিয়া দিল।

"এইবার তো চা খেতে পারেন?"

"আবার 'পারেন' কেনো? না, আজ থাক্—আজ আমি যে ওঁদের ব্যবস্থায় বদ্ধ। চা—বোধহয় জুড়িয়ে গেল, গরম করে আনি…"

"খুব গরম আছে, তা দু'কাপ কেনো?"

"অভ্যাসের এক কাপ্ আর অভিমানের না হয় অসুখের এক কাপ্ গো!"

হিমাংশু হাসিমুখে দু'কাপই শেষ করিল। অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপশক্তির ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুমিষ্ট ভালোবাসার স্নেহস্পর্শে সে যেন সহসা আজ নবজগতে উপস্থিত।

"—বলছিলেন—বলছিলে যে কি বলতে এসেছিলে"…

"হ্যাঁ সত্যিই তো,—আমি ভাই তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছটফট্ করছিলুম—কেনো জানো? মেয়েদের যে ঠাকুরপোর মত অমন বন্ধু নেই। নতুন জায়গায়, নতুন বাড়ীতে, অপরিচিত নতুন লোকেদের মধ্যে তাদের ওই একটি আপন লোক মেলে, যার কাছে তারা সুখের দুঃখের দরকারের সকল কথাই অসঙ্কোচে বলতে পারে,—সে যে সত্যিকারের বন্ধু হয়। এটা ভাই একটা আশ্চর্য্য কথা! তুমি আমার সেই ঠাকুরপো! যারা ঠাকুরপো পায়না,

তাদের যে কতবড় অভাব থেকে যায় সেটা অন্তে বুঝবেনা। বৌয়েদের বন্ধু বলতে—ঠাকুরপো! তুমি আমার সেই বন্ধু, কেমন? এই কথাটাই বলতে এসেছিলুম। এখন চললুম ভাই, কি জানি ওঁদের কি সব নেমকর্ম্ম থাকতে পারে।"

বিজয়িনী তাহার অনিন্দ্যরূপ, মধুর হাস্য, অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গিমা হিমাংশুর নয়নে ঢালিয়া দিয়া, কক্ষটিতে অপূর্ব্ব রূপ রস গন্ধের স্পর্শ রাখিয়া—হিমাংশুকে পুলক-চঞ্চল করিয়া বিদ্যুল্লতার মত দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে মা ও সুধাংশু, হিমাংশুর সংবাদ লইতে আসিয়া কক্ষ মধ্যে নববধূকে দেখিয়া আনন্দ-প্রলুব্ধের মত বাহিরেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে পাড়ার মেয়েরাও আসিয়া যোগ দেন। সকলেই সাগ্রহে নীরবে নববধূর বন্ধু-প্রাপ্তির ভূমিকা ও আয়োজন বিস্ময়-মুগ্ধ রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করিতেছিলেন।

চন্দ্রমা বাহিরে পা দিয়াই কলহাস্যের মধ্যে চমকিয়া গেল ও সলজ্জ হাসিমুখে মাথার কাপড় টানিতে টানিতে দ্রুত নামিয়া পড়িবার পথ লইল। ঠাকুরঝি সম্পর্কীয়া করুণা বলিল—"সংসারে দায় আদায় তো লেগেই আছে, তোমাকে আমার ওকালতনামা দেওয়া রইল ভাই!"

* * * * *

তারপর হইতে আবশ্যক হইলে হিমাংশুকে চন্দ্রমার কাছেই পাওয়া যাইত। কাজ না থাকিলেও বিচ্ছিন্ন থাকাটা তাহার পক্ষে

যেন কষ্টকর। কি চাই, কি করিতে হইবে, কিসে বৌদি আনন্দ পাইবে—তাহার প্রাণমন এই জিজ্ঞাসা বহন করিয়াই ফিরিত। মেয়েদের প্রতি বালকের সহজ শ্রদ্ধা ও অনাবিল ভালোবাসা নিবেদনের ইহাই বোধহয় প্রথম পাঠ—আশ্চর্য্য ও রহস্যময়।

দেখিতে দেখিতে আনন্দে, উৎসবে, বৌভাতে, সপ্তাহ গত। ইতিমধ্যে চন্দ্রমা মহিলা-মজলিসে, গীতিবাদ্য-রন্ধনাদিতেও প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে।

সুধাংশু আজ 'জোড়ে' যাইবে, শ্রীপতিবাবু বরকন্যা লইতে স্বয়ং আসিয়াছেন। মা চন্দ্রমার চুল-বাঁধা, আলতা পরানো লইয়া ব্যস্ত। —"নীল রংয়ের রেশমী শাড়ীখানা পরা চাই বউমা!" চন্দ্রমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তার মনোগত ইচ্ছা ছিল—চাঁপা রংয়ের শাড়ীখানা পরা; খোঁপাটাও কিঞ্চিৎ সেকালের পছন্দ-ঘেঁশা হইয়াছে। আজ কিন্তু মায়ের পছন্দই পছন্দ,—চন্দ্রমা আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া লইল, এবং সুন্দর সহাস্যমুখে আবদারের সঙ্গে, হিমাংশুকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাবটাও মঞ্জুর করাইয়া লইল।

"কিন্তু বেশিদিন দেরি করিওনা—পড়া-শোনার ক্ষতি হবে।—সে-দিকে সুধাংশুর বড় কড়া নজর। আমার অমত নেই—বিয়ের দিন সে যেতে পারেনি…। তোমার বাবারও ইচ্ছে তাকে নিয়ে যাওয়া, তা বেশ ত।—যেয়ো এখন…

চন্দ্রমা ফিরিয়া বসিল। মা সিন্দূরের টিপ পরাইয়া দিতেই সে তাড়াতাড়ি উপরে ছুটিল।

—"পিঠ্‌টা মুছে দিইনি যে—"

—"দিও'খন মা" বলিতে বলিতে গিয়া হিমাংশুর ঘরে ঢুকিয়াই "আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে ঠাকুরপো, এসো, ঠিক্ হয়ে নাও।" এই বলিয়া হিমাংশুর সাজগোছ করিয়া দিতে ব্যস্ত হইল। হিমাংশু কিন্তু চুল ফিরাইতে দিবেনা—"দাদা রাগ করবেন।"

"কলকেতায় ও-সব করতে হয়,—তোমার দাদা তা জানেন, কিছু বলবেননা। কয়দিনই বা থাকবে,—বই নেবার দরকার নেই।"

২

শ্যামবাজারে শ্রীপতিবাবুর বাড়িখানি গলির মধ্যে হইলেও বড়-রাস্তা হইতে দুইখানি বাড়ির পরেই। রোয়াক্ ও বারাণ্ডা হইতে বড় রাস্তার ট্রাম্, বাস্, লোক-চলাচল সবই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপতিবাবু করপোরেসনের কন্ট্রাক্টার,—মোটর আছে বই কি। সেই মোটরেই মেয়ে-জামাই ও হিমাংশুকে লইয়া এই মাত্র তিনি ফিরিয়াছেন। বাড়ির সকলেই ও আগন্তুক আত্মীয়ারা সেই অপেক্ষাতেই ছিলেন। মেয়ে-জামাই আসাতে আনন্দরোলে বাড়ী মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মিলিত রমণীকণ্ঠে অর্গান্ সংযোগে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব—
সুন্দর হে সুন্দর"।—

আরম্ভ হইয়া গিয়াছে!

প্রতিবেশিনী মহিলারা দ্রুত আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছেন।

শ্রীপতিবাবু হিমাংশুকে লইয়া বাহিরেই আট্‌কা পড়িয়াছেন। অন্দরে যাইবার সুবিধা পাইতেছেননা, অন্দর এখন মহিলাদের অধিকারে।—শুনিয়াছেন হিমাংশুর শরীর ভাল নয়,—পরের ছেলেকে আনা হইয়াছে ; এই কথাটাই তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। তিনি স্বভাবতই নার্ভাস্ ও ভীতু লোক, অল্পেই বিচলিত হন। আপিসের বাবুরা কিন্তু অপবাদ দেন,—কাজের বিল্ (bill) করা সম্বন্ধে শ্রীপতিবাবু অকুতোভয় !

বাড়ির ঝি দাক্ষায়ণীকে দ্রুত বাহির হইতে দেখিয়া তিনি আশ্বস্তভাবে বলিলেন—"দাকি, শীগ্‌গির একবার ওঁকে"...

"এখন ও-সব হবেনি বাবু, আমার মরবার সময় নেই।"

শ্রীপতিবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—"কি এমন কাজ যে"...

"কাজ কি একটা বাবু, কম্মবাড়ী, জামাইবাবু এসেছেন। লক্ষ্ণৌয়ের লছমনের দোকানে গোলাপী ছাঁচিপান আনতে সেই দরমাহাটায় ছুটেছি। ওই সঙ্গে ফিরতিমুখে দ্বারিকের দোকান থেকে, বোগ্‌দাদি বালুসাই"...

শ্রীপতিবাবু—"সিলোনী সন্দেশ নয় তো ! তা ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে চুলোয় যা না।"

"তিনি কি এখন নড়তে পারেন বাবু ? সিঁড়ি একদম জাম্।"

"কেনো—কি হলো আবার ?"

নিম্নকণ্ঠে—"জামাইবাবু যে গান ধরেছেন,—কি মিষ্টি গলা বাবু ! সে শুনে কি কেউ নড়তে পারে !

"দূর-হ—দূর-হ"...

সে হাসিমুখে দ্রুত রাস্তায় নামিয়া পড়িল। শ্রীপতিবাবুও হাসিয়া হিমাংশুকে বলিলেন—"আজ যেন আমরা পরের বাড়ী এসেছি, কেউ খোঁজও নেয়না। মেয়েদের কাছে জামাই এমনি আদরের জিনিষ। জামাই এলে ওরা আনন্দে সব ভুলে যায়। বাড়ীর ঝির পর্য্যন্ত আমাদের কথায় কান দেবার ফুরসৎ নেই! আমারও কি ভুল দেখো! বৈঠকখানায় তো বসতে পারতুম। চল, চেয়ার সোফা সবই রয়েছে। তোমার শরীর ভালো নয়, শুয়ে থাকতে পারবে..."

হিমাংশুর অসুখ না থাকিলেও সে অসুখের মতই বোধ করিতেছিল। চারিদিকে সারবন্দি দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী, জনস্রোত, রিক্‌সা, মোটর, বাস—দশমিনিটের মধ্যেই তাহার মনকে শ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে অন্যমনস্কভাবেই পথের দিকে চাহিয়াছিল।

তাহার মনে পড়িতেছিল পল্লীর সেই খোলা মাঠ, সবুজ ঘাস, বেড়া-ঘেরা বাগান, পুষ্করিণীর পদ্মফুল, বৃক্ষ ছায়া, পক্ষী-কলরব ও মুক্ত বায়ু। পুকুর পাড়ের সেই কাঞ্চন-গাছটির গাছ-ভরা রঙিন ঐশ্বর্য্য। আম্রমুকুলের দূরব্যাপী সুমিষ্ট সৌরভ। ডালা হাতে পল্লী-বালিকাদের সজিনা ফুল কুড়াইবার আনন্দ চাঞ্চল্য ছুটাছুটি। গোয়ালের চালে বেলা-শেষে ঝিঙে ফুলের সে কী বাসন্তী-সমারোহ! আরো কত কি! সহরের ইট্, কাঠ, চুণ, সুরকির বিচিত্র প্রকাশ

কি আশ্রয়—না বন্দীশালা! মধ্যে মধ্যে কাকের কর্কশ রব। নূতন-তর হইলেও এই সব সমাবেশের মধ্যে সে যেন একটা উগ্রতাই অনুভব করিতেছিল।

শ্রীপতিবাবুর আহ্বানে সে বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। তাহার মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন—সঙ্গিহীন নূতন স্থানে আসিয়া তাহার ভালো লাগিতেছে না। তাহার উৎসাহ জাগাইবার জন্ত তিনি বলিলেন, "এখানে দেখবার জিনিষ অনেক, কত-কি দেখবে—সিনেমা সার্কাস, থিয়েটার, জু-গার্ডেন, সব দেখা চাই। হু'টো দিন গোল-মালে যাবে, তোমার শরীরটা খারাপ, একটু বিশ্রামও দরকার। মোহনবাগানের নাম শুনেছ তো—দেশ-বিদেশের কত বড় বড় লোক তাদের ফুটবল্ খেলা দেখতে আসেন। ফুটবল খ্যালো তো?—কুমারের thro-পাসগুলো দেখলে অবাক হবে, গোষ্ঠ পালের নাম শুনেছ তো, তাঁর মতন ব্যাক্ জন্মায়নি" ইত্যাদি।

হিমাংশু ঘরে ঢুকিয়াই একখানি চেয়ারে মেরুদণ্ডহীনের মত বসিয়া পড়িয়াছিল। শ্রীপতিবাবু ছেলেদের প্রিয়-প্রসঙ্গ ফুটবলের কথা তুলিয়া ও কুমার গোষ্ঠাদির ইষ্টনাম শুনাইয়া হিমাংশুর অবসন্ন দেহে উৎসাহ ইন্‌জেক্ট করিতেছিলেন। ক্রমেই হিমাংশুর চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল ও একাগ্র হইয়া আসিয়াছিল এবং তাহার ন্যুব্জ অবস্থা ফুট খানেক সোজাও হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে উচ্চারিত হইল—"আর সামাদ্"?

"ওঃ তা'হলে তুমি দেখছি সব খবরই রাখো! বল্ (ball)

সামাদের পরম ভক্ত—পা ছাড়তে চায় না। তাঁর ইচ্ছামত চলে। ও-রকম খেলোয়াড় কমই দেখা যায়, তাই লাট-বেলাট তাঁর খেলা দেখতে আসেন, তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করেন। সামাদের নাম বিশ্বের খেলোয়াড়-মহলে সুপরিচিত। তাঁকে শুধু দেখলেই হবেনা বাবাজি, তাঁর খেলার কায়দা যতটা পারো আদায় করা চাই, কি বলো ?”

শ্রীপতি বাবু কলকাতার চৌকস্ লোক,—বর্ত্তমান হাওয়ার গতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট। কিশোর ও যুবাদের নিকট স্পোর্টস্ (sports) অপেক্ষা প্রিয়-প্রসঙ্গ যে আর দ্বিতীয় নাই তাহা তিনি জানিতেন। পাঁচ মিনিটে হিমাংশুকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। সে সাগ্রহে নানা প্রশ্ন আরম্ভ করিয়া দিল। শ্রীপতি বাবুর অসোয়াস্তি ভাবটাও কমিল।

দ্বিতলে হারমোনিয়মের বিশ্রাম নাই--সে যেন শেষ ত্রাহি ত্রাহি আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামোফোন নাকি-সুরে নামী গায়িকাদের পরিচয় আরম্ভ করিল। পাড়ার গায়িকারাও শ্রান্ত, তবু “সেই গানটা” না শুনাইলে স্বস্তি নাই। জের টানা আর শেষ হয় না। তখন “এই গানটা ভালো ক’রে শোনো বাবাজি—কেষ্টবাবু গাইছেন। গলার কি ‘ভলুম’ !” হিমাংশুর তখন সবই বিরক্তিকর লাগিতেছিল। ভলুম তখন জুলুম্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ইলেকট্রীক্ আলোর মালা পরিয়া কলিকাতা হাসিয়া উঠিয়াছে। হিমাংশুর সে সব দেখিবার

শুনিবার মত মনের অবস্থা নয়। রাস্তার আলো আব্ছা ভাবে ঘরের মধ্যে আসিয়া কাক-জোৎস্নার সৃষ্টি করিয়াছে।

সহসা 'রেডিও' সাড়া দিল। গোবিন্দলাল মরদানা গলায় রোহিণীকে চরম কথা শুনাইতেছেন। যেন কী একটা বিপদ ঘটে ঘটে। ঘটিয়াও গেল! পরেই শ্মশানে রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া শৈব্যার মড়া কান্না!—

—তার পরেই রেডিও সুসংবাদ আরম্ভ করিল—"সকলেই শুনে সুখী হবেন—কয়েকটি বাঙালী যুবক লস্ এঞ্জেলস্-এ টাঙ্গাইলের শাড়ী বেচিতেছে, অসম্ভব কাট্তি! আর পাবনার মরমী-সামন্ত নোভাজোম্লায় চানাচুর চালাইয়া দিয়াছে। চাহিদা সামলাইতে পারিতেছে না। শিবু রায় সামান্য মূলধনে গয়ার তামাক লইয়া হলিউডে যাত্রা করে। দেড় মাসেই successful! Star-এরা লুফে নিয়েছে। সিগারেটের চাহিদা কমায় আমেরিকায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। শিবু রায়ের ব্যবসা-বুদ্ধি বাল্য কাল থেকে দেখা দেয়, এতদিনে তিনি field পেয়েছেন ও জোর চিন্তা চালিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ মেয়েরাই বা বেকার থাকে কেন—আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সত্বর এক টন্ কাঁচপোকার টিপ পাঠাতে লিখেছেন। এই তো চাই! ইত্যাদি···

হিমাংশুর এ সব কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহার নাড়ীতে জ্বর না আসিলেও সর্ব্বাঙ্গে সে তা অনুভব করিতেছিল। সে নির্জীবের মত পড়িয়া এই আনন্দের উৎপাত সহ্য করিতেছিল।

অসহায় বালকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া নিদ্রাদেবী উপস্থিত হইয়া তাহাকে শান্তি দেন।

শ্রীপতিবাবু বলিলেন—"শুনচো বাবাজি, এসব ভারি দরকারী কথা, মনে রাখা চাই—ভালো করে শোনো। সহরে এই সুখেই থাকা—বুঝলে বাবাজি!"

হিমাংশুর কোনো উত্তর না পাইয়া—"আচ্ছা বাধা দেবনা, খুব মন দিয়ে শোনো।"

চন্দ্রমা এঘর ওঘর করিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিয়া—"একি! এঁরা সব গেলেন কোথায়", বলিতে বলিতে সুইচ্ টিপিয়াই—"এই যে, অন্ধকারে সব বসে রয়েছেন—আলোটাও জ্বালতে নেই! হিমাংশুকে জল টল"—

শ্রীপতিবাবু—"এদিকে যে কাকেও পাচ্ছিনা মা, ঝি-চাকর পর্য্যন্ত উঁকি মারেনা। চা পর্য্যন্ত, তাই হিমাংশুকে 'চাউ' হোটেলে স্যালাড্ খাওয়াতে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলুম। তোমাদের যে আর—"

"আচ্ছা তুমি একবার ভেতরে যাও বাবা, মা ডাক্ছেন—নীচেই এসেছেন—"

শ্রীপতিবাবু বাঁচিলেন, তিনি যেন অকষ্ট বদ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন!

চন্দ্রমা—"ঠাকুরপো—ঠাকুরপো, ঘুমিয়ে পড়েছ ভাই!

হিমাংশু একটু অপ্রতিভের মত "—না এই একটু—"

"আমি বড় ভুল করেছি ভাই, বড় অপরাধ হয়েছে। তোমাকে এই হট্টগোলের মধ্যে কষ্ট দিতে না আনাই উচিত ছিল। আমি জান্‌তুম না যে এঁরা আমাকে এমন করে নাকাল করবেন,—আমি ছট্‌পট্‌ করছিলুম, কেউ উঠতে দিচ্ছিলনা—কি কোরবো··"

"তাতে কি হয়েছে—"

"যা হয়েছে তা আমার মনই বুঝছে, তোমার শরীর কেমন আছে বলো—"

"শরীর ভালই আছে, তবে—"

"তা বুঝতে পারছি, দোষ সবই আমার। এসব তো জানতুম না ভাই—"

"তোমাকে দেখতে পেয়ে, এখন আর আমার"—ইত্যাদি কথা চলিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

নীচের এক কক্ষে চন্দ্রমার মা মানদাসুন্দরী শ্রীপতি বাবুকে বলিতেছিলেন—"বুড়ো হলে এখনো আক্কেল হলনা। একটু বুদ্ধি থাকলে, কুটুম-বাড়ীর রোগা ছেলেকে, কর্ম্ম-বাড়ীতে কেউ আনে! সকলেই ব্যস্ত, কে ঐ রোগা ছেলেকে দেখে বলো দিকি? নতুন কুটুম, একটু অযত্ন হলে,—তোমরা কি বুঝ্‌বে! আমার মাথামুড়্‌ খুঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। বে' যেন কখনো করনি। বিয়েবাড়ীর···

শ্রীপতি বাবু যে-সব অনুযোগের কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন ও যেরূপ মেজাজে ছিলেন, প্রলয় মূর্ত্তির সম্মুখে তাহা অন্তরেই লয় পাইল। কেবল বলিলেন—

—"বে' সেই একবারটি কবে হয়েছিল"—

—"ওঃ—'একবারটি' বলে' সেটা ভুলে গিয়েছ? তা হলে না হয়"—

—"না—তা বলছিনা,—শত্রুও যেন সে ভুল না করে। তবে—মনে পড়ছেনা, তোমার মা জামায়ের গান শোনবার জন্যে সব কাজ ফেলে, তিন চার ঘণ্টা—"

—"দেখো—রাগিও না বলছি! এক-বাড়ী লোক থই-থই করছে। জামায়ের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করা আছে। শিক্-কাবাব্,—কোরমা—কোন্ মাসিমা বানাবে, বানাক্ না! 'মেয়ার' সে দিন খেয়ে কি বলেছিলেন—মনে আছে!"

"তা আর নেই! তাতে আমার বুঝি বুকটা···। তাই ভাবি—তুমি কি করে' ও-সব শিখলে? দ্রৌপদীর যেন পাঁচজনের ভালো লাগবার মত চেষ্টা-যত্ন পেতে হোতো···যাক্। এখন হিমাংশুর ভার নেবে কে?"

—"শুনলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কোথায় সব একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে—না সঙ্গে এক ফ্যাচাং। যারা এনেছে তারা তার ভার নিক্!"

"তা হ'লে চন্দ্রাকেই নিতে হয়···"

"হ্যাঁ—তা তো বটেই! সে ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি···! তা বার্লি কি সাবু, যে-কেউ করে' দিতে পারবে। কুটুমের ছেলেকে তো অত্যাচার করানো হ'তে পারে না! আচ্ছা—সে আমরা বুঝবো'খন।"

শ্রীপতিবাবু সাহস পাইয়া বলিলেন—"সন্ধ্যেবেলায় যে ওষুধটা খাই, সেটা কি আজ···শরীর যেন ভাংচে···"

মানদাসুন্দরী ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখাপাত করিয়া—"পুরুষের যুগ্যতা!—একদিন কি নিজে নিতে"···বলিয়া দ্রুত ঔষধ আনিতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

চন্দ্রমা কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় হিমাংশুর অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিয়া তাহাকে চা-বিস্কুট খাওয়াইয়াছে এবং দ্বারিকের সিঙ্গাড়া আনিতে গিয়া মায়ের কাছে নিজে বকুনিও খাইয়াছে।—"জানিস, কুটুমবাড়ী থেকে রোগা ছেলেকে টেনে এনে, আমার মাথায় বিশমোণ চিন্তা চাপিয়েছিস! এখন ভালয় ভালয় পরের ছেলেকে ঘরে ফেরাতে পারলে বাঁচি। ওদের পেটে পাড়াগাঁয়ের পীলে হাঁ কোরে আছে। ঘিয়ের জিনিষ পড়লেই লাফিয়ে উঠবে, তারপর লেপ-মুড়ি! সারা-রাত বসে' সামলাও। রোগা ছেলের উপসী-পেট—তা জানিস! এই খরচের উপর আবার ডাক্তার ডাকো!"

চেষ্টার হাসি টানিয়া চন্দ্রা বলিল—"হিমাংশুর শরীর ভালো নয়—তোমাকে কে বললে মা? সে তো ভালই আছে···"

—"কে আর বলবে,—তার মা বলে' দিয়েছেন। তার উপরে কথা আছে নাকি ?—যা তুই এখন উপরে যা,—মল্লিকদের মৃদুলা সন্ধ্যে থেকে এসে বসে' আছে জামাইকে নাচ দেখাবে,—তোমার আর বায়্ হয় না ! যাও, আর দাঁড়িও না। হিমাংশুকে তোমার পিসিমা আর আমি দেখছি। ভয় নেই—খাতির-যত্নের ত্রুটি হবেনা ! আমরা মরিনি···"

এই বাক্যাঘাতের পর চন্দ্রমা আর দাঁড়াইল না। একটি কথাও না কহিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। তাহাতেও কিন্তু অব্যাহতি পাইল না। মা তাহার পশ্চাতে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন,—"মেয়ের তেজ্ দ্যাখো !"



নীচের লম্বা রান্নাঘরে রন্ধনের ঘটা চলিয়াছে। মানদাসুন্দরীর তত্ত্বাবধানে একদিকে দু'জন উড়ে বামুন—মাংস ও পোলাও লইয়া ব্যস্ত। পাড়ার বায়ুস্তর জাফরান্ ও পলাণ্ডুর প্রিয়-সৌরভে ভারাক্রান্ত ! পিসিমা অন্যদিক সামলাইতেছেন।

উভয়ের মধ্যে হিমাংশুকে বসিবার জন্য একখানি 'পিঁড়ে' দেওয়া হইয়াছে,—যে হেতু পাড়াগাঁয়ে আসনে বসিবার অভ্যাস নাই, হিমাংশুর অসুবিধা না হয়।—"তুমি আমাদের কত বড় আদরের জিনিষ, এ তোমার আপনার বাড়ী, বাড়ীর ছেলের মত

থাকবে। কলকেতার দেখবার যা-কিছু সে সব ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখবে। ওঁদের কর্পোরেসন্-বিল্ডিং দেখলে তোমার ইন্দ্রপুরী বলে' মনে হবে—দেবতারা যেন গিজ্‌গিজ্ করছেন। দেখলে গাঁয়ে ফিরতে আর ইচ্ছে হবে না। একবার বেরুলে ওঁকে সেলাম্ নিতে নিতে গেলাম গেলাম করতে হয়,—বড়দের ঐ জ্বালা! টেলিফোন্ দেখেছ তো? কি করেই বা দেখবে। পাড়াগাঁয়ে তো ও সব নেই—থাকলে এখানে বসেই মায়ের সঙ্গে কথা কওয়াতুম। আমাদের ওপরের ঘরে আছে, কাল দেখো। লোকে বলে—কাশীবাস কাশীবাস, দুত্তোর কাশীবাস! কলকেতায় যে থেকেছে, তার কাছে আবার···! আমি কটা কথাই বা শোনাবো। তার চেয়ে তুমি কিছু বলো শুনি। পাড়াগাঁয়ের কথা শুনতে আমার বড় ভালো লাগে,—দেখতে ইচ্ছে হয়।"—পরেই চঞ্চল ভাবে—

—"ও মা করছি কি,—শিক-কাবাবটা যে আমার ভার" বলিতে বলিতে বামুনদের দিকে গেলেন।

মানদাসুন্দরীর কথাগুলি—না পিসিমার না হিমাংশুর ভাল লাগিতেছিল। কথায় মিষ্টতা ত' ছিলই না—বরং খোঁচাই ছিল। ঐরূপই তাঁর অভ্যাস।—বিরক্তিকর হইলেও হাসিমুখে হিমাংশুকে তা শুনিতেই হইতেছিল। তিনি চলিয়া গেলে, হিমাংশু পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁদের বাড়ী কলকেতায় বুঝি?"

পিসিমা নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"না, বিয়ের পর কলকেতায় এসেছেন, বাড়ী ওঁদের গোবর-ডাঙায়। ও-কথা যেন···"

"না না, আমি কি এতই..." বলিয়া হিমাংশু একটু হাসিল। পোলাও কালিয়ার সুবাস এবং প্রলোভন বোধহয় তাহাকে অতিষ্ঠ হইতে দেয় নাই।

পিসিমা যখন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাতে কি খাবে বলদিকি বাবা? তোমার শরীর নাকি ভালো নয় শুনচি? তা মাংসের ঝোল্ দিয়ে দুটি ভাত খেলে কিছু হবে না। পোলাওটা আর ওই সব কাবাব-কোরমা না হয়"...

মানদা—"কি—কি বলচো ঠাকুরঝি,—পোলাও খাবে কে?" বলিতে বলিতে উপস্থিত হইলেন।

"না—আমি ওটা আজ বাদ দিতেই বলচি। আজ কেবল একটু মাংসের ঝোল আর দুটি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়াই ভালো"...

"তোমার তো সাহস কম নয় ঠাকুরঝি! ওই জাফরান্-দেওয়া কালিয়া এই রোগা ছেলেকে খাওয়াবে? আমি যেন হিমাংশুর জন্যে ভাবছি না। একটিন্ আভাঙা রবিন্‌সনের বার্লি আনালুম তবে কার জন্যে? না না, আমি অত্যাচার করাতে পারব না। আমার ছেলে আর হিমাংশুতে তফাৎ আছে নাকি! তাকে যা দিতুম হিমাংশুও আজ তাই খাবে, কেমন বাবা? খাওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। সবই তো ঘর-পোরা রয়েছে, একটু ভালো হলেই—সব রকম নিজের হাতে কোরে খাওয়াবো। ওদের পেট তো বুঝতে পারছি। দ্বারিকের অমন ডাকসাইটে 'মথুরা-মাধুরী' তা-ই জামাই মুখে করলে না। পারবে কেনো, অভ্যেস

নেই যে। আর এঁদের ভাখ না—ছ'বেলা না হলে নয়। সব বাড়াবাড়ি। একখানা—চার আনা কোরে!"

পিসিমা অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"তা হলে"...

"ওই তো বললুম, চট্ করে' বার্লিটে করে' দাও। আর আমি সেই—জামায়ের জন্তে আনানো আসল কাবুলি বেদানা এনে দিচ্ছি তাই চারটি খেয়ে আজ শুয়ে পড়াই ভাল।"

হিমাংশু খুবই শান্ত স্বভাবের ছেলে, সে চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইতেছিল। শরীর তাহার সত্যই শ্রান্ত ছিল, এখন মনের উৎসাহটুকুও বিদায় লইল। সে বলিল—"শরীর কেমন করছে, রাত্রে আমি আর কিছু খেতে পারব না। বসতেও পারছি না, আমাকে কোথাও শুতে দিন।"

"সে কি কথা—তা কি হয় বাবা, রাত-উপোসী থাকতে নেই, কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়। এই পাশের ঘরেই বিছানা করা আছে, আমাদের কাছেই শোবে। তোমাকে কি..."

"তা হলে আমায় দেখিয়ে দিন।"।

মানদা একটু যেন থমকিয়া, পরে বলিলেন—"খাওয়া নিয়ে আমি কখনো কাকেও জেদ করি না, শরীর যেমন বুঝবে তেমনি করবে বাবা, এ তোমার বাড়ী, আমরা তোমার পর নই। তা ছাড়া—উপোসের বাড়া ওষুধও নেই।"

পিসিমা বলিলেন—"বেশ তো, এখন শুয়ে পড়, একটু পরে আমি গিয়ে—"

"না—তোমার ওই সব সেকেলে 'আত্মি' আমার ভালো লাগে না ঠাকুরঝি। ঘুম একটা মস্ত আরামের জিনিষ। হিমাংশু যদি ঘুমিয়ে পড়ে, খবরদার তুলে খাইও না। আমি কাল বেলা দশটার মধ্যেই বাবাকে মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত নিজে রেঁধে খাওয়াবো—পেট্‌টা ঠাণ্ডা হবে। তোমরা রাঁধলে কতকগুলো মশলা তো দেবেই!"

হিমাংশু উঠিয়া দাঁড়াইল—"আমি আর বসতে পারছি না, আমাকে…"

"এই যে, এসো বাবা…"

নীচের মাঝের ঘরে ঢালা বিছানা পাতাই ছিল। "তুমি আমাদের কাছেই শোবে বাবা,—শুয়ে পড়; তোমাকে একলা শুতে দিতে পারি না। এখানে মশারি দরকার হয় না, এ তোমাদের পাড়াগাঁ নয়,—শুয়ে পড়।"

হিমাংশু শুইয়া পড়িল। মাকে তাহার মনে হইল—বোধ হয় চক্ষু মুছিল। বালক কতক্ষণে ঘুমাইল, ঘুমাইল কি না, সে সংবাদের জন্ত বিশেষ চিন্তা কাহারো ছিল না বলিলে বোধ হয় অপরাধ করা হইবে।

মানদা মৃদুলার খঞ্জন নৃত্য দেখিবার জন্ত অসম্ভব চঞ্চল ছিলেন, বিরক্তিকর বাজে ঝঞ্ঝাট সারিয়া তিনি খোলসা বোধ করিলেন ও উপরে ছুটিলেন। মনকে ঠেলিয়া রাখিলেও সে কিন্তু অস্বস্তির স্থানটায় উঁকি মারিতে লাগিল—"তাই তো—কুটুমের ছেলে—না

খেয়ে শুলো। পাড়াগেঁয়ে গোঁ—ভদ্রতা রাখতেও শেখেনি,—একটু কিছু মুখে দিলেও হোতো। সহরে 'মানুষ' না হলে—সব দিক্ বজায় রাখতে শেখে না। যাক্—ওর জন্যে আমি ভেবে মরি কেন ?"—মনটা কিন্তু ওই কথাই তোলে।

"আয়্ কি পাপ! হতভাগা মেয়েটা অমন মন-মরার মত বসে আছে কেনো। নাচের দিকেও নজর নেই। ওর আবার কি হ'ল! হোক্ গে—নাচ দেখতে এলুম—নাচ দেখি!"

কিন্তু চন্দ্রমার বিমর্ষ ম্লান মুখখানি তাঁর অপরাধ-আঁকা দলিলের ছাপের মত চক্ষে আসিয়া পড়িতেছিল ও অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অশান্ত করিতেছিল।

* * *

পিসিমাও ছেলের মা। এতখানি আনন্দ ও আয়োজনের মধ্যে অনাহারে ক্ষুব্ধচিত্তে বালকের শয়ন করিতে যাওয়াটার করুণ ছবি তাঁহার মাতৃ-হৃদয়কে অধীর করিতে ছিল। তিনি ধুঁয়ার ছলে অঞ্চলে ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে ছিলেন। বুদ্ধিমতী বলিয়া মানদার সুনাম আছে, সে বোধ হয় হিমাংশুর ভালর জন্যই এরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া থাকিবে। কিন্তু···তিনি আবার চক্ষু মুছিলেন।—থাকিতে পারিলেন না, এদিক ওদিক দেখিয়া নিঃশব্দপদে—হিমাংশু ঘুমাইল কি না দেখিতে গেলেন; হিমাংশু সত্যই ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার মনের অবস্থা যাহাই হউক—মশার দৌরাত্ম্য যে ততোধিক!

"কই তুমি ঘুমোওনি বাবা ?"

"এসেছেন যদি—মশারিটে ফেলে দিলেই আমার ঘুম হবে পিসিমা !"

বালকের মুখে সুমধুর 'পিসিমা' সম্ভাষণ শুনিয়া মায়ের প্রাণ উদ্বেল হইয়া উঠিল। সিক্তকণ্ঠে বলিলেন—"তা দিচ্ছি যাদু ; কিন্তু আমার একটি কথা রাখ্ বাবা।—আমি আনছি—যা হয় কিছু মুখে দে বাবা—নইলে আমিও তো···"

একটু নীরব থাকিয়া—"তবে একটা কিছু দিন, আমার কিন্তু খাবার ইচ্ছে মোটেই নেই পিসিমা—"

"তা আমি জানি বাপ।" পরে সত্বর দুইটা রসগোল্লা ও এক গেলাস জল হিমাংশুকে খাওয়াইয়া মশারী ফেলিয়া দিলেন।—"আমাকে বাঁচালি বাবা,—এইবার শুয়ে পড় যাদু," বলিয়াই দ্রুত চলিয়া গেলেন। স্বস্তি যেন তাঁহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল।

পেটে কিছু পড়ায় হিমাংশু অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীপতি বাবুর কর্পোরেসনের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণেরা পোলাও কালিয়া ইত্যাদি উপভোগান্তে যখন নিজ নিজ মোটরে গিয়া আড় হইলেন, তখন রাত প্রায় তিনটা। মানদাসুন্দরী এতক্ষণে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

* * *

হিমাংশু ভোরেই উঠিয়াছে। পিসিমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহাকে জানাইয়াছে—আজ সে বাড়ী যাইবে,—মাকে স্বপ্ন

দেখিয়াছে—তাঁহার শরীর ভাল নয়। পিসিমা বলিয়াছেন—"না-খেয়ে কিন্তু যাওয়া হবেনা বাবা, আমি এখুনি রান্না চড়াচ্ছি। তুমি একবার দাদাকে বলো।" শ্রীপতি বাবুকেও সে জানাইয়াছে। চন্দ্রমাও নীচে নামিয়াছিল, তাহাকেও হিমাংশু জানাইল। সে পূর্ব্বের ন্যায় সহজ ভাবে সহাস মুখে কথা কহিতে আর পারিলনা—কেবল বলিল—"আমি আর কি বোলবো ঠাকুরপো, আমারি ভুল হ'য়েছে ভাই, আমার জন্যেই"—বলিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিয়াছিল।

"তুমি ওকথা কেন বলছ, আমি আবার শিগ্‌গীর আসবো,—সহরের কিছুই দেখা হয়নি।"

"না তোমাকে এখন আর সহর দেখতে আসতে হবেনা—"

শ্রীপতি বাবুর টাকার দরকার হওয়ায় মানদাকেও দরকার হইয়াছিল। গতরাত্রের পরিশ্রমে কাতর হইয়া তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। শ্রীপতি বাবু পাঁচ-সাতবার ঘরের মধ্যে সশব্দে ঘুরিয়াও কোনো কাজ হইল না। শেষ ইতস্ততঃ করিয়া—"তাই ত' এখনো ঘুমুচ্ছো, বেলা যে অনেক হ'য়েছে, কাজও রয়েছে যে"—বলিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙাইতে বাধ্য হইলেন।—

"হিমাংশু আজ বাড়ী যাবে কিনা…"

"কেনো? আজি যাবে যে বড়! তা—মায়ের ছেলে মার

কাছে যাক্ বাপু। নতুন কুটুমের রোগা ছেলে এনে আমায় যে কি ভাবনায় ফেলেছ, তা তোমরা বুঝবে কি! এখন ভালয়-ভালয় পৌঁছে দি'তে পারলে বাঁচি। এক ভুল করেছ, আবার যেন থাকবার জন্যে জেদ্ কোরোনা। সে যা করতে হয় আমি করবো'খন্।"

"তা কোরো—এখন গোটা কয়েক টাকা দাও—দু' গ্যালন্ পেট্রল্ কিনতে হবে।"

"এসব বাজে খরচ আমার পছন্দ হয়না। হাওড়া থেকে বাস্ তো যায় শুনেছি। অজিতকে সঙ্গে দিলেই হবে—"

"না সে ভাল দেখায় না, বাড়ীর গাড়ী রয়েছে, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

"তোমাদের যে কিসে ভাল দেখায় বুঝিনা। ঐ করেই তো"—বলিতে বলিতে রোষভরে গিয়া টাকা আনিয়া দিলেন। শ্রীপতি বাবু বাহির হইয়া গেলেন। কানে গেল—"সব বাড়াবাড়ি, ওরা আবার ঘরের মোটরে—"

পাশেই রান্নাঘর, হিমাংশু সেই ঘরে সেই পিঁড়ার উপর বসিয়া সহাস-মুখে পিসিমার সহিত গল্প করিতেছিল।

"শুতে অনেক রাত হোলো—ঘুম আর ভাঙেনা। এই যে হিমাংশু, কেমন আছ বাবা?" বলিতে বলিতে মানদাসুন্দরী হাজির।

"ভালই আছি মা।"

মানদাসুন্দরী পিসিমার দিকে চাহিয়া—"বলেছিলুম তো

ঠাকুরঝি—উপোসের চেয়ে ওষুধ নেই'—দেখলে তো।" হিমাংশুর প্রতি—"তোমার শরীর ভালো নয় শুনে, আমার যে কি ভাবনাই হ'য়েছিল, তা কে বুঝবে! আজ তোমাকে পোলাও কালিয়া চপ্ সব কিছু খাইয়ে তবে আমি তৃপ্তি পাব। কাল রাতটা ত মনের অসুখেই কেটেছে বাবা—"

"আমার শরীর এখনও ও-সব খাবার মত স্বচ্ছন্দ নয় মা। আমি দুটি ভাত আর মাছের ঝোল খেয়ে বাড়ী যাব।"

"বাড়ী যাবে, তা কি হয়! এত শিগ্‌গীর তা হতে পারেনা। আমি সব ঠিক করে রেখেছি, তোমাকে থিয়েটার সিনেমা জু না দেখিয়ে ছাড়ছিনা। উনি আবার ফুটবলের কথা বলছিলেন। না—না, যাওয়া এখন হচ্ছেনা হিমাংশু। বাবুরা রাত্রে বলে গেছেন—সিনেমার উজ্জ্বলনক্ষত্রদের আজ নিয়ে আসবেন। বাড়ীতে বসেই তাঁদের নাচগান শোনাবেন ও শুনবেন। পাড়াগাঁয়ে জমিদারদেরও এ সৌভাগ্য ঘটেনা। না—না, থাকতে হবে বইকি—"

পিসিমা বলিলেন—"হিমাংশু রাত্রে মাকে স্বপ্ন দেখেছে, তিনি অসুস্থ, তাই যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে"—

"দেখো ঠাকুরঝি এ কথা যেন সুধাংশু না শোনে, তোমার পেটে যে কোনো কথা থাকেনা"...

"তুমি কি আমাকে পাগল ভাবো বউ!"

"তবু সাবধান করে দেওয়া ভাল, তাই,...কিন্তু হিমাংশু না থাকলে যে আমার...যদিও জানি স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়না, কিন্তু

ছেলের মন যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাতেও তো কিছুতে তার সুখ থাকবেনা। না, জোর করে রাখা ভালো হবেনা!—তাহলে আবার কবে আসবে বলো বাবা।"

"মাকে জিজ্ঞাসা করে' জানাবো। যদি কেউ সঙ্গে যান তো—"

"কেউ আবার কি, তোমাকে কি অন্যের সঙ্গে পাঠাতে পারি, উনি নিজে গিয়ে রেখে আসবেন।—তুমি কি করচো ঠাকুরঝি?"

"ঝোলটা চড়িয়ে দি বউ—"

"মাগুর মাছের তো? জিরে দিয়ে সাঁতলো, বড় এলাচের গোটাকতক দানাও দিও—পেটটা ঠাণ্ডা হবে। আমার যেমন কপাল—সব থাকতে বাছাকে কিছু খাওয়াতে পারলুমনা। এই মাত্তোর নতুন বাজার থেকে সেরা-সেরা গলদা চিংড়ি এনেছে—আমার যেমন কপাল! যাক্ যাওয়াই যখন চাই, মিছে আর দেরি করিওনা ঠাকুরঝি, সেখানেও তো মায়ের প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে! এখনো সুধাংশুকে একবার দেখিনি,—আসছি···"

* * * * *

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদার শ্বশুর বাড়ী কেমন ছিলিরে।"

হিমাংশু হাসিমুখে—"নিজের শ্বশুর বাড়ী না হলে সুখ নেই মা," —বলিয়াই কাপড় ছাড়িতে গেল।

মা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন,—"পাগল ছেলে"!

স্নেহের ফাঁদ

৮

ত্রিপুরাবাসিনী বিধবা নন্দরাণী দুঃখ কষ্ট একটু ভুলিয়া থাকিবার আশায় ঢাকায় জন্মাষ্টমী উৎসব দেখিবার ইচ্ছায়—একমাত্র অন্ধপুত্র—পাঁচ বছরের গোপালকে লইয়া ঢাকায় বোনের বাড়ী আসিয়াছেন।

উৎসবের সমারোহ অপূর্ব্ব। চিত্তবিমোহন সাজসজ্জা—লক্ষ লক্ষ নরনারী উন্মুখ হইয়া দেখিতেছিল। ভক্তি বিস্ময় বিহ্বলা নন্দরাণীও সেই জনতা মধ্যে গোপালের হাত ধরিয়া আত্মাহারাবৎ চলিয়াছিলেন। গোপাল যে কখন তাঁহার হস্তবিচ্যুত হইয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার হুঁস্ই ছিলনা। ভিড় এতই অধিক যে তাহার ঘন সন্নিবেশে—একে অপরের অভাব অনুভব করিতেই পারেনা; জানিতে পারিলেও, সে জন-সমুদ্র মধ্যে তখন কাহাকে খোঁজাও সম্ভব ছিলনা।—গোপালকে পাওয়া গেলনা।

বিহ্বলা ব্যাকুলা নন্দরাণী অসহায়া উন্মাদিনীর মত—সারা দিন যথা সাধ্য খুঁজিবার পর বাড়ী ফিরিলেন। আশা ত্যাগ হয়না,—গোপাল যদি কোন পরিচিতের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া থাকে।

২

ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণনগরের একটি ছোটখাট কায়স্থ জমিদারের বিধবা পুত্রবধূ। কেহ না থাকায় এখন তিনিই মালিক। তাঁহার এক বিধবা খুড়তুতো বোন দামিনী ও তাহার পনের ষোল বৎসরের পুত্র দেবেন তাঁহার সংসারে থাকে।

দেবেন ইস্কুলে যায় কিন্তু লেখাপড়া তাহার ভাল লাগেনা, ফ্লুটে সে বিশেষ ফল পাইয়াছে। তাছাড়া হোরাইজেণ্টাল বারে তাহার মত খেলোয়াড় কৃষ্ণনগরে কেহ ছিলনা। তাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রজেশ্বরী ও তাহার মা ঢাকায় উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন, আজই ফিরিবেন। জিনিষপত্র ক্রয় চলিতেছিল, ব্রজেশ্বরী কি একটা জিনিষের খোঁজে একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"দেবেন তুই একবার দেখ বাবা, আমি ত কোথাও দেখতে পেলুমনা।"

তাঁর এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর ছেলে "এই যে আমি মা,—তুই কোথায় ছিলি ?" বলিয়া ব্রজেশ্বরীর গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া, পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ব্রজেশ্বরী তাড়াতাড়ি "এস গোপাল আমার" বলিয়া তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। ছেলে তাঁর বুকে মুখ গুঁজিয়া অভিমানে গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কিল চাপড় মারিতে লাগিল, ও ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া বলিতে লাগিল—"আমি বড়

পড়ে গেছি—আমি মরে গেছি,—আমি খিদেয় মলুম—তুই আমাকে ফেলে কেন চলে এলি ?" এই বলিয়া আবার মারিতে লাগিল।

দামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"আ-মর্, দেনা হাতটা মুচড়ে, অত বাড়াবাড়ি ভাল লাগেনা। কার ছেলে কি জাত—তার ঠিক নেই, দে নাবিয়ে দে।"

ব্রজেশ্বরী বুঝিয়াছিলেন ছেলেটি ভিড়ে মাকে হারাইয়াছে বহু কষ্ট যাতনা পাইয়া, যে কারণেই হ'ক তাঁহাকে মা বলিয়াছে। তিনি দামিনীকে বলিলেন—"ও কি কথা, তুমি থাম, তুমি না ছেলের মা ? ভাব দিকি বাছার কি অবস্থাটা।"

দামিনী বলিল—"ওঃ যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর,— বাড়াবাড়ি সইতে পারিনা তাই উচিত কথা কয়ে মরি।"

ব্রজেশ্বরী ছেলেটিকে শান্ত করিয়া খাবার ও জল খাওয়াইলেন। খেলনা কিনিয়া দিবার সময় সকলে বুঝিলেন—ছেলেটি অন্ধ। তখন দামিনী এক গাল হাসিয়া বলিল—"গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে।—আবার অন্ধও !"

ব্রজেশ্বরী বিরক্ত হইলেন, এবং ছেলেটির প্রতি আরও অধিক আকৃষ্ট হইলেন। দু'দিন অপেক্ষা করিয়া তাহার মার অনুসন্ধান করাইলেন। এ কাজটিতে দামিনী ও দেবেন খুবই উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু ফল হইলনা। দামিনী মনে মনে বলিল—"কোথাকার আপদ এসে জুটল, একে ছাড়াই কি করে ?" পরে বলিল—"পুলিশের জিম্মে করে দিয়ে ও ফ্যাসাদ দূর করো।"

ব্রজেশ্বরী তাহা পারিলেননা, গোপালকে লইয়া কৃষ্ণনগর ফিরিলেন। দামিনী বলিল—"ভাল করচনা, যে ছেলে যাকে তাকে মা বলে ধরে সে নিশ্চয়ই ভিখিরীর ছেলে।" ব্রজেশ্বরী বলিলেন—"তাত নয়ই, আমার বোধ হয় ওর মার স্বর আর আমার স্বরে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই, সেই ধরেই আমাকে ধরেছে।"



গোপাল দেখিতে গৌরবর্ণ, থোকা থোকা রেশমের মত চুল, নাক মুখ সবই সুন্দর। হাত পা খুব নরম, আঙ্গুলগুলি কলির মত, চক্ষুও বেশ, কেবল তাতে দৃষ্টিশক্তি ছিলনা। সে যে ভদ্রবংশের ছেলে তাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারেনা। কিন্তু দামিনী তাহার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করা বন্ধ করিলেন। "জাত ধর্ম্ম খোয়াতে পারিনা তো!"

ব্রজেশ্বরী ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি গোপালের জন্য একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন, বাড়ীতে অন্যান্য চাকর ও দরোয়ান ত ছিলই। দুই তিন বছর পরে একটি বয়স্ক মাষ্টারও রাখিয়া দিলেন। তিনি গল্প করিয়া যাবতীয় জ্ঞাতব্য বস্তু জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, সমাজ সংসার, পৃথিবী ঋতু ইতিহাস, সরলগণিত, হিতোপদেশ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইভাবে তিন বছর কাটিল। তাহার অসামান্য মেধায় গোপালও বয়স্ক বালকের মত জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিল।

তাহাকে পাইবার কিছুদিন পরে ব্রজেশ্বরী একদিন কৌশলে গোপালকে জিজ্ঞাসা করেন—"কেউ যদি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বলবে ?" তাহাতে গোপাল সরলভাবেই উত্তর দেয়—"কেন, আমি বলব— শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।" তাহাতে ব্রজেশ্বরীর বক্ষ হইতে যেন একখানা পাথর নামিয়া যায় ; কিন্তু দামিনী হাসে ও সেটা শেখান কথা বলিয়া ধরিয়া লয় এবং স্থান বিশেষে তা প্রচারও করিতে থাকে।

ব্রজেশ্বরীর জমিদারীর আয় বাৎসরিক চল্লিশ হাজারের মধ্যে। বৃদ্ধ দেওয়ান হরিকমল বন্দ্যোই সব দেখেন। তাঁহার পরামর্শ না লইয়া ব্রজেশ্বরী কোন কায করেননা।

দামিনী বিধবা হইয়া অনেক বুঝিয়া পুত্রটি লইয়া ভগ্নীর বাড়ী ভর করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলেন "ঐ বাঁড়ুয্যে বুড়োকে একশো টাকা করে মাসে মাসে দেওয়া কেবল জলে ফেলে দেওয়া ;—ওটা বড় গায়ে লাগে। আর দু'বছর পরে দেবেন আমার সাবালক হ'লে এ বাজে খরচটা আর হতে দিচ্ছিনা !" ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলেন—"কর্ত্তা বলে গেছেন, ওঁকে যেন আমরণ ত্যাগ করা না হয়। উনি যদি বয়সে কায কর্ম্ম না দেখতেও পারেন,—তবুওনা।"

দামিনী বলিল—"তবে আমার দেবেনের অত লেখাপড়া কি কোনো কাযে আসবেনা ? মিত্তিরদের বাড়ি অনেক বই আছে ব'লে সে সেইখানেই দিন রাত পড়ে থাকে।" ব্রজেশ্বরী কেবলমাত্র বলেন—"বিদ্যে কি কখন মিথ্যে হয়, তার ফল

আছেই।” আসল কথা ব্রজেশ্বরী দেবেনের বিদ্যার দৌড় বেশ বুঝিয়াছিলেন।—

এবং মিত্তিরদের বাড়ী কেনো যে সে দিন রাত পড়ে থাকে তাহাও জানিতেন।

৪

গোপাল পাঁচ ছয় বৎসর হইল কৃষ্ণনগরে আসিয়াছে। মাষ্টারের মৌখিক সাহায্যে জগতের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভও করিয়াছে ও করিতেছে। তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া ব্রজেশ্বরীর আনন্দের সীমা নাই। কেবল দামিনী দমিয়া যাইতেছেন ও মনে মনে প্রমাদ গণিতেছেন এবং ভগ্নীদের কাছে গোপনে এমন কথাও বলেন যে “চরিত্রহীনাদের ছেলেদের বুদ্ধিত’ বেশী হয়ই, শেষে সেই বুদ্ধিই সর্ব্বনাশের কারণ হয়। দিদিরও কালসর্প পোষা হচ্ছে, শেষে বুঝবেন।” ইত্যাদি

কয়দিন পরে সূর্য্যগ্রহণ। কাশীতে দেখা যাইবে শুনিয়া, ব্রজেশ্বরী গ্রহণ উপলক্ষে কাশী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। দামিনী বলিলেন—“আমি নবদ্বীপেই একটা ডুব দিয়ে আসব। সংসার দেখবে কে, বিশেষ গোপাল রইল।” কথাটা অসঙ্গত নয়, তাই ব্রজেশ্বরী গোপাল সম্বন্ধে সকলকে বিশেষ সাবধান ও অনুরোধ করিয়া, বৃদ্ধ রামকমলের সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

দেবেন দূর গোয়াড়ী হইতে গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া

আসিয়াছিল। গ্রহণের পূর্ব্বদিন বেলা একটার সময় গাড়ী আসিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। দামিনী বাড়ীর সকলকে সাবধান থাকিতে বলিয়া এবং গোপালের কোনরূপ নিয়মভঙ্গ না হয়, সে বিষয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠে নানা উপদেশ দিয়া, দুর্গা বলিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। বাড়ীর চাকর দাসীরা হাঁপ ছাড়িল।—গোপাল বেলা একটা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত ঘুমায়, কেহ যেন তাহার ঘুম না ভাঙ্গায়, সে বিষয়ে বারবার সকলকে সাবধান করিতে ভুলেন নাই বরং ডাকিয়া যেন ঘুম ভাঙানো না হয়—বলিয়া গিয়াছেন।

বেলা পাঁচটার সময় দাসী সভয়ে ঘোষণা করিল, "গোপাল ঘরে নাই, তাহাকে কোথাও দেখিতেছি না।" চতুর্দ্দিকে খোঁজ পড়িল, রাত্রি হইয়া আসিল, গোপাল আসিল না। বাড়ীর পশ্চাৎভাগে খিড়কীর পুকুর ও বাগান, বাগানের প্রান্তে একটি দরজা, তাহা বন্ধই থাকিত; আজ খোলা! রাত্রেই পুকুরে জাল ফেলা হইল, বড় বড় মাছ উঠিল, গোপাল উঠিল না। প্রাতেও গোপাল আসিল না বা ভাসিল না। তখন আমলারা পাড়ার ভদ্রলোকের পরামর্শ মত পুলিশে সংবাদ দিল। পয়সাওলা বাড়ীর গোপাল, সুতরাং পুলিশও জোর অনুসন্ধান আরম্ভ করিল,—নবদ্বীপেও লোক ছুটিল। দামিনী ও দেবেন গরুর গাড়ী করিয়া বৈকালে আসিয়া উপস্থিত হইল,—সঙ্গে গোপাল নাই! এতক্ষণ অনেকের মনে ঐ একটু ক্ষীণ আশা ছিল, তাহাও নিভিয়া গেল।

দামিনী শুনিয়া ছিন্নমূল তরুর মত সটান পড়িয়া গেলেন ও

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কি করে এ মুখ দিদির কাছে দেখাব, আমি কেন মরতে পূণ্য করতে গিয়েছিলুম, অভাগীদের পূণ্যিও সয়না। একটি দিন না থাকায়, এতগুলো লোক থাকতেও এই হ'ল! আমি কেন মলুম না। তখনই বলেছিলুম—ওপাপ জোটাস্‌নি", ইত্যাদি। দেবেনের মুখ সত্যই যেন কালী হইয়া গেল, সে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সরকার মহাশয় কাশীতে তার যোগে ব্রজেশ্বরীকে ঘটনা জানাইলেন, কারণ পুলিশ এইবার ঘরের সমস্ত চাকর দাসীদের মধ্যে কড়া তদন্ত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছে।

ব্রজেশ্বরী পরদিবস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামিনীর চীৎকারে বাড়ী তিষ্ঠান কঠিন হইয়া উঠিল। ব্রজেশ্বরীর একটু গম্ভীর ভাব ভিন্ন কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। তিনি দামিনীকে বলিলেন—"পরের ছেলে এসেছিল—চলে গেছে; যে কয়দিন থাকবার ছিল—ছিল। সময় হ'লে নিজের স্বামীপুত্রকে কেউ রাখতে পারে না; ওর জন্যে এত চীৎকার কেন?" দামিনীকে অর্দ্ধপথে কে যেন ধাক্কা দিয়া থামাইয়া দিল। ব্রজেশ্বরীর সে স্বরে এমন একটা সুর ছিল যাহা দামিনীর অন্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া তাহাকে যেন সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া পিসিতে লাগিল; সে যেন এতটুকু হইয়া গেল। দেবেন সেদিন সকাল সকাল আখড়ায় গেল বটে, কিন্তু ফ্লুটে ফুঁ ফুটিল না, বাঁশীটা হাত হইতে দু'বার পড়িয়া গেল।

ব্রজেশ্বরী পুলিশ তদন্ত থামাইয়া দিলেন।

৫

বৃদ্ধ হরিকমলের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রজেশ্বরী দামিনীকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও একত্রে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ায় সে সন্তুষ্ট হইয়াই গেল, কারণ এ বাটীতে আর সে কাহারও সহিত চোখাচোখী করিতে পারিতেছিল না। দেবেনের পার্টি পত্র লিখিয়া দেবেনকে "ফেয়ার-ওয়েল্" দিল, সঙ্গে সঙ্গে দুইটা খাসি দেহ ও প্রাণ দুইই দিল।

ব্রজেশ্বরী তখন বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি হাঁসপাতাল ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। স্বতন্ত্র রন্ধনশালা, স্নানাগার, দাসদাসীদের থাকিবার ঘর করাইলেন এবং অন্ধ বালকদের অবাধে বেড়াইবার সুবিধার জন্য সেই বাটী সংলগ্ন প্রাচীর-বদ্ধ প্রশস্ত প্রাঙ্গন বা মাঠ রাখা হইল। প্রাচীরের বাহিরে কূপ খনন করাইলেন। ঘরগুলি খাট্ বিছানা দিয়া সাজান হইল এবং বাটীর কপাল-ফলকে "অন্ধ নিবাস" অঙ্কিত শ্বেত প্রস্তর আঁটিয়া দেওয়া হইল। হরিকমল তখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন—"বারো তেরো বৎসর হইতে নিম্ন বয়স্ক গরীব অনাথ অসহায় অন্ধ বালকদিগের জন্য এই অন্ধ-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল" ইত্যাদি। এই সব করিতে এক বৎসর কাটিল।

ব্রজেশ্বরী সপ্তাহে একদিন করিয়া "অন্ধনিবাস" দেখিতে যান।

চার মাসের মধ্যে সাতটি অন্ধ অনাথ বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহাতে তাহাদের কোনরূপ কষ্ট না হয় তিনি তার সুব্যবস্থাদি করিয়া দিলেন। কিন্তু ফিরিবার সময় তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত ও চক্ষে জল দেখা দিত।

৬

ব্রজেশ্বরী কাহারও নিকট কোনোদিন গোপালের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নি, চোখের জলও ফেলেন নি। আজ জন্মাষ্টমী, আজ তাঁহার অন্তরটা কেবলি তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। এই দিনেই তিনি গোপালকে পাইয়াছিলেন! ভগবান তাঁকে এমন ছেলে দিয়াছিলেন যে চিরদিনই—ছেলে,—চিরদিনই অসহায়!—অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

আজ তিনি উপবাসী ছিলেন। সন্ধ্যার পর পূজার ঘরে জপে বসিলেন, কেবল গোপালকেই মনে পড়িতে লাগিল। পুরোহিত পূজা সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ পাইবার অনুমতি দিয়া গেলেন। রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধ গোপালগুলিকে কিছু খাওয়াইয়া আসিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঠাকুর দাসী লইয়া স্বয়ং "অন্ধনিবাসে" গেলেন! গিয়া দেখেন একটি গৈরিকধারী যুবা চাতাসে বসিয়া ভগবানের নাম করিতেছেন। ব্রজেশ্বরী থমকিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রণাম করিলেন। ব্রজেশ্বরীকে

দেখিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিত—ইনিই কর্ত্রী,—তাঁহার এমন একটা ভাব ছিল।

যুবা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"মা আপনিই বোধহয় এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী?" ব্রজেশ্বরী মাথা হেঁট করিলেন। যুবা বলিলেন—"মা আমি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একজন সন্ন্যাসী সেবক। আপনার সঙ্গে আগে দেখা করে এখানে আসা আমার উচিত ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল, আর ছেলেটিও রোগ থেকে উঠেছে, বড় দুর্ব্বল তাই—"

ব্রজেশ্বরী ধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিলেন—"কে ছেলেটি বাবা?"

গৈরিকধারী যুবা বলিলেন—"মা,—অনুসন্ধান করেও তার পরিচয় কিছুই পাই নি। একটি বছর বারোর অন্ধ ছেলে। তবে চেহারা দেখলে সে যে ভদ্রবংশজাত তা'তে সন্দেহ থাকে না। ছেলেটি কোথা থেকে কি ভাবে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে এসে পড়ে। সেখানে চারটি অন্নের অভাব নেই। ছেলেটির রূপ ও অবস্থা দেখে সেখানকার কর্ম্মচারীদের দয়া হয়, তাঁরা তাকে সেইখানেই রাখিয়ে দেন। চারটি প্রসাদ পেতো, আর যেখানে সেখানে, সেই দেবালয় সংলগ্ন বাগানেই পড়ে থাকত। বোধ হয় গত শীতে বস্ত্রাভাবে রোগে পড়ে—রক্তামাশয় হয়। তখন সকলেই ব্যস্ত বা বিরক্ত হয়ে ওঠে। আমরা বরানগর মঠে থাকি, মধ্যে মধ্যে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধাসন দর্শন ও প্রণাম করতে আসি। সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম।—

দেওয়ানজী ছেলেটির অবস্থা জানিয়ে, তাকে বিদায়ের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। উপায় আর কি, আমাদের ত কাষই ঐ, গাড়ী করে তাকে মঠে এনে তার চিকিৎসা আর সেবা যথাসম্ভব করায়— তিন চার মাসে ছেলেটি সেরে উঠলো। তার পর? চিরকাল পোষা তো আমাদের সাধ্য নয়।—সে ব্যবস্থাও নাই।—

—"এমন সময় সংবাদপত্রে আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখতে পেয়ে বড়ই শান্তি ও আনন্দ বোধ করলাম। পরে আমার উপরই এখানে পৌঁছে দেবার ভার পড়ল,—আমিই নিয়ে এসেছি মা। এখন আপনি দয়া করে তাকে স্থান দিলে, আনন্দে ফিরে যাই। বড় দুর্ব্বল ছিল, পথে কষ্টও গেছে, ভাল খাট বিছানা পেয়ে, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে; আমি এই দেখে আসছি,—অকাতরে ঘুমুচ্ছে।"

ব্রজেশ্বরী ব্যাকুলভাবে, "ছেলেটিকে আমাকে একবার দেখাবেন আসুন" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইলেন,—সন্ন্যাসী পশ্চাতে চলিলেন। খাটের কাছে যাইয়া সন্ন্যাসী যেই "গোপাল কি ঘুমুচ্ছ?" বলিয়াছেন, অমনি ব্রজেশ্বরী "অ্যাঁ কি নাম বল্লেন" বলিতে বলিতে চাকরের হাতের ল্যাম্পটি উজ্জ্বল করিয়া তাহার মুখের উপর ধরিলেন ও "বাবারে—" বলিয়াই খাট ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রজেশ্বরী প্রায় দশ মিনিট পরে সামলাইয়া ঠাকুরের প্রতি সন্ন্যাসীর আহারাদির ও শয়নের ব্যবস্থার ভার দিয়া, সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"আপনি

আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার সঙ্গে না দেখা করে যেন যাবেননা, আমি নিজে কিছু দেখতে পারছি না,—আমার মাথাটা বড় ঘুরছে। আমি আজ গোপালের কাছেই শুই।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“এই জন্যেই আপনারা মায়ের জাতি, ধন্য আপনার সন্তান সেবা, ধন্য আপনার অন্ধ-নিবাস, যাদের পাশাপাশি থাকতে আপনার দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই।”—

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন—“কিছু না কিছু না বাবা—এ আমার গোপাল ধরা ফাঁদ!”*

* বহুদিনের কথা—বোধ করি ১৩৩৮।৩৯ হবে, আমার কোনো প্রীতিভাজন আমার কাছে বিশেষ অনুরোধসহ—গল্পের একটি plot চেয়ে পাঠান। তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে—“স্নেহের ফাঁদ” নাম দিয়ে,—গল্পের plot হিসাবে এই noteটুকু পাঠাই ও তাঁকে ইচ্ছামত পরিবর্দ্ধিত করে নিতে বলি।

সেকথা আমার আর মনে ছিল না।—পরে হঠাৎ একদিন ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা “ফাল্গুনী” বলে' পত্রিকা হাতে আসায় খুলে দেখি—প্রথমেই আমার সেই—“স্নেহের ফাঁদ” বলে' নোটটিকেই আমার লেখা গল্প বলেই প্রকাশ করা হয়েছে। ওটা আমার লেখা—ঠিকই, তবে গল্প নয়—গল্পের প্লটের নোট্ মাত্র। সম্ভবত সেটা তাঁরা জানতেন না।—যাই হোক, আমি এখন আর তা'তে হাত দিলুম না,—প্রকাশিত অবস্থাতেই গ্রহণ করলুম।—লেখক।

চাটুয্যে-সংবাদ

৬

আশা করি আমার প্রিয় পাঠকেরা—আমার চীনযাত্রার জাহাজী সঙ্গী চাটুয্যেকে বোধ হয় ভুলে যান নি। পূজনীয় কবিও যখন একদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনতে বা জানতে চেয়েছিলেন, তখন সে বস্তু যে ভোলবার নয় এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না। সুতরাং এখানে আবার তাঁর পরিচয় রিপিট্ ক'রে তাঁকে খাটো করতে চাই না এবং তা অনাবশ্যকও।

তিনি আমাদের সেই চাটুয্যে যাঁকে আমরা সুদূর সমরাভিযানে যাত্রার অকূল সমুদ্রে অবলম্বনরূপে পাই। সেই দিনের সেই চিন্তা, শঙ্কা ও বিচ্ছেদ-বেদনা-মথিত অবস্থায় তিনি যেন ভগবৎ-প্রেরিত সঞ্জীবনীর মত উপস্থিত হন্।

'লর্ড ক্লাইভ' নামক 'রয়েল্ মেরিণ্' ছিল আমাদের দুস্তর ভব-পারের বাহক। সেখানি ক্রমে 'নোয়াজ্-আর্কে' পরিণত। ভারতের ও ভারতের বাইরের বাছাই করা বিবিধ মূর্ত্তি তাতে যেন বীজ রক্ষার্থে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজব-ঘর বা মিউজিয়ম্ খোলবার মালও বলা চলে।

হেনকালে চাটুয্যের আবির্ভাব—সকলকে একাগ্র ক'রে দেয়। মস্তকে—বাঙালির বাড়ির পরিচয়-লিপির মত—ডুরে সাড়ির খানিকটা ছিন্নাংশ জড়ানো। গায়ে আদময়লা গোল আস্তিনের

আজানু জামা। বাম স্কন্ধে—পৃষ্ঠ ও বক্ষ চাপা, দুইটি পূর্ণগর্ভ চটের থলি; দক্ষিণ কক্ষে টিনের একটি দড়ির 'সেফ্‌গার্ড' জড়ানো পুরাতন তোরঙ্গ। পাদুকার পরিচয় অনাবশ্যক,—পৌছুতে পারলে সব কাজ ফেলে সর্ব্বাগ্রে চীনেমুচী খুঁজতে হবে!

ঠাকুর বলতেন—"কাজলের ঘরে যাতায়াত থাক্‌লে—বেদাগ কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। যতই সাবধান হও, দেহে একটু দাগ নিয়ে আসতেই হয়।" রংয়ের গাঢ়ত্বে আগন্তুক কিন্তু সে শঙ্কা হ'তে মুক্ত! বিপদ-সঙ্কুল সুদূর যাত্রায় সকলেই নিজেদের দলপুষ্টি চায়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সে আগ্রহ কারো জাগে নাই। অনেকেই অনেক অনুমান ক'রেছিলেন—সকলেরই ভাবটা ছিল—প্রত্যাখ্যানের দিকে। মজুমদার ভায়া বলেন—"বোধ হয় কালিমাখা কাবুলী—মেওয়া বেচতে বা খেলা দেখাতে যাবে।"

শেষ আমাদেরই ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। তিনি বাঙালী! অর্ডার পেয়ে, রেঙ্গুন থেকে 'ভায়া' (Via) ক্যাল্‌কাটা চীনে চলেছেন। সঙ্গে থলিভরা ফ্রেশ্‌-ফ্রুট; তার ডিটেল্‌ অনেকেরই স্মরণ থাকা সম্ভব—লঙ্কা হ'তে আধখানা কাঁটাল পর্য্যন্ত! শুনেছিলেন সমুদ্র সফরে সী-সিক্‌নেস্‌ এড়াবার উহাই ব্রহ্মাস্ত্র বা মহৌষধ। যে কারণেই হউক—না যেতে, না আসতে সী-সিক্‌নেস্‌ তাঁকে ছোঁয়নি—বা ছুঁতে পারেনি।

২

চীন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর—পনেরো-ষোলো বৎসর কেটে গিয়েছে। সেখানে কোনো স্থবিধাই হ'ল না—'রণে মলে নাকি স্বর্গ হয়', —আমরাও গেলুম, হত্যাকাণ্ডও থেমে গেল—স্বর্গপ্রাপ্তির পথও ঘুচে গেল! একটি মাত্র উপায় রইল—কাশী। সেই আশায় —অবসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই! অনভ্যস্ত—পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করাও বড় 'বোরিং'!

এমন সময় একটি বন্ধু জুটলেন—তিনি 'ভাদুড়ী মশাই'—জীবন্ত তিলভাণ্ডেশ্বর। তাঁর একখানি লিপিফটো বা জীবনী চাই।—ফিল্ম ফাঁদা গেল—বৎসর দুই সময় কাটাবার খোরাক জুটলো। তাই নিয়ে থাকি।

জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে, রেউড়িতলায় বাসা—দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন—কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক—বেশ একটি আনন্দ-বৈঠক নিত্যই বসে—সাময়িক-সাহিত্য-কথা চলে। তারা যেন নবযুগের বার্ত্তাবাহক—চোখে মুখে আনন্দ, উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্ত উৎসুক। ভাবতুম—এই তো যৌবন, একেই বলে যৌবন। এরাই তো জগতকে নূতন রূপ দিতে আসে—জগতের যৌবন রক্ষক

ভারী আনন্দ পেতুম। তাদের তর্ক ও সমালোচনাদি নূতন ধারা ধ'রে চল্‌তো—আমি উপভোগ করতুম। নব যুগের আগমন বার্ত্তার সাড়া পেতুম!

আমি বারাণ্ডায় বসে' পথের লোক-চলাচল দেখছি আর ভাদুড়ী মশায়ের কথা ভাবছি। সেটা ছিল মঙ্গলবার—দুর্গাবাড়ীতে দুর্গা-দর্শনে যাবার দিন। বহু রহিস্‌, মহাজন ও জনসাধারণ গিয়ে থাকেন—যাচ্ছেনও। কেহ-বা দর্শনান্তে ফিরছেন। ফিরতি জনতার মধ্যে একজনকে দেখে চম্‌কে উঠলুম। চাটুয্যে না! সে মূর্ত্তি—'লাখে না মিলে এক্‌'! নাকে, কপালে, গালে—সিন্দূর! স্থির নিশ্চয় না হ'লেও না ডেকে পারলুম না—"চাটুয্যে নাকি?"

চাটুয্যে থম্‌কে দাঁড়িয়ে—বারাণ্ডার দিকে চাইলে। ষোল বৎসর পরে চারি চক্ষুর মিলন! একমুখ হাসি—সেই গজদন্ত বিকাশ!—"বাঁড়ুয্যে মশাই নাকি?

"—দাঁড়াও, যাচ্ছি।"

পরিবার ছুটে এসেছিলেন—"কে—কে গা?" বললুম—"চট্‌ কোরে এক কেট্‌লি চায়ের জল চড়িয়ে দাও, আর চাকরটাকে আধসের গরম জিলিপি,—দেরী না হয়।"

"একজন না?"

"হ্যাঁ—হোল্‌কারের বড়কুমার—আমার চীনের চাটুয্যে।" বলতে বলতে নেবে গেলুম।

—“এসো, এসো ভায়া। অ্যাঃ—বেঁচে আছো? ভারী আনন্দ হচ্ছে।”

“আগে বলুন তো—হনুমানের বিষ আছে?”

চাটুয্যের প্রশ্নাদি ওইরূপই। তাই বললুম—“আগে খুবই ছিল রে ভাই, কিন্তু রাবণ বংশ ধ্বংস করতে—সবটুকু ঝ’রে গিয়েছে—এখন সব ঢোঁড়া হনুমান! এ প্রশ্ন কেন বলো দিকি?”

ম্লান মুখে কাতর কণ্ঠে বললে—“বড় বিপদ বাঁড়ুয্যে মশাই! এই দেখুন হাতে হনুমানে কামড়ে দিয়েছে।”

কি সর্ব্বনাশ! তখনও রক্ত ঝরছে। তাকে সাহস দিয়ে বললুম—“কিছু ভেব না ভাই, হত্যার পাপ থেকে মুক্ত রাখবার জন্যেই মহর্ষি গৌতম বলে’ গিয়েছেন—“গো ব্রাহ্মণ আর হনুমানের বিষ থাকবে না। এরা তিনই চিরদিন এক পর্য্যায়ভুক্ত থাকবে।” খবরদার, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারিয়ো না ভাই।”

তিন বৎসর চীনে অবস্থানকালে প্রায়ই চাটুয্যের একটা না একটা অদ্ভুত সন্দেহের, শোকের বা স্বপ্ন-সমাধানের বড় প্রব্লেম্ আমাকে মেটাতে হ’ত। আমার শাস্ত্রজ্ঞানে তার অসীম বিশ্বাস ছিল। তার ভয় ভাংলো। হাতটা ভাল কোরে ধুয়ে, ‘আয়োডিন্’ লাগিয়ে বেঁধে দিলুম। সাবান দিয়ে মুখ ধোবার পর পাকা রং বেরিয়ে এলো—বে-ভেজাল্ চাটুয্যেকে পেলুম। তারপর একথাল জিলিপি আর এক পট্ চা—অতল স্পর্শে চল্‌লো। খান সাতেক

পেটে পড়বার পর বললুম—"তিনি কোথা ?—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ হচ্ছে শাস্ত্র বাক্য—"

"সবই তো করেছিলুম মশাই," বলেই চাটুয্যে একদম বিমর্ষ—অভ্যাসবশে কেবল জিলিপি খাওয়া বন্ধ হয়নি। আমি ভীত হয়ে বললুম—"কেনো, কি হোলো—ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছ নাকি ?"—তার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

"সবটা নয়—আধখানা গিয়েছে মশাই"—

"বলো কি ? সে কি রকম ! তিনি কোথায় ?"

"বেশ হয়েছে মশাই—ভালই হয়েছে। যেমন তীর্থ-তীর্থ ক'রে মরছিলেন—"

"ব্যাপারটা খুলে বলো ভাই।"

"আর মশাই—শাস্ত্র মানতে তো কসুর করি না—পঞ্জিকা না দেখে শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত যাই না। পঞ্জিকা বলেন—আপনারাও 'ডিটো' দেন—ত্রয়োদশীর মত যাত্রার ভালো দিন আর নেই—সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি। শ্রীরামপুর, গুপ্ত প্রেস্, বাগচি—সবারই এক রা। পরিবার পা বাড়িয়েই ছিলেন, ত্রয়োদশীতেই বেরিয়ে পড়া গেল—সোজা একেবারে বৃন্দাবন। সাঁটেই বলি—যমুনা স্নানান্তে গোবিন্দজী দর্শনে যাবো। যমুনাকে নিবেদন করবার তরে এক-ছড়া পাকা কলা কোঁচায় বেঁধে ছিলুম। কিন্তু জল কোথায়, থাকলেও তাতে নাবে কার সাদ্দি—কচ্ছপের মোচ্ছপ লেগে আছে। সন্তর্পণে জলস্পর্শ করছি, একটানে কোমর থেকে কাপড়খানা

খসিয়ে নিয়ে একটা বাঁদর ছুটে পালালো, থপ্ কোরে বসে পড়লুম। ভাগ্যে গামছাখানা ছিল—তাই কোনো প্রকারে গোবিন্দজী দর্শন সেরে বাসায় ফিরি। পাণ্ডাজী বললেন—'আপ্ বড়া ভাগ্‌বান্ হায়, লালাজী (শ্রীকৃষ্ণ) লীলা কিয়া।' ভাবতে লাগলুম—আচার্য্য শঙ্করের নিশ্চয়ই এই দশা ঘটেছিল—তাই বারবার—কৌপীন বন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—ব'লে গিয়েছেন!—"

"তিন দিনে হাড়ির হাল্ কোরে ছাড়লে—কাপড় গেলো, চটি গেলো, তুদিন রুটিও গেলো। পরিবারকে পাণ্ডার জিম্মে কোরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। তীর্থ নয়—বাঁদরের একটি বিশিষ্ট আড্ডা, মুহূর্ত্তের শান্তি নেই মশাই। ডাঙ্গায় বাঁদর, জলে কচ্ছপ! হ্যাঁ—মিথ্যে কথা বলব না—বৃন্দাবনের সেরা চিজ বটে—রাবড়ি!—

—"তারপর প্রয়াগে পলায়ন। সেখানে রামের পল্টনের নম্বর কিছু কম। মুণ্ডনের মাহাত্ম্যই ধর্ম্মের সেরা। রক্তারক্তি চল্‌ছে! কেশের কন্‌ট্রাক্টার কড়া পাহারা দিচ্ছেন—এক কাঁচ্চা চুল না কেউ সরায়!—আমি সঙ্গমে স্নান করতে সরে পড়লুম।

"ফিরে এসে তাঁকে খুঁজছি, একটি স্ত্রীলোক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাজির। বললুম—"এখন কিছু হবে না, আগে আমাদের কাজ সারা হোক্,—পয়সাকড়ি সব তাঁর কাছে।"—স্ত্রীলোকটি ঝঙ্কার দিয়ে বলে' উঠলো—তুমি কি মরেছ', চিনতে পারছ না!—আমি গো।—"

—"সর্ব্বনাশ—কে চিনবে মশাই—যমকেও ফাঁকি দেওয়া যায়!

হুলিয়া হারমানে !—আপনাকে বলি—ভাগ্যে এক চোখ ট্যারা ছিল, না হ'লে আমার বাবারও চেনবার সাদ্দি ছিল না ; তায় শুনেছি—তীর্থস্থান প্রবঞ্চকের প্রফিট্ হাউস্ !—আমার কান্না পেলে।—'এইস্ত্রী' মানুষ হ'য়ে' এ তুমি করলে কি—আমি না ম'লে তুমি দেশে ফিরবে কোন্ মুখে ?—

"ঘাটে মড়াকান্না পড়ে গেল,—মাঝে মাঝে ঝঙ্কার—তুমি ছিলে কোথায়, তুমি তো মরেই ছিলে। তুমি থাকলে (পাণ্ডাকে দেখিয়ে) এ পোড়ারমুখো মিন্সে, শ্লোক আউড়ে, ভজন সাধন দিয়ে—"মায়ি অসংখ্ পুন্ হোবে—অহল্লিয়া মায়ি ভি"—আরো কত কি বললে।"

"পাণ্ডার দিকে চাইতে সে উত্তেজিত ভাবে বললে—"বাবু, তীরথ্ মে ঝুট্‌মুঠ্ গোলমাল্ না কিজিয়ে, হাম্‌লোগ্ গণক্ নেহি, হাত গিণনে নেহি জানতে। আপলোগকা বিধ্‌বা সধ্‌বা কোন্ পয়চানে ? সবকোই কিনারাদার সাড়ী আউর গলেমে হাতমে জেবর রাখতে, কেশমে কুণ্ডলিনী (কুন্তলীন) লাগাতে। প্রয়াগজীমে মুণ্ডন্ প্রধান কর্ত্তব্য হ্যায়—উন্‌কা ভালেকে ওয়াস্তেই করায়া গিয়া। আওর পাঁচ্‌কো পুছিয়ে—বোলে—হাঁক্ দেওয়ায়, যে পাঁচ্ পল্টনীমূর্ত্তি এলো আর রুক্ষ স্বরে বললে—"ক্যা,—ক্যা ঝুট্‌মুঠ্ 'বল্‌বা' হায়। যো হুয়া, সো ভালাকে ওয়াস্তে হুয়া ;—আব্ দচ্ছিনাকে দো রূপেয়া রাখকে, যাঁহা যানা হায় চুপ্‌চাপ্ চলে যাইয়ে—ইত্যাদি।—

"তাদের মারমূর্ত্তি দেখে—তা ভিন্ন উপায় ছিল না। এদের

চেয়ে বাঁদর ভালো ছিল মশাই। খাওয়া দাওয়া শিরস্থ হয়েছিল—প্রথম ট্রেনেই কাশী! তাঁর এক পিসি কাশীবাস করেন—সোনারপুরায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে—মুখে পেটে কিছু দিয়ে বাঁচি!—

"তিনি এখন বাসায় বদ্ধ—অসুখ অস্বস্তির সীমা নেই! আমি তাঁর পানে চাইতে পারি না, চাইলেও চিনতে পারি না! পিসি পণ্ডিতদের-বাড়ী কাটান্‌ছিড়েনের জন্যে ছুটোছুটি করছেন—কারো সুখ নেই।—

"আবার গ্রামে তা-বড় তা-বড় মহামহোপাধ্যায়রা আছেন। তাঁদের কাছে উদ্ধারের ছাড়পত্র এ জন্মে মিল্‌বে না। সুতরাং তাঁকে এখন তিন-চার মাস এখানে থেকে, অন্তত 'বব্‌ড্‌-হেয়ার' বানিয়ে যেতে হবে।—

—"আমি বাইরে বাইরে পাগলের মত ঘুরছি। তার ওপর এই বাঁদুরে কামড়! আপনাদের ত্রয়োদশীকে শতকোটী নমস্কার মশাই! সস্ত্রীক তীর্থে আসার মত মুক্ষুমি আর নেই—এর চেয়ে সোঁদর বনে গেলে ঢুকে যেতো! প্রয়াগকে আপনারা তীর্থরাজ বলেন—সব ঝুট্‌বাৎ মশাই—আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম—পাণ্ডারাজ বা গুণ্ডারাজ।"

এই অদ্ভুত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি সত্যই সম্বিৎহারা, স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক মেরে গিয়েছিলুম। বলবার কিছু পাচ্ছিলুম না—ফাঁকও নয়। চাটুয্যে তখন পাপড়ি ভাংচে।—আস্তো আর চলছে না।

বললে—"আপনাকে পেয়ে আমি আর ভাবছি না। চীনে তিন বছর আপনি আমার ভয়ত্রাতা ছিলেন, মানুষ—বানিয়ে দিয়েছেন—মহা মহা বিপদে রক্ষা পেয়েছি—এইবার বাঁচান—যা করবার হয়—করুন। দু-তিন দিনের বেশী তো আমার থাকা চলবে না,—ওঁর একটা ব্যবস্থা, পাঁচ মেয়ের বিবাহ, জ্যাঠতুতো ভায়ের সাত বিঘে লাখরাজের দখল লওয়া, সবই করতে হবে। তা ছাড়া চীনের চোদ্দো হাজার—প্রসিদ্ধ সলিসিটার-প্লাণ্ডারার ব্রাদার্সের পাল্লায় পড়ে রয়েছে! উঃ—আজই স্টার্ট করলে ভাল হয়; ত্রয়োদশী নয় তো!..."

বললুম—"কি সব পাগলের মত বকচো, এতো তাড়া কিসের? এখনো তো তোমার ছুটি রয়েছে। যা বললে, ওসব তো দু-চার দিনের কাজও নয়..."

"আজ্ঞে, ব্যাপারটি যে খাঁটি শাস্ত্রীয়, ক্যাপ্টেন্ বার্ক্লে ছুটি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কর্ণেল্ শমনের তো দিনক্ষণ নেই! কন্ট্রাক্টরের কড়া কটাক্ষে যে নাপতে বেটা ভুলেও একগাছি চুল্ রাখে নি। ভগবানেরও ভুল হয় মশাই—টাকের মাঝে মাঝেও দু-এক গাছা থেকে যায়, এ বেটা একদম্ মাইক্রস্‌কোপিক্ চাঁচন্ দিয়েছে যে!—সিঁদুর পরবার পথও রাখে নি,—আমি আর ক'দিন!"

"ওঃ তুমি বুঝি ওই ভণ্ডদের ভুয়ো কথাটা নিয়ে এখনো ভাবচো! আমার তো কোনো শাস্ত্র জানতে বাকি নেই—ও কথা কোথাও পাবে না। সামুদ্রিকের চেয়ে সেরা শাস্ত্র তো আর নেই!—চীনে

যাকে যা বলেছি কোনটা নিষ্ফল হয়েছে কি?—দাও, ডান্ হাতটা দাও দেখি। নিরেট্দের কথায় মিছে ভেবে মরচো!"

"সত্যিই তো—বিপদে পড়ে সে কথা ভুলে গেছি মশাই।" বলে, হাত বাড়িয়ে দিলে। নিবিষ্ট ভাবে দু'পিঠ নেড়ে চেড়ে পনেরো মিনিট নিষ্পলক নিরীক্ষণান্তে—রংয়ের কল্যাণে পেলুম—নিবিড় অন্ধকার এবং দু'পিঠই সমান! বেশ গম্ভীরভাবে বললুম—"যাও, মিছে দুর্ভাবনা নিয়ে থেক না—সবাইকে জ্বালিও না। এই দেখছ না—তর্জ্জনির নিম্নে বৃহস্পতির ক্ষেত্র হতে—আয়ুরেখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিক্রমান্তে নেবে প্রাণনাড়ী স্পর্শ করেছে—এ ভারি বিরল—দেখা যায় না—ভেরী "রেয়ার"। একমাত্র ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ছিল। তোমাকে মারে কে! তিরানব্বয়ের পূর্ব্বে যমেরও সাধ্য নেই। পাঁচ-সাতদিন পরে দেশে গেলেও চলবে। গিয়ে বোলো—"কয়দিন তাঁর জ্বর হয়েছে, ছাড়ছে না—পেটটাও নরম। ডাক্তারেরা 'টাইফয়েড্' বলে সন্দেহ করছেন। তার সব ব্যবস্থাদি কোরে, তাঁকে তাঁর পিসির কাছে রেখে এলুম। থাকতে পারলুম না।—চাকরি যে টাইফয়েডের চেয়েও টেরিবল্ অসুখ!—বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেন তো তিন মাস পরে তাঁকে আনবো"।—টাইফয়েডে অনেককেই নেড়া হ'তে হয়। তিন মাসে লোকের সামনে বেরবার মত চুলও গজিয়ে যাবে।"

"আঃ—বাঁচালেন বাঁড়ুয্যে মশাই—এরূপ অকাট্য কথা—আর কার কাছে পেতুম,—জয় বিশ্বনাথ!—"

চায়ের পট্ নিঃশেষ করলেন। এতক্ষণে মেঘ ফুঁড়ে হাসি ফুট্‌লো।—"আমাকে তো চিন্তামুক্ত করলেন, এখন তাঁর ভাবনাই ভাবছি মশাই—বাঙালীটোলার সেই স্যাঁৎসেতে সোনারথনির মধ্যে তিন-চার মাস বন্দীর মত কাটাবে কি কোরে?—সত্যিকার টাইফয়েড্ যে টেনে আনবে…"

"তার উপায়ও ভেবেছি ভাই—"

"আপনি ছাড়া আমার ভাবনা আর কে ভাববে…ভাবতো বটে এক সম্বন্ধী—সে ওই চোদ্দো হাজার পাচার করবার চেষ্টায়। এখন পরলোকে গিয়ে পস্তাচ্ছে"…

"যাক্ ও কথা।—এখানে 'বান্ধব সমিতি' বোলে বেশ জমকালো থিয়েটার পার্টি আছে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই সেদিন 'উর্ব্বশী'র জন্যে তাঁরা ফার্ষ্ট ক্লাস্ পরচুলো আনিয়েছেন। বন্ধুত্ব আর মূল্য—দুয়ে মিশিয়ে তা পাওয়া যাবে।—পরলে কারো সাধ্য নেই যে পরচুলো বলে বোঝে। তাই পোরে সারাদিন বেড়ান্ না, কেবল শোবার সময় খুলে রাখা চাই, আর স্নানের সময়। ইচ্ছা হয় রাত্রে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে' আসতে পারেন—তখন আর কে কার নেড়া মাথা দেখতে যাচ্ছে, আর তাঁকে চেনেই বা ক'জন!"

চাটুয্যে একদম চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো।—"ভগবান আপনাকে কি মাথাই দিয়েছিলেন—আমাদের কেবল মুণ্ডু বয়ে' বেড়ানো! আমিও তো থিয়েটারে পার্ট নিয়েছি তিন-তিন্‌বার—অশ্বমেধের ঘোড়া সেজেছি, কই আমার মাথায় তো ও কথা আসে নি।—বস্—মাস্

দিয়া, আর ভাবি না মশাই। উঃ—এমন সহজ উপায় রয়েছে—আর আমি কি-না···তবে দু-তিন দিনের বেশী থাকা চলবে না মশাই, তা হ'লে আর ট্রেন্‌ভাড়া থাকবে না।—

"কেনো ?"

"মশাই সতেরোখানা সন্দেশের দোকান, সবই সেরা পাক্। দিন—দেড় টাকা কোরে খস্‌ছে ! তীর্থস্থান বটে ! আবার চম্‌চম্ বোলে কি চিজই বানিয়েছে ! সে দিন চাখ্‌তে-চাখ্‌তে বার-আনা খসে গেলো !—আর নয় মশাই···"

বললুম—"রাত্রে আজ এইখানেই একসঙ্গে আহার।" একগাল হেসে বললে—"আমি নিজেই বলতুম বাঁড়ুয্যেমশাই, একটু ইতস্তত ছিল—কাশীবাস করেছেন, রুটিন্ না ফ্যাকাসে মেরে থাকে ! ত্রয়োদশীতে যাত্রা কোরে এক প্রকার উপোসই চলছে, পুরি আর হালুয়া মেরে জিভ্ অসাড় আর মুখ ঘৃতপক্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সিগারেটে শেষটান মারতে সাহস হয় না মশাই, আধখানা থাকতে ফেলেদি—মুখাগ্নি না হয়ে যায় !"

"ভয় নেই ভাই, কাশী ভোগের স্থান—ত্যাগের বালাই বড় দেখতে পাই না। চল না একসঙ্গেই বাজারে যাওয়া যাক্।"

পথে—একটু নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"মটন্ মেলে না ?"

"এসো না, সব মেলে—যেবা ইচ্ছা হয়।"

"ওঃ—তাই এত ভিড় আর বড় বড় বিল্ডিং। বড় বড় সব টাকার-মুটে সকাল থেকে মাছ-মাংসের বাজার ঘুঁটে বেড়াচ্ছেন—

সেরা মাল না উঠে যায় ! মণিকর্ণিকা মনে পড়তে দেয় না—বেশ আছেন !—আর তিনটে বছর কাটাতে পারলেই আসছি মশাই—”

তার পছন্দ মতই বাজার করা গেল। প্রায় দুসেরের ওপর এক পিস্ মটন্ লওয়া হ’ল। বর্ণনা বাহুল্যে আর কাজ নেই।

তার পর তার অন্যান্য ব্যবস্থাদি শেষ কোরে চতুর্থ দিনে তাকে রওনা ক’রে দিলুম। চোখ্ ছল্ ছল্ করছিল, বারবার বললে—“আপনি দেখ্‌বেন,” আর মধ্যে মধ্যে “আজ ত্রয়োদশী নয় তো বাঁড়ুয্যে মশাই ?”

“না হে না, কোনো দুর্ভাবনা রেখ না।”

ট্রেন্ ছাড়লো। মুখ বাড়িয়ে—“আসল কথা বলতে ভুলেছি মশাই—কি চিজ্‌ই দিয়েছেন—তাঁর মুখে হাসি দেখে যেতে পারলুম ! পরচুলো কি ফিট্‌ই করেছে মশাই···”

আর শোনা গেল না।

দুর্গা—দুর্গা।

কালাচাঁদের চতুর্বর্গ

আমাদের স্বনামধন্য কালাচাঁদ খুড়োকে সকলেই খুঁজতো,—কি বৈঠকে কি বিপদে। তাঁকে না পেলে মজলিস্ জমতোনা, বিপদ উদ্ধারও হ'ত না। তিনি ছিলেন যেমন সরসভাষী, তেমনি সরল।

বাপমায়ে ভুল করেন না। তাঁরা ছেলের নামকরণ করেছিলেন—কালাচাঁদ। কারণ ছিল। ছেলে ঠিক ভূমিষ্ঠ হয় নি—oil clothস্থ হয়েছিলেন। মা শেষ অনেক হাত্ড়ে ছেলেকে পান।

সেদিন ভোর বেলা থেকে একটা দুশ্চিন্তা খুড়োকে পেয়ে বসায়, তিনি বড়ই বিমর্ষ হয়ে' ঘর-বার করছিলেন।—"তাইতো, দেখতে দেখতে পঞ্চাশ পার হ'য়ে পড়লুম, কই কোনো মিঞা তো একটুও বাধা দেননি। এ যে অভাবনীয় উদারতা! যত বাধা কেবল মাইনে বাড়াবার বেলা! যাক্...

তিনি পঞ্চাশের লাভালাভটা খতাবার জন্যে তামাক সাজতে বসলেন।—"ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম্মের দিকেও তো এগুনো উচিত ছিল! বাঃ ছেলেরা তো বেশ কথাটি বার করেছে—"প্রগতি"! বেঁচে থাকুক, মানে না বুঝে দুর্গতিই বাড়িয়ে বসেছি। এবার আর হোলোনা—সুযোগ খোয়ানো গিয়েছে। আস্‌ছে বারে better luck, মেয়ে হোলে, (তা ছাড়া আর হবেই বা কি) in anticipation and in advance "প্রগতি" নামই রাখা রইলো; মধ্যবিত্তের দুর্গতির সঙ্গে অমন মিল আর তো নেই!

তামাক সাজতে বসে' খুড়োর আজ কেবলি ভুল হয়ে যাচ্ছে, কোন্‌টা টিকে, কোন্‌টা তামাক, কোন্‌টা হুঁকো সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে! টিকে ভেবে আঙুলটা ধরিয়েছিলেন আর কি! চট্‌কা ভাংতে দেখলেন—ভুল হয়নি, নিজের হাত, টিকে, তামাক, হুঁকো,—অভেদে সব একাকার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। খুড়ো সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—"চতুর্বর্গ আর কা'কে বলে,—unity in diversity! এইতো বিশ্বরহস্যের সেরা ধর্ম্ম,—তা যখন হাতে হাতে পেলুম চিন্তা আবার কিসের! দেখছি এতদিন আমার অজ্ঞাতেই ধর্ম্মফল গজাচ্ছিলেন,—আজ প্রত্যক্ষ হলেন।—

"—এখন পীলেটা সারলেই বেরিয়ে পড়ি। পঞ্চাশ উর্দ্ধে সেই-টাই তো বিধি? অবশ্য চাকরি শাস্ত্রে—"পঞ্চান্ন" কয়,—মনিবের দেশের জল-হাওয়াটা dashing কিনা—অসুর-প্রসূ! 'অথর্ব্ব বেদের' মতে আবার একটা কান্নাকাটি' শাস্ত্রও আছে—তার বিধান ষাটেও ধাওয়া করে।—মরুকগে; নিজের শাস্ত্রমতে ধর্ম্ম-রক্ষা করাই ভালো।—"একটা "কিন্তু" এসে জন্তু বানিয়ে দিয়েছে—পীলেটা আবার সঙ্গ নিয়েছে। সতী-সাধ্বীর মত জড়িয়ে আছে,—সহমরণে যাবে ন্যাকি! এক ভরসা—সে-প্রথাটা উঠে গিয়েছে।—ভাগ্যে Family না থাকলেও—ডাক্তার সুসেন গুপ্ত আমার family physician হয়ে আছেন, সঙ্গ ছাড়েন নি। আশ্চর্য্য—এখানেও unity in diversity! এসব এতদিন লক্ষ্যই করিনি,—ধর্ম্ম বরাবরই সঙ্গ নিয়েছেন দেখছি!"

তামাকটা ধরতেই দেখতে পেলেন—ডাক্তার সুসেন আসছেন। কি আশ্চর্য্য রহস্য! আজ সর্ব্বত্রই পাচ্ছি uuity in diversity, গন্ধ ছাড়লে কবন্ধকেও টানে! ধর্ম্ম নিশ্চয়ই কাছিয়েছেন। আর অবহেলা করা নয়।

—"এসো ডাক্তার, বড় সময়েই এসেছ ভাই—এই তোমাকেই খুঁজছিলুম।"

ডাঃ। কেনো, আবার কি হোলো?

কাঃ। সেই প্রাচীন পীলেটা যে—পুলিস লাগিয়েও পালাচ্ছে না ভাই—

ডাঃ। পুলিস কোথায়?

কাঃ। আহা—রোগের পুলিস তো তোমরাই গো। এখন পেটের অবস্থা যা—'সাধ' দিতে হবে নাকি?

ডাক্তার হো হো কোরে হেসে বললেন—"ভয় নেই, ভয় নেই। সারবার আগে এই রকমই হয়"—

কাঃ। কাকে সারবার আগে হে!

ডাক্তার আবার হাসলেন, বললেন—"দাও হুঁকোটা দাও। ওতে তোমার ক্ষতি কি হ'চ্ছে?"

কাঃ। ওরে ভাই, দরকার হয়েছে বলেই এতো তাড়া। তা নয় তো—এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে কোন মুখ্‌খু এমন ভুল করে! —ভরা-পেট সারাতে—খালি করতে চায়!—

—"কিন্তু আমার ভাই একটু ঘোরবার কাজ এসে পড়েছে,—

ও-মোট্ নিয়ে তা পারব না।—কিছুতে বল পাচ্ছি না, একটু চাঙ্গা কোরো দাও ডাক্তার, যাতে ছুটে বেড়াতে পারি—রক্ত-চাঞ্চল্য আসে, কাজে উত্তেজনা বাড়ে, মন—'কি করি কি করি' করে। শুয়ে বোসে যে জড়্ মেরে যাচ্ছি। তোমাদের শাস্ত্রে এমন কিছু কি নেই ?"

ডাক্তার মাথা চুলকে বললেন—"আছে বই কি—বহুৎ। থাকবে না কেনো, তারাই তো জ্যান্ত জিনিষ—লক্ষ্মী, "Bayer"-এর চেয়েও পেয়ারের বস্তু। তবে তুমি বন্ধু মানুষ"—

কাঃ। তাই ভোগাচ্ছ বুঝি ?

ডাঃ। আরে না না,—ওটা সারলে, আর একটা কিছু চেগে উঠে না কষ্ট দেয়,—তাই দিচ্ছি না—

কাঃ। তাই নাকি! বেশ যুক্তি তো! তা হোক,—আমি আর দিন খোয়াব না—

ডাঃ। বেশ।—আমাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, তুমি বন্ধু—তাই—

কাঃ। তাই জিরিয়ে রেখেছ ? শ্মশানে তিষ্ঠতির লোভটাও—

ডাঃ। না হে না। তবে স্বার্থও একটু ছিল,—এই বোশেখে কন্যা 'অঞ্জনার' বিয়ে কিনা, সেই সময় ওষুধটা ছাড়তুম। যাক্ তোমার যখন এত তাড়া—কাল্ই ওষুধ পাবে, চাঞ্চল্যও আসবে, ছুটোছুটিও চলবে।

ডাক্তার চলে গেলেন।

কাঙ্গাচাঁদ অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলেন—"সুসেনের কথা

বুঝলুম না—মেয়ের বিয়েতে পীলের দরকার হয় নাকি! যাক্—ওরা হাতে রেখে চিকিৎসা করে দেখছি। ওষুধ থাকতে টিপে ছাড়ে,—রয়েছে তবুও দেবেনা”—

সকাল হতেই ডাক্তারের লোক এসে, কালাচাঁদের হাতে এক তাড়া কাগজ দিলে। তিনি বললেন—“ওষুধ কই?”

“আজ্ঞে উরির মধ্যেই আছে” বোলে, সে চলে গেল।

কালাচাঁদ ভাবলেন—“লিখে দিয়ে থাকবে। খুলে দেখা যাক্।” দেখলেন, বিলের একটি বিরাট তাড়া।—মোট পাওনা একশ তেষট্টি টাকা চোদ্দ আনা!

দেখে—খুড়োর মাথাটা ঘুরে গেলো, পীলেটা চোমকে চিতল্ মাছের মত চেত্তা মারলে! তিনি বিল হাতে কোরে চণ্ডীমণ্ডপে দ্রুত পায়চারী আরম্ভ করলেন। রক্ত-চাঞ্চল্য স্থির হ'তে দিচ্ছে না!

খুড়ো ভাবতে ভাবতে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। একেবারে রথ-তলায় মহেশ সামন্তর বাড়ী হাজির।—সামন্ত বাড়ী নেই!

—“ইস্ ডাক্তারের কি ত্যাগ-স্বীকার! কি বন্ধু-প্রীতি…এতটা টাকা পাবেন—একবার ইসারাতেও জান্‌তে দেন নি,—তাগাদা তো দূরের কথা। মধ্যবিত্তেরা সেধে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পায়না—ভয় করে,—পাছে না পাগল হতে হয়। কোথাও কোথাও বিলম্বে ছয়টা নয়েও দাঁড়িয়ে যায়,—অধমর্ণ নাচার! নাঃ সুসেন সে লোক্ নয়। আহা মেয়ের বিয়েও সামনে! যাক্ বন্ধু বটে। এখন

উপায় ? কার কাছেই বা এত টাকা মিলতে পারে। ভদ্রলোকে তো টাকা রাখেন না,—up to date পোষাক-পরিচ্ছদ রাখেন, পত্নীর "ঝরণা-সাড়ী" রাখেন,—সেখানে ধরণা দেওয়া বৃথা। তাঁদের লক্ষ্মী—'উঠ্‌নো' আর 'Hand Note',—ময়শা বটে পয়সা রাখে,—সে আবার বাড়ী নেই! তাইতো,—তাইতো,—হ্যাঁ হয়েছে,—জয় মা দুর্গা।

—"মাঝ-গাঁয়ের সাধুচরণ মাইতি—টাকার কুমীর, লেন-দেন করে শুনেছি। শুনেছিই বা কেনো—দেখেছি। বাড়িতে গামছা পরে থাকে,—কুবেরও নাকি পরতেন! এখন অনেকেরই সুমতি হয়েছে—gentlemen-এও পরছেন,—rose is rose—গামছা না বোলে 'লুঙ্গি' বলেন,—খাটো করতে কতক্ষণ!—

"সাধুচরণকে দেখেছি—শেষা-হাটে পয়সায় বারোটা বাচ্‌-পড়া মূলো কেনে। বলে—'মুড়ি দিয়ে তোফা লাগে খুড়ো। শীতকালটা বাড়িতে আর রাঁধবার কষ্ট দিই না—ওরাও তো মানুষ! এই এক পয়সার মূলো আর বাড়ির মুড়ি,—কে কতো খাবে খাক্‌না—ভেজালের ভয় নেই। দিব্যি আকার-আঁচে আগুন পোয়ায় আর মুড়ি ভাজে। শীতের বালাই নেই—না ব্লাউস্ না কার্ফ্‌! কি সুখ বলুন দিকি—কারুর মুখ চাইতে হয় না।—মেয়েটার একটা গ্রামোফোন চাই,—না হ'লে তার দিন কাটে না! বলি,—তোর কি কান্ নেই,—বাড়িতে অমন 'বাগাফোন্' নিয়ে জীবন কাটালুম, আর তোর দিন কাটেনা! শোনবার জিনিষ কি কিনতে হয়,

আনাচে-কানাচে দিনরাত তার কান্নাকাটি তো লেগেই রয়েছে,—শোন্‌না কতো শুনবি! পাশেই তো ঘোষেদের বাড়ী, নিত্য সন্ধ্যেবেলায় মোষবলির চীৎকার! জেলার লোক জ্বালাতন, আর তোর কানে পৌঁছয় না! লোকে বধির ভাবলে যে এরপর আমাকে খেসারৎ দিতে অধীর হতে হবে। ও কথা আর মুখে আনিসনি মা!'

—"যাক্‌,—এই সব লক্ষ্মীমন্ত লোক আছে বলেই দেশে এখনও দু'পয়সা আছে,—যাদের ধ'রে ভদ্রলোকেরা কন্যাদায় মুক্ত হয়,—অবশ্য ভিটের বদলে!"

সাধুচরণকে মনে পড়ায় খুড়ো যেন স্বর্গ হাতে পেলেন—"দুর্গা" বোলে দ্রুত পা চালালেন।

অপূর্ব্ব বাবু Board-এর Vice, টেনিস্ ফিল্ডে Tea table-এর সামনে চেয়ারে বোসে Orange পিকো উপভোগ করছিলেন। বোর্ডের বেয়ারা ফুলের তোড়া দিয়ে গেল।

রমেশ টাকার তাগাদায় এসেছিল।

অপূর্ব্ব বাবু বলছিলেন—"নাও চা খাওতো, ও আর ক'টা টাকা হে, সাতশো চুরাশি টাকা বইতো নয়,—বাজেটে তার বহুৎ রাস্তা রেখেছি।"

রমেশ। না, আর ফেরাবেননা, ফেলে রাখতে পারবনা। মাথার ওপর এতো ঋণ থাকতে, কি বোলে অতো দামী মোটর নিতে গেলেন? ওর অর্দ্ধেক দামে সিভল্‌রেট নিলেই হোতো!

অপূর্ব্ব। (সহাস্যে) তুমি বোঝোনা রমেশ, respectability

and prestige বজায় রাখতে হয় হে! সেটা আগে—ওটা ভদ্রলোকের ভাইটালিটির থার্মমিটার—

রমেশ। টাকা না থাকলেও?

অপূর্ব্ব। Certainly,—চোদ্দ আনা ভদ্রলোককে এই করতে হয়—ভদ্র হওয়া সহজ নয় রমেশ—craft থাকা চাই……

রমেশ। তবে আমি উঠ্‌লুম। ওই কথাই কোর্টকে বলবেন।

অপূর্ব্ব। বোসো বোসো, আর তিনটে মাস্ ভাই—

খুড়োকে দ্রুত যেতে দেখে,—"ছুটে চলেছ যে খুড়ো, ব্যাপার কি? এসো এসো, তামাকটা খাসা ধরেছে। খাস্ লক্ষ্ণৌয়ের খুসবু intact…

খুড়োর আজ গতিভঙ্গ হলনা। "আসছি" বলেই পা চালালেন।

অপূর্ব্ব বাবু অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন—

রমেশ বললে—"নিশ্চয়ই কারুর বাড়ী বিপদ আছে—কিম্বা কাঁধ দিতে হবে। তা' নয় তো খুড়ো কখনো সাজা তামাকের অমর্য্যাদা করেন না। ঐ একটি খাঁটি লোক দেখতে পাই,—অন্যের জন্যেই মলেন—

অপূর্ব্ব। কেবল তাই নয়,—ছোটো-বড়, জাত-অজাত, নির্ব্বিচারে,—বিপদ শুনলে "না" বলা' নেই। কি কলেরা, কি বসন্ত খুড়োর কাছে দ্বিধা নেই। কিন্তু অতটা আবার…

বাড়ী-বন্ধকের প্রস্তাব শুনে সাধুচরণ খুড়োকে আর কথাটি কইতে দিলেনা, বললে,—"দেবতা, আপনার ঋণ সাত জন্মেও সুধতে কেউ পারবেনা। আঁধার রাতের দুর্য্যোগে, সেই ঝড় জল বজ্রাঘাতের মধ্যে,—যখন শ্যাল কুকুর বেরয়না, আপনি একা,—এক হাতে লাণ্ঠান, আর এক কাঁধে আমার ছিরুকে (সাধুচরণ ঢোক গিললে,—চোখ মুছলে)···

কাঃ। ওসব গত কথা আবার তোলো কেন সাধুচরণ— ভুলে যাও—

সাঃ। বলেন কি! আমি বাপ, আমি লাণ্ঠানটা নিয়েও সঙ্গে যেতে পারিনি! সে আপশোষ মলেও আমার যাবে না;— কিন্তু রাত্রে যে দেখতে পাই না, একথা কে বিশ্বাস করবে দাদা ঠাকুর! সে দিনের কথা কি জন্মে ভুলতে পারি—

কাঃ। থাক্ সাধুচরণ। এখন আমার এই উপকারটুকু কোরে দাও—আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাবার সঙ্কল্প করেছি ভাই। ব্রাহ্মণের ছেলে কিছুই করা হয় নি—

সাঃ। বন্ধক বলছেন?

কাঃ। হাঁ ভাই—

সাঃ। এমন কাজটি করবেন না। কবে আছি কবে নেই, ছেলেদের মতিগতি তো জানেন। পরে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ কষবে, আমি তো আর দেখতে আসব না, শেষ ভিটেটি খোয়াবেন। আমাকে আর নরকে ডোবাবেন না। তার চেয়ে, যা দরকার নিয়ে,

ওটা আমার নামে বিক্রিনামা লিখে দিন ; ও আপনারই থাকবে। বাবা আমার 'সাধুচরণ' নাম মিছে রাখেন নি। আমার এক কথা চিরদিনই, যা বলেছি, এখন তিনশো টাকা নিয়ে যান, বেশী টাকা থাকলে রাস্তায় বহু বিপদ আছে। এরপর যখন যেমন দরকার হবে দয়া কোরে জানাবেন। এতো পরের সঙ্গে কারবার নয়। হ্যাঁ ঠিকানাটি স্পষ্ট কোরে লিখতে ভুলবেন না।—ওরে অট্‌লা বাক্সটা নিয়ে আয়—

কাঃ। তবে হোলোনা সাধুচরণ, আমি চললুম। বলেছি তো —ও ভিটে এক গরীবকে দেব বলে বাক্যদত্ত আছি···

সাঃ। (সহাস্যে) 'বাক্যদত্ত' কথার কোনো অর্থ আছে নাকি? বরং অক্রুর দত্তের, নিমচাঁদ দত্তের, কুড়েরাম দত্তের, মধুসূদন দত্তের মানে হয়। যাক্—লিপি-দত্ত, রেজেষ্ট্রী-দত্ত করা হয়েছে কি? ঐ 'বাগ্‌দত্ত' কথাটা বিবাহ ক্ষেত্রে আগে চোলতো শুনেছি, এখন সেটা বিষ-দাঁত-ভাঙা কথা—অচল,—বিশ টাকা কম-বেশীতে মানে বেগ্‌ড়ায়? ওসব ভুলে যান—ভুলে যান।"

কালাচাঁদ খুড়ো রাজি নয় বুঝে, অটল বাপকে চোখ টিপলে —অর্থাৎ "বাঁধা রাখা" মানেই—"ঘরে বাঁধা।"

পরে—'কোর্টে' গিয়ে মুসুবিধে, লেখাপড়া, রেজিষ্ট্রী শেষ করতে বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেল। সাধুচরণ তিনশো টাকা দিয়ে সাড়ে চার হাজার টাকার সম্পত্তি বন্ধক রাখলে। সুদ একটা লিখতে হয় তাই সাধুচরণ নিজের ইচ্ছামতই লিখলে,—অবশ্য

খুড়োকে বুঝিয়ে—"নচেৎ document অসম্পূর্ণ হয়।" বললে—"ঠাকুর সুদের কথা আমার সামনে আপনি আর উত্থাপন করবেন না, আমি ওটা সইতে পারব না।—আমি সব ভুলতে পারি,—কেবল সেই দুর্য্যোগের রাতটি—ছিরুর সৎকার (দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে)...

খুড়ো সারাদিন মুখে জল দেন নি,—কেউ বলেওনি। সাধুচরণকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে ধর্ম্মস্থান থেকে বেরিয়ে এসে সর্ব্বাগ্রে "নারায়ণ" বোলে আরামের বা নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেললেন।

কাপড়টা খ'সে পড়ছে দেখে কষিটা আঁটতে গিয়ে পেটে হাত পড়ায় দেখেন,—পীলের পাত্তা নেই,—কোথায় সরে পড়েছে,—তাই কষি ঢিলে মেরেছে! আশ্চর্য্য হয়ে আপনা-আপনি বললেন—আলবাৎ বিদ্যে বটে, দাওয়াই একেই বলে! খেতে ছুঁতে হয় না,—দেখলেই কাজ,—a miracle! এ ম্যালেরিয়ার দেশে দীর্ঘজীবী হয়ে' পীলের প্রলম্বাসুর বোনে, বেঁচে থাক' সুসেন,—গুড্ বাই!"

সারাদিনান্তে আবার নিজের হাতের বানানো চা আর তামাক খেয়ে খুড়ো ধাতে এলেন। মৃদুমন্দ ফুরফুরে বাতাস গায়ে গুড়গুড়ি দিয়ে স্ফূর্ত্তি এনে দিলে। মন বললে—"আর কেনো;—ধর্ম নিজেই এসে গিয়েছেন—অর্থ এখন ট্যাঁকে মজুদ্—কাম-সিদ্ধি তারি মধ্যে অপেক্ষা করছে—পা বাড়ালেই তীর্থ ভ্রমণ! ডাক্তার পীলে থেকে

মোক্ষ দিয়েছেন,—বাড়ির বন্ধনও ঘুচিয়েছি—সাধুচরণের গর্ভে সে অগস্ত গমন করেছে,—চতুর্বর্গ পার কোরে পঞ্চমে পরিব্রজার প্রশস্ত পথে পৌঁছে দিয়েছে,—ঝঞ্ঝাট মিটেছে—আর কেনো। উঠে পড়লেন—

স্নুসেনের বিল পরিশোধ কোরে এসে, তারপর ক্ষুদ্র একটি 'বেডিং' দু'খানি কম্বল, বাঁশের লাঠি গাছটি আর ছোট একটি স্নুটকেসে—টিকে, তামাক, দেশালাই আর হুঁকো নিয়ে—তুলসী-তলায় মাথা ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

দেবদাসের দুর্গোৎসব

দেবদাসবাবু একজন গুপ্তসাধক কিন্তু বাহ্যিক কর্ম্মীও। অনেকেই বলেন তিনি মধ্যে মধ্যে দেব-দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। পৌত্তলিকতায় তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ় নিষ্ঠা। তাই তিনি প্রবল উৎসাহে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছেন। ভক্তের প্রতিমাও সুন্দর হয়েছে; চাল চিত্রের দেব-দেবী দৈত্য দানবের সমাবেশও চমৎকার। তাঁদের যেন জীবন্ত দেখাচ্ছে!

ছিদাম পাল বলিল,—"প্রতিমা প্রস্তুত, ঘামতেলটা আনিয়ে দিন, লাগিয়ে দিয়ে যাই"—

দেবদাসবাবু বলিলেন,—"ছিদাম, তেলটা আমি নিজেই দেব, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না।"

ছিদাম। বাবু ঐটাই শক্ত কাজ, বড় সাবধানে তুলি চালাতে হয়।

দেবদাস। আমার ও-কাজটায় বিলক্ষণ অভ্যাস আছে; তুলিরও দরকার হয় না,—দু'হাতেই কাজ চলে।

ছিদাম। দেখবেন বাবু, তয়েরি জিনিস্ বিগড়ে ফেলবেন না।

দেবদাস। (সহাস্যে) তেলে বিগ্‌ড়োয় নাহে—তেলে বিগড়োয় না,…সুধরোয়। শোননি, সমুদ্রে তুফান যখন প্রলয়ের আকার ধারণ করে, জাহাজ ডোবে ডোবে, তখন সমুদ্রে তেল ঢালতে পারলেই রক্ষা।

ছিদাম। আজ্ঞে, মাটি ঘেঁটে খাই, জাহাজের খবর পাব কি করে।—তবে এখন চললুম।

দেবদাস। এত তাড়া কেন হে—

ছিদাম। আজ্ঞে বিশ্বব্যাপী "ধর্ম্মঘট্"—ঘট্ যুগিয়ে উঠতে পারছি না, সবাই তাড়া দিচ্ছে।

প্রস্থান

বাড়ীর যুবা ও প্রৌঢ়েরা সস্ত্রীক ও সপুত্র,—কেহ পুরী, কেহ কাশী, কেহ কাশ্মীর যাত্রার জন্য প্রস্তুত। দেবদাসবাবু বলিলেন—"একি, বাড়ীতে পূজা, তোমরা যাও কোথা? এত বড উৎসবকে উজ্জ্বল করে তুলবে কে? সকলে মিলে পূজায় যোগ দিলে, তবে না দেব-দেবী তুষ্ট হবেন, তবে না মঙ্গল হবে!

সকলে। আমরা আর পূজায় নাই, ওটা দুর্ব্বলের একটা ভূয়ো আশ্রয়। ঐ নিয়ে করযোড় আর কান্না ভাল লাগে না।—অনেক করা হয়েছে, লাভ কেবল—পুঁথির লেখা আশ্বাসের সেই এক-ঘেয়ে বুলি। আমরা এখন দেখে ঠেকে—সোহ্হং পথই নিলাম। আবেদন নিবেদনে—ইস্তফা!

দেবদাস। দেবতার সঙ্গে বিরোধ! ওসব কথা মুখে আনতে নেই, অপরাধ হয়।

সকলে। যাই বলুন, আমরা আর আপনার দেবতার সম্পর্কে নেই। তাতে যদি বিরোধ ভাবেন ত' সে বিরোধে রক্তারক্তি পাবেন না, সেরেফ্ তফাৎ থাকা, কেউ মারে ত'—প'ড়ে মার

খাওয়া! ময়রার বাড়া ত' গাল নেই, তাতে বরং ব্রহ্মসাক্ষাৎ ঘটবে ··

সকলের প্রস্থান

দেবদাসবাবু চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—একি বুদ্ধি বাপু! তাইত', সমর্থরাই যদি গেল ত' রইল কে? অন্ধ খুড়ো, বেহেড্ মামা, রুগ্ন বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল পরিজনগুলি! এদের নিয়ে এত বড় উৎসব ব্যাপার নির্ব্বাহ হবে কি করে?

(পুরোহিত ও কামারের প্রবেশ)

দেবদাস। আসুন ভট্চায্যি মশাই,—এস মহেশ,—

ভট্চায্যি। একটা কথা বলতে এলুম,—একজন অন্য পুরোহিত দেখুন, আমার দ্বারা আর এ পূজা চলবে না। পুঁথি পড়া মন্ত্র আর কাজ দেয়না ··

দেবদাস। সেকি, বলেন কি,—কারণ!

ভট্চায্যি। এতদিন যে কি ক'রে আসচি তা ঠিক্ বুঝতে পারলুম না। ঠিক্ করচি কি ভুল করচি তা ঠাওরাতে পাচ্ছিনা। মুখস্থ মন্ত্র পড়ি, আর লেখা আশ্বাসবাণীগুলো যজমানদের শোনাই; কই একটাও ত' ফলতে দেখলুম না! পূজো-ফুজো মিছে বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচসিকে দক্ষিণে আর ভিজে চাল

ছোলার লোভে, নিজেও মজেছি পাঁচজনকেও মজিয়েছি। ভক্তি যখন টলে গেছে, আর নয়।

দেবদাস। সেকি, এ বয়সে দেবদেবীতে অবিশ্বাস? দেনেওয়ালা ত তাঁরাই।

ভট্চায্যি। পানেওলা দেখতে পেলে ত' তাই বিশ্বাস ক'রে শান্তি পেতাম; কাউকে ত' কিছু পেতে দেখলাম না। মুদির কাছে মাথা বিকিয়ে নেই এমন ভদ্রলোক ত' দেখতে পাইনা। যা হয় করবেন, আমি আর ওতে নেই।

প্রস্থান

দেবদাস। (চিন্তিতভাবে) এঁদের আক্কেল দেখ্‌ছ, মহেশ—দেবতায় অবিশ্বাস! কাল সকাল সকাল এস, নটার মধ্যে কোপ্।

মহেশ। আজ্ঞে আমাকেও মাপ্ করতে হবে, আমি ঘোষ-পাড়ার কণ্ঠী নিয়েছি, "বানানোর" কাজ আর আমার দ্বারা হবেনা।

দেবদাস। তোমরা কি দল বাঁধলে নাকি? বেশ—দেশে তো কুষ্মাণ্ডের অভাব নেই, না হয়, তাই বানিও!

মহেশ। আজ্ঞে না, অস্তরগুলো ত্যাগ করেছি, ওর ফ্যাঁসাদে ফতুর করে দেছে। চেতলায় কোন্ এক মাগীকে কে বানিয়ে ছিল, বরিজহাটিতে আমায় ধ'রে টানাটানি। বলে—খাঁড়া বার কর, কলকেতায় পরীক্ষা করতে পাঠাতে হবে,—মেয়েমানুষের রক্ত

শুষেছে কিনা দেখতে হবে!—সে অনেক কথা,—তার পরই এই কণ্ঠী কোস্‌লুম।

প্রস্থান

দেবদাসবাবু বড়ই বিপদে পড়লেন। প্রাতেই সপ্তমী! এমন সময়, গোপাল মালী আসিয়া বলিল,—"ফুল দিতে পারবনা, অন্য উপায় দেখুন বাবু।

দেবদাস। কেন হে গোপাল?

গোপাল। আজ্ঞে কারা সব অসেছেন, হাওড়া থেকে ইটিলি পর্য্যন্ত রাস্তায় ফুল বিচুতে হবে, গাড়ীর উপর বেদম মালা আর তোড়া বিষ্টি হবে; ১২৭ মণ ফুলের দরকার, ফুলকপি পর্য্যন্ত টান ধরেছে—

দেবদাস। দেবতায় ফুল পাবে না?

গোপাল। পণ্ডিতেরা বলচেন—তাঁদের ত' চিরদিন ফুল যোগান হয়েছে, অনেক ফুলই পেয়েছেন, কিন্তু কোন কাজই হয়নি, তাঁরা কেবল নিতে জানেন, দেবার কেউ নন্।

ময়রা আসিয়াও ঐ রায়ে রায় দিল। সে বলিল—"অনেক ভোগ বানিয়েছি—সীতাভোগ থেকে নবাব ভোগ,—শেষে কিনা আমাদের ভাগ্যেই কেবল কর্ম্মভোগ—অনাহার! শিন্নিও খাবেন ভরাও ডোবাবেন, এমন দেবতায় দূরে থেকে নমস্কার—

উভয়ের প্রস্থান

বাজন্দরে আসিয়া বলিল,—"বাবু এগারটাকা মণ চাল। পেটের জ্বালায় সব বোল্ই ভুলিয়ে দিয়েছে—কেবল বিসর্জ্জনের বোল্টাই মনে আছে, বলেন ত' সুরু করি—

দেবদাস। চুপ্ চুপ্, ওরকম অলক্ষণের কথা মুখে আনতে নেই;—আজ সবে ষষ্ঠী।

বাজন্দর। যে দেবতা দশ হাতে কেবল নেয়, এক হাতেও দিতে দেখলুম না, তার আর খেজমৎ কেন!

দেবদাস। দেবতা মানবেনা ত' মানবে কাকে?

বাজন্দর। নিজেকে, নিজের হাত-পাকে।

দেবদাস। তোদের এ কুবুদ্ধি দিলে কে?

বাজন্দর। পেট্ আর দেবতার ব্যাভার। আপনি কেনেন ত' ঢোল্ ঢাক্ বেচি, আপনার ত' চাই? এখন নিজের ঢোল্ নিজেই তো সব বাজাচ্ছেন! (একটু অপেক্ষা করিয়া)—তবে চল্লুম।

প্রস্থান

মাতুল নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন— "দেবদাস, চেপে যাও, আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না।—একজনও নিমন্ত্রণ নিলেনা।

দেবদাস। কি? এই কষ্টের দিনেও কেউ নিমন্ত্রণ নিলেনা? বেশ,—কাঙালী খাওয়াব।

মাতুল। তারাও না।

দেবদাস। কি রকম ?

মাতুল। সবারই এক কথা,—"একদিন দেবতার প্রসাদ পেয়ে ত আর দুক্ষু ঘুচবে না, সব রকমে ত' মরেছি,—মরতে দাও। দয়া ক'রে একদিন ঘটা দেখিয়ে, ছেঁড়া-নাড়ীতে গেরো দিয়ে দগ্ধে মারার ইচ্ছে কেন ? দোঁতায় নমস্কার,—

দেবদাস। তাইত, দেশটা হঠাৎ এমন নাস্তিক হ'য়ে দাঁড়াল' কি করে ?

মাতুল। তারা বলছে—দেবতার দয়ার দাপটে—

দেবদাস। পুরাণাদি কেউ পড়বে নাত'; হাজার হাজার বছরের সাধনায় দেবতারা তুষ্ট হতেন।

মাতুল। সাধকদেরও তখন মার্কণ্ডের প্রমাই ছিল, এক একটি 'মালং মুগুরং' ছিলেন। এখন যে অন্নগত প্রমাই !—অন্নই নাই !

দেবদাস। তা বলে আমি ত' নাস্তিক হতে পারিনা।

মাতুল। রামঃ তুমি তা পারবে কেন,—হ'তে যাবেই বা কেনো। তোমার কিসের দুক্ষু ! দেবতার কৃপায় তোমার ত'—কি ঘরের কি বাইরের, অন্নবস্ত্রের চিন্তা নেই।

দেবদাস। এখন উপায় কি ! এত বড় আনন্দ উৎসবে কেউ যোগ না দিলে যে পূজাই পণ্ড হয়ে যাবে !—যাই একবার সাধন-মন্দিরে হত্যা দিয়ে দেখি।

মাতুল। ভক্তের কথাই ত' এই। ঘাব্‌ড়ো না বাপ্‌।

দেবদাসের প্রস্থান।

২

মাতুল। (দেবদাসকে ফিরিতে দেখিয়া) কি বাবা,—মঙ্গল ত?

দেবদাস। (সোৎসাহে) বলং বলং দৈব বলং, তাঁরা নিজেরাই সব ভার নিয়েছেন। কি দয়া! লোকে আবার দেবতা মানতে চায় না! দেখে সব তাক্ লেগে যাবে; এর পর পস্তাবে। এখন জোরসে লেগে যাও মামা, দেবতাদের উপযুক্ত আয়োজন চাই' (কাণে কাণে উপদেশ)

মাতুল। ধন্য কৃপা! যাও রাত হয়েছে, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়গে বাবা।

উভয়ের প্রস্থান।

৩

সপ্তমী প্রভাত হতেই নাস্তিকেরা দেখে,—দেবতারা চালচিত্তির থেকে ঝুপ-ঝাপ্ নেবে, কাজে লেগে যাচ্ছেন। গন্ধর্ব্বেরা বাজনা সুরু করে দিয়েছে। শাস্ত্রী বৃহস্পতি পূজায় বসেছেন। নন্দনকাননের ফুল,—পবন এনে হাজির করেছেন। খাবার জিনিস জনার্দ্দনের জিম্মায়। দেবতার খাদ্যে মাছি না বসে, বা নিকৃষ্ট নরের নজর

না পড়ে,—তাই খুব চাপাচাপি ঢাকাঢাকির মধ্যে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রের অর্চার্ড্ থেকে রম্ভা বাতাবি নেবু প্রভৃতি এসে পড়েছে। হাড়কাঠের কাছে নধর নধর চনক্‌পুষ্ট ছাগ ভেড়া ও মহিষের দল—কাঁপতে কাঁপতে স্বর্গস্থ হবার অপেক্ষা করছে। দেবতাদের মধ্যে যাঁরা খাঁটি বীরাচারী, তাঁরা সেগুলি গর্ভস্থ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বলিদানের তাড়া দিচ্ছেন। নন্দী, খাঁড়া হাতে সিঁদূরের সুদীর্ঘ ফোঁটা কেটে প্রস্তুত। অমৃত বণ্টনের ভার স্বয়ং দেবরাজ নিয়েছেন। ভিড়টা তাঁর কাছেই অধিক। আলোর ভার চন্দ্রদেব, মঘা অশ্লেষা আর সৌদামিনী নিয়েছেন। দেবদাসবাবু করযোড়ে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন।

বেহেড্ মাতুল এক চুমুক অমৃত খেয়ে একটা খুঁটি ঠেশ দিয়ে পড়েছিলেন। বলিদানের সময় খুঁটি ছেড়ে দেওয়া বিধি, তাই হঠাৎ কে ধাক্কা মারায়, মাতুল বেজায় চম্‌কে উঠে বললেন—“কি বাবা, একি দেব হস্তের পাতুরে গুঁতো! হাম্ আস্তিক হ্যায়, কিন্তু ওর সেকেণ্ড এডিসন্ ছাড়লেই নাস্তিক হব বাবা। পা বাড়িয়েছি কি সবাই শাঁখ বাজিয়ে লুফে নেবে।”

চাইতে হয়, তাই দশ হাতে দশদিক্ সামলাই। তবে, ভারত আমার বড় মেয়ে, তার পূজা আর তার অন্নই আমি বেশী খাই—বেশী গ্রহণ করি, আর বেশী ভালবাসি। তার উপর আমার পূরো জোর চলে। তার ভক্তি, নিষ্ঠা, পূজা চিরদিন পেয়েছি, সেটা ছাড়তে পারি না। আজ নাস্তিক হব বল্লে ছাড়ে কে? দেবদাস, তুমি তাদের বুঝিয়ে দিও, ওসব দুর্ব্বুদ্ধিতে মঙ্গল হয়না। বড় হবি ত' ছোট হ', এইটে তুমি তাদের উঠেপড়ে বোঝাও। বড় মেয়ে আমার কোনো দিনই মাথা তুল্‌তে জানেনা—চায়না। দিতেই তার আনন্দ, ত্যাগই তার ধর্ম্ম···সেই চরম পন্থাটি সে যেন ত্যাগ না করে,—বাঢ়ম্—

বিষ্ণু। শোন দেবদাস, তোমার ব্যবহারে আমরা বড়ই প্রসন্ন হয়েছি; ঠাকুর দেবতায় এইরূপ অচলা ভক্তি রাখলেই তোমাদের মঙ্গল আর মুক্তি হবে—তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। এ কাজ ব্যস্ত হবার নয়, অধ্যবসায় চাই। সাধনার পক্ষে পাঁচ সাতশ' বছর কিছুই নয়, সেটা পাঁচ সাত দিনের মত জানবে।

তারপর বিজয়ার কোলাকুলির তরে, দেবদাস বাবু দেবতাদের প্রণামান্তে উঠে, হাত বাড়িয়ে যাওয়ায় তাঁরা বিশ হাত তফাতে সরে গিয়ে—আশীর্ব্বাদ করলেন। দেবদাস থতমত খেয়ে গেলেন।

দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর বেঁচেছিল। দেবতারা বেছে বেছে উত্তরীয় পূর্ণ করে পিঠে বাঁধলেন, আর নন্দীকে হুকুম করলেন,—"যা রইল সব কৈলাসে নিয়ে যাও,—কেবল হাড়কাঠটি বাদে। ওটা দেবদাসের

জিম্মায় থাকবে—পরে কাজ দেবে। আর দেখ, যাবার সময় দেবদাসকে কিঞ্চিৎ এই প্রসাদ (বুঝলে কি না) দিয়ে যেও।"

গণেশ। (চুপি চুপি) সেটা কি ভাল হয়!

বিষ্ণু। (কাণে কাণে) বাবাজি, আহারটা একটু কমাও, তার চাপে বুদ্ধিটা চেপ্‌টে গেছে দেখছি। ইংরিজি পড়ে ওদের কি আর সত্যিকার শ্রদ্ধাভক্তি আছে? আমাদের তুষ্ট রাখতে কখন বা ওরা পূজো দেয়, তেমনি ওদের তুষ্ট রাখতে কখন বা আমরা দুটো কথা শুনি, বাস্। ভাষায় ভুল কোরোনা…

তার পর সকলে প্রস্থান করলেন,—মূর্ত্তি বদলে। সকলে দেখলে, যেন একপাল "গেছো গেঁড়ি" চলেছে,—পিঠে প্রকাণ্ড মোট আর চক্ষুর বদলে সামনে দুটি শুঁড়! এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, নন্দী বললে—"দেবতার মায়া, তাঁরা চিরদিনই ওই বেশে কাজ করে আসছেন। চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যে চোখের বদলে ঐ শুঁড় (ফিলার্) বার করেচেন—ওর সাহায্যে বহু বাধা বিঘ্নও এড়ান যায়। কোথাও ঠেকলেই পথ বদলান।"

কথা কইতে কইতে নন্দী বেবাক্ ঝেঁটিয়ে দুটি প্রকাণ্ড মোট বেঁধে ফেল্লে। এমন খুঁটে চালগুলি নেওয়া হ'ল যে, একটু পরে গণেশের ইঁদুরটি দেড়শ ঘুরপাক খেয়েও একটি কণার সাক্ষাৎ পায়নি।

পরে বত্রিশ নাড়ী আর সহস্র শিরায় টান দিয়ে নন্দী যখন বাঁক কাঁধে করবার চেষ্টা করলে,—শিরাবহুল গলাটা ফুলে যেন বটের শেকড়-ঘেরা খেজুর গাছ হয়ে দাঁড়াল! আর তার সেই শ্রীমূর্ত্তি—দন্ত বিকাশে ও কপোল ও ওষ্ঠাধর কুঞ্চনে এমন বিকট ও বিদ্‌ঘুটে হয়ে উঠল যে, অর্দ্ধশায়িত মাতুল হঠাৎ দেখতে পেয়ে, "ওরে বাবারে, এ আবার কোন্ জানোয়ার" বলে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন, আর দেবদাসের ওপর বেজায় চটে বল্লেন—"যত বেল্লিকের রেণ্ডেভোঁ!—এই চেহারা দেবতার হয়? তা হলে স্বর্গে কোন্ শা—যাবে! উঃ—মুখ তুলে না চাইতেই অমন ঘোরালো নেশাটা একদম ফাঁকাশে মেরে গেল!"

দেবদাস মাতুলকে ঠাণ্ডা করলেন—"ওঁদের চটাতে নেই মামা—ওঁরা শিবের ষাঁড়!"—নন্দীর হাত ধরে অনেক অনুনয় বিনয়ে বে-হেড্ মাতুলকৃত অপরাধের ক্ষমা চাইলেন।

নন্দী যায়, এমন সময় প্রসাদের প্রসঙ্গ ওঠাতে "হাঁ হাঁ—এই নাও" বলে নন্দী এক ছড়া রম্ভা দেবদাসের হাতে দিয়ে, দুর্গা বল্লেন।

সাঃ নন্দিশর্ম্মা

নমস্কার

"প্রবাস জ্যোতিঃ" পত্রিকা—কার্ত্তিক ১৩২৭